দা'য়ীর আত্ম পর্যালোচনা

ড. ফাতহী ইয়াকুন

28

بسم الله الرحمن الرحيم

WAMY Book Series-28

দা'য়ীর আত্ম-পর্যালোচনা

মূল-
ড. ফাতহী ইয়াকুন

অনুবাদ-
মুহাম্মদ শামাউন আলী

World Assembly of Muslim Youth (WAMY)
Bangladesh Office
House # 17, Road # 05, Sector # 07
Uttara Model Town, Dhaka
Phone: 8919123

www.pathagar.com

দা'য়ীর আত্ম-পর্যালোচনা
মূলঃ ড. ফাতহী ইয়াকুন
অনুবাদঃ মুহাম্মদ শামাউন আলী
সম্পাদনাঃ আকরাম ফারুক

Dayeer Atto-Parjalochona
By Dr. Fathi Yakun
Translated by Md. Shamaun Ali
Edited by Akram Faruq

প্রথম প্রকাশ
আগষ্ট, ২০০৮

1st Edition
August, 2008

দ্বিতীয় প্রকাশ
মার্চ, ২০১০

2nd Edition
March, 2010

প্রকাশক
দাওয়াহ্ এন্ড এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট
ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়ামী)
বাংলাদেশ অফিস
বাড়ী-১৭, রোড-০৫, সেক্টর-০৭
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা
ফোনঃ ৮৯১৯১২৩, ফ্যাক্সঃ ৮৯১৯১২৪

Published by:
Da'wah & Education Department
World Assembly of Muslim Youth (WAMY)
Bangladesh Office
House-17, Road-05, Sector-07
Uttara Model Town, Dhaka
Phone: 8919123, Fax: 8919124

কম্পোজ ও মুদ্রণ
নাবিল কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
মোবাইল : ০১৬৭ ২৬৯২১০০

Compose & Print
Nabil Computer & Printers
Mob: 0167 2692100

শুভেচ্ছা মূল্য
৪৫ টাকা মাত্র

Price
Fourty Five Taka Only

www.pathagar.com

পরিচালকের কথা

সমস্ত প্রশংসা সেই রাব্বুল আলামীনের যিনি আসমান ও জমিনের সকল কিছু মানুষের কল্যাণের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। দরুদ ও সালাম মানবতার শ্রেষ্ঠ বন্ধু, রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশ্বমানবতাকে জাহেলিয়াতের অতল গহব্বর থেকে মুক্ত করে ইসলামের সুমহান আলোর পথে পরিচালিত করেন। মানবতাকে সব ধরনের কুসংস্কার, শিরক, ও প্রচলিত ভ্রান্তধারণা ও মতবাদ থেকে মুক্ত করে প্রতিষ্ঠা করেন এক পরিচ্ছন্ন ইসলামী সমাজব্যবস্থা। কিন্তু রাসূল (সা.)-এর এ কাজ খুব সহজ ছিল না। এজন্য তাঁকে ও সাহাবাদেরকে এবং পরবর্তীতে তাবেঈ ও অন্যান্য দায়ীদেরকে দীর্ঘ সংগ্রামের পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। অতিক্রম করতে হয়েছে বিভিন্ন বিপদ-আপদ ও জুলুম-নির্যাতনের বন্ধুর গিরিপথ। এপথে চলতে গেলে একজন দায়ী ইলাল্লাহকে কি ধরনের সমস্যাবলী মুকাবিলা করে এগিয়ে যেতে হয় তা অতি সংক্ষেপে চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করেছেন বিশ্বখ্যাত দায়ী ও আলেমেদীন জনাব ফাতহী ইয়াকুন বক্ষমান বইটিতে। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে ওয়ামী বইটির প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বইটির অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট আলেমে দীন ও ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা শামাউন আলী সাহেব। অনুবাদকসহ বইটি প্রকাশ করতে যারাই সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের জন্য রইল শুকরিয়া।

আশা করি বইটি সকলের কাছে বিশেষ করে আল্লাহর দীনের পথে দা'য়ীদের নিকট সমাদৃত হবে। আল্লাহ আমাদের নেক আমলসমূহ কবুল করুন। আমিন।

ডা. মোহাম্মদ রেদওয়ানুর রহমান
ডাইরেক্টর
ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়ামী)
বাংলাদেশ অফিস, ঢাকা।

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

জাহেলিয়াতে পরিপূর্ণ বিশ্বমানবতাকে মুক্ত করে আলোর পথে পরিচালিত করেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তদানিন্তন সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করে প্রতিষ্ঠা করেন এক শিরকমুক্ত পরিচ্ছন্ন ইসলামী সমাজব্যবস্থা।

ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ করতে গিয়ে তাঁকে লড়তে হয়েছে তদানিন্তন জাহেলী সমাজের সাথে, সহ্য করতে হয়েছে বিভিন্ন জুলুম নির্যাতন, ত্যাগ করতে হয়েছে আপন মাতৃভূমি, যুদ্ধ করতে হয়েছে আপন গোত্রীয় জনগণের সাথে এমন কি আপন লোকজনদের সাথে, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সাথে। অনাহারে অর্ধাহারে এমন কি একসময় প্রায় বন্দীজীবন কাটাতে হয়েছে, তবুও তিনি পিছপা হননি তাঁর অভিষ্ট লক্ষ্য থেকে, মাথা নত করেননি বাতিলের কাছে, আপোষ করেননি জাহেলিয়াতের সাথে। এরই ফলশ্রুতিতে আমরা পেয়েছি আদর্শ ইসলামী সমাজের জীবন্তরূপ।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগেও ইসলামী দাওয়াত ও দায়ীর ক্ষেত্রে রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের প্রতিবন্ধকতা। এ প্রতিকুল পরিবেশে কিভাবে আমরা দাওয়াতের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাব তারই পর্যালোচনা পেশ করেছেন দীনের দায়ী, বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও লেখক ড. ফাতহী ইয়াকুন লিখিত বইটিতে। বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখে **World Assembly of Muslim Youth (WAMY) Bangladesh Office** এর দাওয়াহ্ এণ্ড এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট বইটি অনুবাদ ও প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

আশা করি পাঠক-সুধীসহ সকল মহলের নিকট গ্রন্থটি আমাদের অন্যান্য প্রকাশনার ন্যায় সমাদৃত হবে এবং এ থেকে ফায়েদা নিয়ে আমরা দাওয়াতের কাজে আরও কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ ও দায়িত্ব পালনে তৎপর হব।

আল্লাহ্ আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন।

আলমগীর মোহাম্মদ ইউসুফ
ইনচার্জ
দাওয়াহ্ এন্ড এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট
ওয়ামী বাংলাদেশ অফিস, ঢাকা।

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

পৃথিবীর বুকে সর্বোত্তম কাজ হচ্ছে দাওয়াত ইলাল্লাহ বা আল্লাহর দীনের পথে আহ্বান করা। রাসূল (সা.), তাঁর সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈ, তাবা-তাবেঈ থেকে শুরু করে আইম্মায়ে মুজতাহেদীন সকলেই দাওয়াতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। একাজে তারা বরণ করেছেন সবধরনের জুলুম, নির্যাতন এমনকি অনেকে এজন্য শাহাদাত বরণ করেছেন।

এ কথা চিরন্তন সত্য যে, বিনা যুদ্ধে বাতিল হকের জন্য সামান্যতম ছাড়ও দিবে না। আর তাই দা'য়ীকে সর্বদা সংগ্রাম করতে হবে বাতিলের বিরুদ্ধে। দাওয়াতের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয় বরং কন্টকাকীর্ণ। এপথে অবিচল থেকে সবর ও প্রজ্ঞার সাথে কাজ করে যেতে হবে, জানাতে হবে দীনের দাওয়াত, পেশ করতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণী। এবিষয়টিকে অত্যন্ত সংক্ষেপে ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেছেন আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় আলেমে দীন ও বিশিষ্ট দায়ী জনাব ড. ফাতহী ইয়াকুন। আমরা বইটিকে 'দা'য়ীর আত্ম-পর্যালোচনা' শিরোনামে পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছি।

জনাব ফাতহী ইয়াকুন ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে লেবাননের ত্রিপোলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবীভাষা তত্ত্বে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন এবং পঞ্চাশের দশকে লেবাননে তিনি ইসলামী কর্মকাণ্ডে নতুন গতি সঞ্চার করেন। ১৯৯২ সালে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ইসলাম ও জনগণের স্বার্থে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত পার্লামেন্টে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অগনিত সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অংশ গ্রহণ করেন। আরবী ভাষায় তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৫টির অধিক। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলি বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

আমরা বাংলা ভাষাভাষীরা যেন তাঁর লেখা " نحو وعى حركي إسلامي- مشكلات الدعوة والدعاة" বইটি থেকে দাওয়াতের পাথেয় সংগ্রহ করতে পারি, এজন্য অনুবাদের কাজে হাত দেই। অনেক ব্যস্ততা ও ঝামেলার মধ্যেও এটির অনুবাদ সম্পন্ন করতে পেরে আল্লাহর দরবারে জানাই লাখো শুকরিয়া- আলহামদুলিল্লাহ। 'দা'য়ীর আত্মপর্যালোচনা' নামে এটি পাঠকদের হাতে তুলে দেয়া হল। ওয়ামী বাংলাদেশ অফিস বইটি প্রকাশ করছে বিধায় ওয়ামীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই কৃতজ্ঞতা বিশেষ করে দাওয়াহ ও এডুকেশনাল ডিপার্টমন্টের ইনচার্জ আলমগীর মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবকে। বইটি দাওয়াতের ক্ষেত্রে যৎসামান্য সহায়ক হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য এবং আমাদের শেষনবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

তারিখ, ঢাকা। মুহাম্মদ শামাউন আলী

৮ রমযান, ১৪২৯ হিজরী

লেখকের ভূমিকা

ইসলামী দাওয়াতের কাজ নবী করীম (সা.) এর যুগ থেকে শুরু হয়ে ক্রমাগত বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু বিগত চল্লিশ বছর ধরে ইসলামী দাওয়াত ও এর সাথে জড়িতরা চরম জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। এসব মুকাবিলা করেই তারা তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছেন। শহীদের মিছিলে যোগ হচ্ছে নতুন মুখ, দাওয়াতের জন্য অত্যন্ত চড়ামূল্য প্রদান করে যাচ্ছে। যেন এর শেষ নেই....।

বরং এর চেয়েও দুঃখজনক হল যে, দাওয়াত তার বীজ বপন করছে, আর অন্যরা এর ফসল ঘরে তুলছে .....। সে ভবন তৈরী করছে, আর অন্যরা তা দখল করছে?! বর্তমানে ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা এসে দেখা দিয়েছে। এতে যেমন দাওয়াত বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তেমনি দা'য়ীরাও পড়ছেন বিভিন্ন সমস্যায়। ... সমস্যাবলী হল পরিবার কেন্দ্রীক, সামাজিক, নিজের নফসের সাথে, নিজ জাতির সাথে, সাংগঠনিক, পরিকল্পনা প্রনয়নের, চিন্তাভাবনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে। এসব সমস্যা দা'য়ীর ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে অনৈসলামিক পরিবেশ-পরিস্থিতি, যাতে অবস্থান করছে দাওয়াত ও দায়ী- ঐ সমাজে ইসলাম আছে- গতানুগতিক বা পৈতৃক সূত্রে !!

আর দা'য়ী এধরনের পরিবেশের সাথে পথ চলতে বাধ্য। এটিই তার একমাত্র পথ এ পথেই তাকে কাজ করতে হবে সে একে প্রভাবিত করবে কিন্তু এর কলুষতায় কলুষিত হবে না। তাকে গ্রহণ করতে হবে বাঁচার পথ, বের করতে হবে কাজের নতুন নতুন দিগন্ত, দাওয়াতকে বিভিন্ন প্রতিকুলতা কাটিয়ে এগিয়ে নিতে হবে সামনের দিকে। তাকে তৈরী করে নিতে হবে এসবের প্রতিষেধক।

একজন দা'য়ীকে অবশ্যই বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান হতে হবে। তার নিজের কাজের ব্যাপারে হতে হবে সচেতন ও যত্নবান। কাজে যেমন বাড়াবাড়ি করা যাবে না, তেমনি শৈথিল্যও দেখানো যাবে না। স্বাভাবিক ভারসাম্য রক্ষা করেই দাওয়াতের কাজ অবিরাম গতিতে চালিয়ে যেতে হবে।

দা'য়ীর জীবনে সবচেয়ে ভীতিকর বিষয় হল, বিভিন্ন অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করা, তার কথা ও কাজের মধ্যে বৈপরিত্য থাকা চলবে না। তাকে পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। দাওয়াতের ক্ষেত্রে সামান্য ভুলই পরবর্তীতে বিরাট বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

www.pathagar.com

আমি আমার দাওয়াতী জীবনে যেসব বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি তা আমাকে বইটি লেখার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে। বিষয়টি আমাকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছে, আমরা কিভাবে কাজের সমন্বয় ঘটাতে পারি? কিভাবে আমরা বর্তমান জাহেলিয়াতের মুকাবিলা করে তাদের চ্যালেঞ্জকে অতিক্রম করে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছতে পারি।

আমি আমার এ লেখাটি নিজেদের আত্মসমালোচনার জন্য এখানে উপস্থাপন করছি। আমি দোয়া করছি, আল্লাহ্ যেন আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমাদের আন্তরিকতা, একাগ্রতা ও নিষ্ঠা এবং কাজের সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধতা আরো জোরদার করে দিন।

(নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সঠিক সরল পথ দেখাবেন। যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছে। (আল কুরআন)

বিনীত

লেখক

www.pathagar.com

আলোচ্য সূচি

- বিগত চল্লিশ বছরের দাওয়াতী কার্যক্রম ৯
- দাওয়াত ও দায়ীর জীবনে পরীক্ষা ১২
- দা'য়ীর জীবনে বড় বড় বাঁক বা মোড় ৩১
- দাওয়াতী কার্যক্রম বুঝা ও বাস্তবায়ন করা ৪১
- দিক নির্দেশনা ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব ৪৫
- দাওয়াত ও দা'য়ীর মাঝে সাংগঠনিক সম্পর্ক ৫০
- আন্দোলনমুখী কার্যক্রম ৫৪
- দা'য়ীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ কিভাবে ঘটবে ৫৯
- দা'য়ী ও দাওয়াতের পদ্ধতি ৬৪
- ইসলামের দায়ী ও তার গ্রহণযোগ্যতা ৬৭
- দা'য়ীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ৬৯
- ইসলামী আন্দোলন পূর্ণতা ও ভঙ্গুরতার মাঝে ৭২
- ইসলামী ব্যক্তিত্বকে কলুষিত করার অপচেষ্টা ৭৮
- আমাদের কতিপয় সাংগঠনিক দুর্বলতা ৮৩
- আমাদের কতিপয় ব্যক্তিগত দুর্বলতা সমূহ ৯০
- একক বিশ্ব ইসলামী আন্দোলন ১০৪

www.pathagar.com

বিগত চল্লিশ বছরের দাওয়াতী কার্যক্রম

দাওয়াত ও দা'য়ীর ওপর ক্রমাগত নির্যাতনের ষ্টীমরোলার চলছে। ইসলামী কার্যক্রমের সাথে জড়িতদেরকে এক কঠিন বিপদজনক পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেশে। যার কারণে আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়টিকে নতুন করে পর্যালোচনা করতে হবে এবং দেখতে হবে বিগত চল্লিশ বছরে আমরা চিন্তা-চেতনা ও আন্দোলন এবং বাস্তব ক্ষেত্রে ভাল মন্দ কতটুকু কি করতে পেরেছি।

১. কর্মসূচী ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি

বিগত বছরগুলোতে যেসব পদ্ধতির উপর নির্ভর করা হয়েছে সেগুলো মূলত নতুন পদ্ধতি। এতে ইসলামের সমস্যাবলীর সমাধান খোঁজা হয়েছে আধুনিক অবস্থা ও পরিবেশ থেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে। বিভিন্ন অবস্থায় এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। আর এ কথা স্বতসিদ্ধ যে, একেক অঞ্চলের পরিবেশ পরিস্থিতি একেক রকম হবে। এ ক্ষেত্রে স্থান-কাল পাত্র ভেদেই দাওয়াতের পদ্ধতি ও কর্মসূচী নির্ধারণ করতে হবে।

২. পরিকল্পনা ও সংগঠন

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি যেহেতু এর কর্মসূচী ও পদ্ধতির উন্নয়নের মুখাপেক্ষী, তাই অবশ্যই এর পরিকল্পনা ও সাংঠনিক কাঠামোতেও পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও উন্নয়ন আনতে হবে। যেন ইসলামী আন্দোলন তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছতে পারে। কারণ পরিকল্পনা যদি বাস্তবমুখী না হয় তাহলে কাঙ্খিত ফল লাভ করা সম্ভব হবে না। কাঙ্খিত লক্ষ্যে ইসলামী দাওয়াতী কার্যক্রমকে পৌছাতে হলে অবশ্যই দুর্বলতার দিকগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে। বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করার সময় এসব বিষয়কে উপেক্ষা করা চলবে না।

যদি আমরা স্পষ্ট ভাবে আমাদের বিগত বছরগুলোর ব্যর্থতা ভুল-ভ্রান্তি শুধরাতে চাই এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চাই, তাহলে স্বীকার করতে হবে আমাদের লক্ষ্য নির্ধারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কর্মনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট দুর্বলতা ও সমস্যা ছিল। চলমান আধুনিক সভ্যতার যুগে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী, রাজনৈতিক দল এবং আন্দোলনরত দলগুলো তাদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও গ্রহণের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক স্টাডি ও গবেষণা এবং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায় ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে এর চেয়েও

www.pathagar.com

অধিক গবেষণা ও অভিজ্ঞতার আলোকে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। কেননা আমরা তো হক, হেদায়াত ও নূরের পথে দাওয়াত দিচ্ছি।

এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, পরিকল্পণা গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদেরকে কয়েকটি বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

প্রশ্ন হচ্ছে ঃ (১) ইসলামী দাওয়াত কি একটি আংশিক আন্দোলন? নাকি একটি পুর্ণাঙ্গ আন্দোলন যা জাহেলিয়াতের সব কিছুকে ভেঙ্গে-চুরে মিসমার করে দিয়ে সবকিছুকে ইসলামী দৃষ্টি-ভঙ্গিতে ইসলামী ধাঁচে এক নতুন সমাজ বিনির্মাণ করবে। যদি দ্বিতীয়টি হয় তাহলে কে এই বিরাট দায়িত্ব কিভাবে পালন করবে?

(২) যদি আমাদের দাওয়াতের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হয় সঠিক ইসলামী জীবনব্যবস্থা পরিপূর্ণরূপে নতুন করে শুরু করা, তাহলে আমরা এর কি ব্যাখ্যা করতে পারি? আমরা বিভিন্ন সরকার বা প্রশাসনের কাছে আমরা কতিপয় দাবী দাওয়া পেশ করি, যে দাবী-দাওয়ার মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য থেকে অনেক দূরে।

বিশ্বের যে কোন আন্দোলন নিজেই নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে সফলতা লাভ করেছে। ইসলামী আন্দোলনও এর ব্যতিক্রম নয়। আন্দোলন কে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে হলে সংগ্রাম, সংঘাত ও শত প্রতিকূলতা এড়িয়ে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছতে হবে। বিশ্বইতিহাস এ সাক্ষ্যই বহন করে। উদাহরণ স্বরূপ ঃ ফরাসী বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলেন যারা তারা এর জন্য কাজও করেছেন একনিষ্ঠভাবে (রুশো, ভলটিয়ার এবং মনতিষ্ক) আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কার্লমার্কস ও লেলিনের পরিকল্পনারই ফল, হেগেল, গোতে এবং নিটশে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল, জার্মানদের উত্থান তারই ফল।

৩. চিন্তা ও ধারণার ক্ষেত্রে

ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গি একটি মৌলিক চিন্তা। যার ওপরে এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করবে। (আকীদাগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শাখা-প্রশাখা) আমি এখানে জরুরী কিছু বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, আমাদেরকে অবশ্যই পার্থক্য বিধান করতে হবে, চিন্তার উপস্থাপন- দাওয়াত ও আন্দোলনকে লেখা-লেখি করে চিন্তার খোরাক দান এবং বাস্তব প্রয়োগ- ময়দানে এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটানো ইসলামী সংগঠনের এক মৌলিক নীতি।

আমি আরেকটি কথা এখানে সংযোজন করতে চাই, তাহলো আমি কিন্তু ইজতিহাদ বা গবেষণার পথ রুদ্ধ করতে বলিনি। বর্তমান যুগ জিজ্ঞাসার জবাব দানের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা অবশ্যই চালাতে হবে। কিন্তু ইসলামী দাওয়াত ও

www.pathagar.com

আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটাতে হবে। ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে অনেক ছোট-খাট বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য চিন্তার জগতে অবশ্যই ঐকমত্য থাকতে হবে। যেন দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমাদের মাঝে কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব না থাকে।

৪. মূল্যায়ন

ইসলামী দৃষ্টি-ভঙ্গির লোকদের সবচেয়ে যে বিষয়টি বেশী ক্ষতি করে তা হলো, চিন্তা-চেতনা ও সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা যে এক অসম লড়াই-এ লিপ্ত তা সঠিকভাবে মূল্যয়ন করতে পারেন না।

এক ঃ তারা ইসলামী দর্শনকে এমন শক্তিশালী মনে করেন যার সামনে শত্রুরা কখনও টিকতে পারেনি এবং পারবে না।

এই ধারণা মুসলমানদেরকে হুনাইনের যুদ্ধের মত পরিস্থিতির মুখোমুখি করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর হুনাইনের দিন তোমরা সংখ্যাধিক্যের ওপর ভরসা করেছিলে, কিন্তু আল্লাহর কাছে এর কোন মূল্য নেই। তিনি তোমাদের জন্য যমীনকে সংকুচিত করে দিলেন। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করলে। (সূরা তাওবা ঃ ২৫)

দুই ঃ গতানুগতিকভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও গ্রহণ, কুরআন মজিদ এ বিষয়টিকে এ ভাবে চিত্রায়িত করেছে- "আর তোমরা তোমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে যথাসম্ভব শক্তি সঞ্চয় কর ঘোড়া দিয়ে, যদ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলবে।" (সূরা আনফাল ঃ ৬০)

আরও একটি ভুল কথা হলো, ইসলামী আন্দোলন ও দাওয়াতের রসদপত্র অত্যন্ত কম অন্যান্য আন্দোলনের তুলনায়। ইসলামী আন্দোলনের জনসমর্থন এবং কর্মক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক ও প্রশস্ত এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু সমস্যা রয়েছে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও গ্রহণ এবং কাজের সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে। দিন বদলের সাথে পাল্লা দিয়ে সামনে এগিয়ে চলছে ইসলামী দাওয়াতের চিন্তাচেতনা। আগের চেয়ে কাজের ঐক্যও সুদৃঢ় হচ্ছে। একদিন একক কর্মনীতি প্রণীত হবে, এমন আশাই আমরা করছি।

www.pathagar.com

দাওয়াত ও দা'য়ীর জীবনে পরীক্ষা

কিভাবে পরীক্ষা মোকাবিলা করব?

পরীক্ষা ও নির্যাতন ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে সর্বযুগে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও অবধারিত বিষয়। ইসলাম জীবনকে ভেঙ্গে-চুরে জাহিলিয়াতের চিন্তা ধারাকে উৎখাত করে। জাহিলিয়াতের প্রচলিত বিধি-বিধানকে উল্টিয়ে দিয়ে এক নতুন জীবন ধারা প্রতিষ্ঠার আহবান জানায়। যার ফলে এ পথে পরীক্ষা, নির্যাতন, সংঘাত কখনও এককভাবে দলগত ও রাজনৈতিকভাবে এসেছে এবং আসবে।

পরীক্ষা প্রশিক্ষণেরই অংশ

ইসলামে পরীক্ষা একটি চিরন্তন বাছাই পদ্ধতি। ইসলামের পথে খাঁটি দা'য়ীর ভূমিকা পালন কারীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, জুলুম-নির্যাতন এবং বিপদ-মুসীবতের পাহাড় ডিঙ্গিয়ে আসতে হবে। দা'য়ীর মজবুত ঈমান তাকে এ পথে অটল-অবিচল রাখবে। কিন্তু দুর্বল ঈমান মাঝপথেই ছিটকে পড়বে, বাধাগ্রস্ত হবে। মহান আল্লাহ এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেনঃ "মানুষের মাঝে এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি, কিন্তু যখন তাদেরকে আল্লাহ পরীক্ষায় ফেলেন তখন তারা এটাকে আল্লাহর আযাবের মতই মনে করে। কিন্তু যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসে তখন তারা বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম। আল্লাহ অবশ্যই মানুষের অন্তকরণে কি আছে তা অধিক জানেন। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন কারা ঈমানদার আর কারা মুনাফিক।" (সূরা আনকাবুত ঃ ১০-১১)

যে কোন দাবীর ক্ষেত্রে প্রমাণ একটি অপরিহার্য বিষয়, ঈমানের দাবীর ক্ষেত্রেও প্রমাণ দিতে হবে, বিপদ-মুসীবতের কঠিন মুহুর্তে ঈমানের দৃঢ়তা দিয়ে। মহান আল্লাহ বলেন, "মানুষ কি মনে করেছে যে, ঈমান এনেছি বললেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে? আর তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হবে না। নিশ্চয় আমরা তাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরীক্ষা নিয়েছি। আল্লাহ জেনে নিতে চান কারা সত্যবাদী, আর কারা মিথ্যাবাদী।" (সূরা আনকাবুত ঃ ২-৩)

পূর্ববর্তীদের কতিপয় পরীক্ষা

মহান আল্লাহর এটা চিরন্তন পদ্ধতি যে, হকের সাথে বাতিলের লড়াই বাঁধবেই। যখনই হকের আলো ফুটবে, তখনই বাতিলের আঁধার এগিয়ে আসবে সত্যের

www.pathagar.com

আলোকে মিটিয়ে দিতে। মহান আল্লাহ বলেন, যখন আল্লাহর বান্দা দাঁড়ালেন তাদেরকে আহবান করতে তখন তারা তার উপরে যেন একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বলুন, আমি আমার রবের দিকে আহবান করছি। আমি তার সাথে কাউকে শরীক করি না।

"তারা চায় তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর আলোকে মিটিয়ে দিতে আল্লাহর তার নূরকে পূর্ণতা দান করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করেন।"

সৃষ্টির প্রথম থেকে নবুয়্যতের সূচনা লগ্ন থেকেই যখনই কল্যাণের সৃষ্টি হয়েছে এর পাশেই পাওয়া গেছে অকল্যাণ। কল্যাণ ও অকল্যাণের মাঝে চরম ও ভয়ংকর দ্বন্দ্ব সংঘাত লেগেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই লড়াইয়ে সর্বদা হকের বিজয় হয়েছে আর বাতিল সর্বদা পর্যুদস্ত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন- আমাদের প্রেরিত বান্দারা (রসূলগণ) অবশ্যই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে এবং আমার সৈন্যরা বিজয় হবে।

ইবরাহীম (আ.)-এর জীবনে পরীক্ষা

হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহ হকের পথে বিভিন্ন পরীক্ষায় পড়েছেন, তার সংঘাত ও পরীক্ষাময় ইতিহাসের কথা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এসব প্রমাণ করে যে, হক পন্থীরা যুগে যুগে বিজয়ী হয়েছে আর বাতিল পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়েছে। ইবরাহীম (আ.) জন্ম লাভ করেছিলেন এক জাহেলি কুফেরী সমাজে। তাঁর স্বভাব প্রকৃতি দেশ ও সমাজের চলমান ব্যবস্থার সাথে একমত হতে পারেনি। ইবরাহীম সিদ্ধান্ত নিলেন জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন এর প্রতিরোধ করবেন তাতে তার ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন। .... তিনি জন সমক্ষে আল্লাহর প্রতি ঈমানের ঘোষণা দিলেন তাদের প্রতিমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন, তাদের প্রতিমার বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হলেন, এ বিষয়টিকে চিত্রিত করে আল্লাহ বলেন, তিনি বললেন- তোমরা যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করছ, তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকজন আমার শত্রু। একমাত্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকই আমার প্রভু ও বন্ধু।

প্রত্যেক দায়ীকে এখানে একটু চিন্তা করতে হবে। তাকে অনুভব করতে হবে, ঈমানের মহত্বকে ইবরাহীম কিভাবে নিজের অন্তরে স্থান দিয়েছিলেন। ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে তিনি গোটা দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পেরেছিলেন, তার কোন সমর্থক ছিল না। এমনকি আত্মীয় স্বজন পিতা-মাতাও না। তিনি শত বাধা-বিপত্তি ও ধমকানির মুখেও পিছ পা হননি। ইবরাহীমকে আগুনে ফেলা হলো। তিনি আল্লাহর ফায়সালায়ই সন্তুষ্ট, তাঁর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য লালায়িত...। আরশে আযীম থেকে মহান প্রভু লেলিহান আগুনকে নির্দেশ দিলেন

www.pathagar.com

"হে আগুন তুমি ইবরাহীমের জন্য ঠান্ডা আরামদায়ক হয়ে যাও। তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, অতঃপর আমরা তাদেরকেই ক্ষতিগ্রস্ত করলাম এবং তাকে পরিত্রাণ দিলাম এবং লূতকে এমন এক জমিনে প্রেরণ করেছিলাম, যেখানে আমি বিশ্ববাসীর জন্য বরকত নাযিল করেছি .. ।"

নবীদের পিতা ইবরাহীমের ঘটনা এক বলিষ্ট যোদ্ধার চিত্রই আমাদের সামনে তুলে ধরে। তার পথ ধরেই আমাদেরকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে হবে। ধৈর্য ও সবরের সাথে বিপদের মোকাবেলা করতে হবে। "যে ব্যক্তি নির্বোধ সেই কেবল ইবরাহীমের মিল্লাত থেকে বিমুখ হতে পারে। আমরা তাকে এই দুনিয়াতেই নির্বাচিত করেছিলাম আর পরকালে সে অবশ্যই নেককারদের মধ্যে পরিগনিত হবে।"

মূসা (আ.)-এর জীবনে পরীক্ষা

মূসা (আ.) এর জীবন দুঃখ কষ্ট থেকে কখনও নিরাপদ ছিল না। বরং জন্ম থেকেই দুঃখ মুসীবত পরীক্ষা মূসার সঙ্গী হয়। শিশুকালেই তাকে পানির ঢেউ ও অন্ধকারের মুখোমুখী হতে হয়। ফেরাউনের হাত থেকে তাকে বাঁচার জন্য তাঁর মা তাকে সিন্দুকে ভরে নীল নদে নিক্ষেপ করেন, অন্যদিকে তার জাতিকে ভোগ করতে হয় চরম নির্যাতন, যাদের রক্ত প্রবাহিত করতে ফেরাউনেরা সামান্যতম দয়া দেখাত না। কবি বলেন,

নিকটাত্মীয়দের প্রতি জুলুম বড়ই কষ্টকর মানুষের জন্য,

সুতীক্ষ্ম তরবারির আঘাতের চেয়েও।

হযরত মূসা (আ.) একদিকে ফেরাউনের ভয়ে ছিলেন ভীত, তার ষড়যন্ত্র কিভাবে মুকাবিলা করবেন তার জন্য থাকতেন চিন্তিত। আবার অন্যদিকে তাকে সর্বদা চিন্তা করতে হত স্বগোত্রীয় লোকদের অবাধ্যতা কূটচাল ইত্যাদি। এটা সত্যিই খুবই এক বিপদজনক পরীক্ষা।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে যদি দা'য়ীরা একই মনমানসিকতার হয় তাহলে বাইরের আঘাত প্রতিহত করা সহজ হয়। কিন্তু নিজেদের মধ্যে যদি দ্বন্দ্ব থাকে তাহলে? মূসা (আ.)-কে আল্লাহ্ ফেরাউনকে দাওয়াত দিতে নির্দেশ দিলেন। যে ফেরাউন ছিল দাম্ভিক ও স্বৈরাচারী। যার দাম্ভিক ও স্বৈরাচারী চরিত্রের কথা মহান আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন- "নিশ্চয় ফেরাউন পৃথিবীর বুকে ঔদ্ধত্ত প্রকাশ করেছিল, এর অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত করেছিল। এদের একদলকে দুর্বল

www.pathagar.com

করেছিল, তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং মেয়ে সন্তানদেরকে জীবিত রাখত। নিশ্চয়ই সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।"

মূসা (আ.) তার পথে সব দুঃখ যাতনা সহ্য করে এগিয়ে চলেছিলেন... একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করেই। আল্লাহর সাহায্যের উপর আস্থা রেখেই। মূসা (আ.) কখনও কখনও একজন মানুষ হিসেবে ভীত শিহরিত ও আতংকিত হয়ে উঠলে সাথে সাথে মহান আল্লাহ তাকে সাহায্য, সহযোগিতা এবং মনের নিশ্চিন্ততা দান করতেন। কুরআনে বিষয়টিকে এভাবেই চিত্রায়িত করা হয়েছে। "মূসার অন্তঃকরণে ভয় ঢুকে পড়ল, আমরা তাকে বললাম-তুমি ভয় পেয়োনা, তুমি বিজয়ী হবে, তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর। তারা যা করেছে তা সব ইহা (লাঠিতে) খেয়ে ফেলবে। এরাতো যাদু দিয়ে ষড়যন্ত্র করেছিল, আর যাদুকর যেভাবে আসুক কখনও সফলতা পাবে না।

মূসার উপরে বিপদের যত ঘনঘটা এসেছে তার পথকে রুদ্ধ করতে কিন্তু ঈমানের দৃঢ়তার সামনে সেসবই ভণ্ডুল হয়ে গেছে, তার পথ হয়ে গেছে পরিষ্কার নিষ্কন্টক....।

কারুন কতবারই না তার সম্পদের দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলেছে মূসার দাওয়াত থেকে লোকজনকে সরিয়ে দিতে চেয়েছে। টাকা-পয়সা দিযে মানুষের মন জয় করতে চেয়েছে. মূসাকে বিভিন্ন অপবাদ অভিযোগে অভিযুক্ত করতে চেয়েছে..... কিন্তু আল্লাহ তা'আলা দ্রুতই এসব ষড়যন্ত্রকে উন্মোচন করে দিয়েছেন। এই অভিজ্ঞতাই দাওয়াতের পথে অটল মনোভাবের সৃষ্টি করে।

কুরআন মজীদে মূসা ও ফেরাউনের ঘটনার এভাবে পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে... ফেরাউন সম্প্রদায়ের কাছেও সতর্ককারীগণ এসেছিলেন। তারা আমার নিদর্শনের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল, অতঃপর আমি পরাভূতকারী পরাক্রমশালীর ন্যায় তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তোমাদের মধ্যকার কাফেররা কি তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ? না, তোমাদের মুক্তির সনদপত্র রয়েছে কিতাবসমূহে? না, তারা বলে যে, আমরা এক অপরাজেয় দল? এদলতো খুব শিগগিরই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। বরং কিয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময় এবং কিয়ামত ঘোরতর বিপদ ও তিক্ততর। (সূরা আল কামার ঃ ৪১-৪৬)

ঈসা (আ.)-এর জীবনে পরীক্ষা

নিঃসন্দেহে ঈসা (আ.) বলিষ্ঠ, ধৈর্য এবং বিভিন্ন পরীক্ষা ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে অটল ও অবিচল ছিলেন, ক্রমাগত তার উপর পরীক্ষা আসলেও তিনি ছিলেন অটল

www.pathagar.com

অবিচল যা প্রমাণ করে তার বলিষ্ট ব্যক্তিত্বের কথাই... । তাঁর জন্ম লগ্নেই তাকে ও তার মাতাকে সন্দেহ ও কলঙ্কিত করার ব্যাপারটি ঘটে। কিন্তু তিনি দোলনা থেকেই এ অপবাদের জবাব দান করেন। তিনি দাওয়াতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে হাসিমুখে বরণ করে নিতেন, তাকে কেউ গাল-মন্দ দিলে তিনি তার জবাবে সামান্যতম কটু কথাও মুখ দিয়ে বের করতেন না। তার শত্রুরা তার বিরুদ্ধে যতই কঠোরতা অবলম্বন করত তিনি তা নম্রতা ও বিনয়ী আচরণ দ্বারা মোকাবিলা করতেন। একবার তিনি তার অনুসারীদেরকে নিয়ে এক গ্রামে গেলেন তিনি তাদেরকে আল্লাহ এবং পরকালের দিকে আহবান জানালেন, কিন্তু গ্রামবাসীরা তাকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করল, তার সাথে চরম বেয়াদবী করল, তাকে বিভিন্ন দোষে চিত্রিত করল। কিন্তু তিনি সেখান থেকে নিশ্চুপ হয়ে ফিরে আসলেন, তাদেরকে ভাল ছাড়া খারাপ কিছুই বলেন নি। আপনি যদি তার বলিষ্ঠ ঈমান ও প্রশস্ত মনের কথা চিন্তা করেন তাহলে দেখতে পাবেন, তিনি কত সুন্দর ভাষায় তার সঙ্গী-সাথীদেরকে বলেছেন আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রসঙ্গে। তিনি তার অনুসারীদের বলতেন, তোমাদের জন্য সু-সংবাদ যখন তোমাদেরকে কটাক্ষ করে দোষ দেয়, তাড়িয়ে দেয় এবং আমার ব্যাপারে জঘন্য কথা-বার্তা বলে মিথ্যা ভাবে তখন তোমরা মন খারপ না করে খুশী হয়ো কেননা আসমানে তোমাদের জন্য বিরাট প্রতিদান অপেক্ষা করছে, আসলে এরাতো তোমাদের পূর্বের নবীদেরকে এভাবেই তাড়িয়ে দিত।

তারা অচিরেই তোমাদেরকে তোমাদের সমাজ থেকে বের করে দেবে, বরং এমন একটা সময় আসবে যখন তারা তোমাদেরকে হত্যা করে মনে করবে, আল্লাহর বিরাট খেদমত করেছে।

ইহুদীরা চেষ্টা করেছিল, ঈসার দাওয়াতের চিহ্নকে চিরতরে মিটিয়ে দিবে। কিন্তু সত্য হল প্রস্ফুটিত, ধৈর্য হল আলো।

আর নিশ্চয় আল্লাহ হকের দ্বারা বাতিলকে আঘাত করবেন অতঃপর তাকে মিসমার করে দিবেন যার ফলে বাতিল দূরীভূত হয়ে যাবে।

যখন তাদের কূটচাল ব্যর্থ হল ঈসাকে হত্যা করার তখন তারা একজন লোক নিয়ে আসল, ইয়াহুজা ইসক্ষিয়টিয় নামক এক ব্যক্তিকে সে ঈসার গোপন আশ্রয় স্থান দেখিয়ে দিল, তিনি জানতে পারলেন ইহুদীরা তাকে চোখে চোখে রাখছে এবং হত্যা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তখন তিনি কতিপয় সাথীকে নিয়ে পাশের এক বাগানে আশ্রয় নিলেন।

www.pathagar.com

ইহুদীরা তার আশ্রয়স্থলকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলল, আর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ্ স্বয়ং রক্ষা করছেন, তিনি তাকে চোখে চোখে রাখছেন, তিনিই তাদের চক্রান্ত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন...।

তাদের হাতে ঈসা (আ.)-এর মতই একজন লোক পড়ে গেল, তাকে তারা ধরে শুলি কাষ্টে চড়াল। আসলে তারা শুলিতে চড়াল ইয়াহুজা ইস্কিয়টিয়কে। যে ছিল ষড়যন্ত্রের হোতা। তারা ঈসার পরিবর্তে ওকেই হত্যা করল....। "তারা তাকে হত্যা করেনি এবং শুলে চড়ায়নি কিন্তু তাদেরকে সন্দেহে ফেলে দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই যারা তার ব্যাপারে মতপার্থক্য করে তারা অবশ্যই সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। তারা কোন জ্ঞান ছাড়াই নিজস্ব ধারণার অনুসরণ করে। তারা নিশ্চিত ভাবে তাকে হত্যা করতে পারেনি, বরং আল্লাহ্ তাকে তার নিকটে উঠিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।"

নবুয়্যতী যুগে ইসলামের পরীক্ষা

নবুয়তের যুগে ইসলাম যে বিপদ, মুসীবত, পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে তা পূর্বের নবী রসুলদের চেয়ে কোন অংশেই কম ছিল না।

ইসলাম প্রথম দিন থেকেই ছিল জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে এক বিপ্লব। বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল জাহেলী সমাজের অবকাঠামোকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া...। ইসলামের বৈশিষ্ট্য এটা নয় যে, সে সংস্কার কার্যক্রমে কারো সাথে আপোষ করবে, কোন রকমের ছাড় দিবে। ইসলাম নির্ভর করেছে ভাঙ্গা গড়ার রাজনীতির উপর। জাহেলিয়াতের সব অবকাঠামোকে ভেঙ্গে নতুন ভাবে পরিপূর্ণ ইসলামী অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা তার লক্ষ্য।

দাওয়াতের প্রকৃতি যদি এটাই হয়, যেই পদ্ধতি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ (সা.) গ্রহণ করেছিলেন, যার ফলশ্রুতিতে জাহেলী শক্তি নড়ে উঠে। তারা এর প্রতিরোধে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। একে সমূলে ধ্বংস করার জন্য তারা প্রচন্ড লড়াই ও যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ এমন পর্যায়ে পৌঁছে যা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

স্নায়ুবিক যুদ্ধ

জাহেলিয়াতের ধারক-বাহকরা মুহাম্মদ (সা.) ও তার দাওয়াতকে বাধা দেওয়ার জন্য তাদের সব রকমের শক্তি নিয়োজিত করে। নতুন নতুন পদ্ধতি আবিস্কার করে কুরআনের পথকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য।

www.pathagar.com

প্রথমে তারা মানসিক ভাবে রাসূলের উপর চাপ সৃষ্টি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তাকে তারা বিভিন্ন ভাবে ঠাট্টা বিদ্রুপ শুরু করে। কুরআনের বিরুদ্ধে অবান্তর প্রশ্ন এনে অহেতুক দাবী জানিয়ে রাসূলের উপরে মানসিক চাপ প্রয়োগের চেষ্টা চালায়। কুরআন মাজিদের বিভিন্ন জায়গায় এ বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে। "তারা বলল আপনার প্রতি আমরা ঈমান আনব না, যতক্ষণ না আপনি জমিনের বুকে কোন ঝরনা প্রবাহিত করবেন, অথবা আপনার থাকবে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান। যার নিম্ন দেশ দিয়ে ঝরনাধারা প্রবাহিত হবে। কিংবা আকাশকে ফেলে দেবেন যেমন আপনি দাবি করেছেন। কিংবা আল্লাহ্ ও তার ফেরেশতারা স্বয়ং উপস্থিত হবেন। বা আপনার মনি-মুক্তার বালাখানা থাকবে। অথবা আপনি আকাশ পানে উঠে যাবেন। আমরা আপনার প্রতি ততক্ষণ ঈমান আনব না, যতক্ষণ না, আপনি নিয়ে আসবেন কিতাব যা আমরা পড়তে পারব। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৯)

এই পদ্ধতিতে যখন মুশরিকরা ব্যর্থ হল তখন তারা রাসূলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপবাদ ছড়িয়ে দিতে লাগল যেন, মানুষ তার কথা না শুনে। তাকে মিথ্যাবাদী মনে করে। তার আনিত জীবন বিধানকে ঘৃণা করে। মহান আল্লাহ বলেন, তারা তাদের চক্রান্ত শুরু করল, আর আল্লাহর হাতেই রয়েছে তাদের চক্রান্তের জোর। যদিও তারা মনে করেছিল তাদের চক্রান্তে পাহাড় টলে যাবে। (সূরা ইবরাহীমঃ ৪৬)

এই কঠিন বিপদের মধ্যেও মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন অটল, অবিচল। তিনি তার দাওয়াতের পথ থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেন নি।

জাহেলিয়াতের এক দুর্ধর্ষ নেতা ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা একদিন বলল, হে কুরাইশ সম্প্রদায়- এখনতো হজ্জের মৌসুম এসে গেল, আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকজন আসতে শুরু করবে, তারা মুহাম্মদের ব্যাপারে ইতিমধ্যে শুনে গেছে। অতএব আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যেন আমাদেরকে কেউ মিথ্যাবাদী বলতে না পারে। কেউ বলল, আমরা বলব সে গনক বা ভবিষ্যৎ বক্তা। সে বলল, আল্লাহর কসম সে তো গনক নয়, আমরা তো অনেক গনক দেখেছি সে তো তাদের মত ছন্দময় কথা বলে না। তারা বলল আমরা বলব সে পাগল, সে বলল সে পাগল নয়। আমরা তো পাগলের প্রলাপ শুনি। তাকে তো আমরা ভালো করেই জানি। তারা বলল, সে একজন কবি, তিনি বললেন সে কবি নয়, আমরা কবিতা ভালো করেই জানি, এর ছন্দ ও পংক্তি ভালো-মন্দ সবই বুঝি। সুতরাং সে কবি নয়। ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা বলল, আমরা তাকে বলতে পারি সে যাদুকর....। সে যাদুর মাধ্যমে ভাইয়ে ভাইয়ে স্বামী-স্ত্রীতে এবং আত্মীয়-

www.pathagar.com

স্বজনদের মাঝে বিভেদ লাগিয়ে দিচ্ছে। ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা এবং তার দোসরদের লক্ষ্য করে কুরআন মজীদে সতর্কবাণী নাযিল করা হয়েছে যেন তার ও তার যুগে যুগে অনুসারীদের জন্য এক শিক্ষা হয়ে থাকতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন- কখনই নয়, সে আমার নিদর্শন সমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী। আমি খুব শিগগিরই তাকে শাস্তির পাহাড়ে আরোহন করাব। সে চিন্তা করেছে এবং মনস্থির করেছে, আবার ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনস্থির করছে। সে আবার দৃষ্টিপাত করেছে। অতঃপর সে ভ্রুকুঞ্চিত করেছে ও মুখ বিকৃত করেছে। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে ও অহংকার করেছে এরপর বলেছে, এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু বই নয়। এতো মানুষের উক্তি বৈ নয়, আমি দাখিল করব অগ্নিতে। আপনি কি জানেন? অগ্নি কি? এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না, মানুষকে দগ্ধ করবে। এর উপর নিয়োজিত আছে উনিশ জন ফেরেশতা । (সূরা মুদ্দাসসির ঃ ১৬-৩০)

এরপর কুরআনে কারীম নবুয়্যতের যুগে ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে জাহিলিয়াতের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জকে উল্লেখ করেছে, "তারা কি বলতে চায়, সে একজন কবি আমরা তার মৃত্যু দুর্ঘটনার প্রতিক্ষা করছি। বলুন তোমরা প্রতীক্ষা কর আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারত আছি, তাদের বুদ্ধি কি এ বিষয়ের তাদেরকে আদেশ করে, না, তারা সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়। না তারা বলে এ কুরআন সে নিজে রচনা করেছে। বরং তারা ঈমান আনবে না। সুতরাং তারা যেন এ ধরনের বাক্য রচনা করে আনে যদি তারা নিজেদের দাবীতে সত্যবাদী হয়।"

নির্যাতন, নিপীড়ন চালানো এবং হত্যার প্রচেষ্টা

ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার কাফিরেরা মৌখিক কটুক্তি ঠাট্টা বিদ্রূপ করেই ক্ষান্ত হয়নি। বরং তারা মুসলমানদেরকে শারীরীকভাবে নির্যাতনের পথও বেছে নেয়। তাদের হিংসা বিদ্বেষ ও জিঘাংসা চরিতার্থ করার জন্য এবং তাদের বাপ-দাদাদের ধর্ম রক্ষার নিমিত্তে আর লাত, হোবল ও উজ্জা প্রমুখ প্রতিমার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তারা মুসলমানদেরকে শারীরীকভাবে লাঞ্ছিত করতে শুরু করে ...। কুরাইশের সর্দাররা একদিন কাবা চত্বরে জমায়েত হয়ে মুহাম্মদের ব্যাপারে ও তার কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করে, তারা বলে- এই লোকটি আমাদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, আমাদের স্বপ্নকে ধুলিসাৎ করছে। ভাইয়ে ভাইয়ে গোত্রে গোত্রে মারামারি লাগাচ্ছে। আমাদের দেবতাদেরকে ও আমাদের বাপ-দাদাদেরকে গাল মন্দ করছে..., আমাদের ধর্মকে কটাক্ষ করছে। এমন সময় রাসূল (সা.) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তার চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল। আর চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল তুমি আমাদেরকে এ এ কথা বল? তিনি

www.pathagar.com

দৃঢ় চিত্তে জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আমিই এসব কথা বলি..। এ কথা শুনে তাদের নেতারা 'থ' বনে গেল। তারা মারমুখী হয়ে উঠল। এ সময় হযরত আবু বকর (রা.) সেখানে এসে পড়েন এবং নবী (স.)-কে রক্ষা করতে এগিয়ে এসে বলেন, তোমরা কি এ লোকটাকে এজন্যই হত্যা করতে যাচ্ছ যে, সে বলে আমার প্রভু আল্লাহ?

কাফিররা বার বার ব্যর্থ হবার পর দারুন নদওয়াতে বসে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। ইতিমধ্যে মুসলমানেরা মদিনার দিকে হিজরত করতে শুরু করে দিয়েছে। তারা এ সুযোগে মুহাম্মদ (সা.) থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার লক্ষ্যে তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। তাদের এই ষড়যন্ত্রের কথা উন্মোচন করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, যখন তারা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল যেন আপনাকে বন্দী করে বা হত্যা করে অথবা আপনাকে দেশান্তরিত করে। তারা ষড়যন্ত্র করছিল আর আল্লাহও পরিকল্পনা করছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ উত্তম পরিকল্পনাকারী।

হিজরতের পরে এবং বদরে মুসলমানদের বিজয় লাভের পর সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া উমায়ের ইবনে ওহাবকে গোপনে মদীনায় প্রেরণ করে যেন সে মুহাম্মদকে হত্যা করতে পারে। এতে যদি সে নিহতও হয় তাহলে তার পরিবারের ভরণ পোষণ এবং উমায়েরের যেসব ঋণ ছিল সেসব পরিশোধের দায়িত্ব সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া গ্রহণ করে। তাদের মাঝে এই চুক্তিনামা কা'বা চত্বরে সংঘটিত হয়। উমায়ের অতি সংগোপনে মদীনার মসজিদে এসে হাজির হয়। তার হাতে ছিল উন্মুক্ত তরবারী। তাকে দেখে রাসূল (সা.) বললেন, উমায়ের তুমি কাছে আস। উমায়ের কাছে এসে বলল, শুভ সকাল। এটি ছিল জাহেলিয়াতের অভ্যর্থনা। রাসূল (সা.) বললেন হে উমায়ের আমাদের সম্ভাষণ তোমাদের সম্ভাষণের চেয়েও অনেক উত্তম। সালাম বা শান্তি। যেটি জান্নাতবাসীদের সম্ভাষণ। সে বলল, এটা তো তোমার নতুন মতবাদ। রাসূল (সা.) বললেন- তুমি কেন এসেছ? সে বলল আমি আমাদের বন্দীদেরকে মুক্ত করার জন্য আলোচনা করতে এসেছি। তখন রাসূল (সা.) বললেন, তাহলে তোমার ঘাড়ে তরবারী কেন? সে বলল, তরবারী জাহান্নামে যাক, আমরা কি তোমার কিছু করতে পেরেছি? রাসূল (সা.) বললেন, তুমি সত্যি করে বল কি জন্য এসেছ? সে বলল, আমি ঐ কাজের জন্য এসেছি। রাসূল (সা.) বললেন, বরং তুমি আর সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া তো কাবা চত্বরে বসে কুরাইশদের বদরে মৃত নেতাদের কথা আলোচনা করেছ, তারপর তুমি বলেছ, আমার ঘাড়ে যদি ঋণের বোঝা না থাকত, আর পরিবারের ভরণ পোষণের ঝামেলা না থাকত তাহলে আমি গিয়ে মুহাম্মদকে হত্যা করতাম।

www.pathagar.com

এরপর সাফওয়ান তোমার ঋণ পরিশোধ এবং পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। শর্ত হল, তুমি আমাকে হত্যা করতে মদীনায় আসবে। মহান আল্লাহ তোমার ও আমার মাঝে পর্দা টেনে দিয়েছেন। তুমি আমার কিছুই করতে পারবে না। অতঃপর উমায়ের বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল, আমরা তো আপনাকে মিথ্যা মনে করতাম। আকাশ থেকে আপনার প্রতি যে ওহী নাযিল হয়, তা অবিশ্বাস করতাম। আর আমি তো সত্যিই আপনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই এসেছি। এ কথা আমি এবং সাফওয়ান ছাড়া দ্বিতীয় কেউ জানে না। আল্লাহর কসম! এ খবর আপনাকে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানাতে পারে না। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে ইসলামের পথে হেদায়েত দান করেছেন এবং এই পথে পরিচালনা করেছেন। এরপর তিনি কালেমা শাহাদাৎ পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

সাহাবীদের জীবনে পরীক্ষা

নবুয়্যতের যুগে ইসলামের দা'য়ীরা সব ধরনের জুলুম, নির্যাতন এবং শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিলেন তাদের একটি মাত্র অপরাধ ছিল যে, তারা ঈমান এনেছেন আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহদ্রোহী শক্তিকে অস্বীকার করেছেন। তাদের অপরাধ ছিল তারা সত্যের ডাকে সাড়া দিয়েছেন এবং বাতিলকে পরিত্যাগ করেছেন, একারণেই তাদের উপরে কাফের মুশরিকরা আক্রোশে ফেটে পড়ে। তারা ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে সে যেই হোক না কেন আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সবার উপরে নির্যাতনের স্টীম রোলার চালায়। ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক বলেন- মুশরিকরা যে কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে এবং রাসূল (সা.) এর অনুসরণ করলে তাকে শত্রু হিসাবে গণ্য করত এবং তাদের উপর জুলুম নির্যাতন চালাত। কখনও লাঠির আঘাত দিয়ে, কখনও খানা-পিনা বন্ধ করে আবার কখনও মক্কার উত্তপ্ত বালুতে বুকে পাথর চাপা দিয়ে শুইয়ে রেখে।

বেলালের উপর নির্যাতন

উমাইয়া ইবনে খালফ্ হাবশী বেলালকে দুপুরের প্রচন্ড রোদে মক্কার বাতহা নামক উপকণ্ঠে রেখে দিত। এরপর তার বুকের উপর একটা বড় পাথর চাপা দিত। তারপর তাকে হুমকি দিত যে, তুমি হয় এভাবেই মরবে, অথবা মুহাম্মদের দ্বীনকে অস্বীকার করবে। আর লাত উজ্জার ইবাদত করবে বেলাল (রা.) বলিষ্ঠতার সাথে শুধু চিৎকার করে বলতেন আহাদ, আহাদ, আহাদ। (আল্লাহ এক, আল্লাহ একক), (আল্লাহ এক, আল্লাহ একক), (আল্লাহ এক, আল্লাহ একক)

www.pathagar.com

ইয়াসির পরিবারের উপর নির্যাতন

বনু মাখযুম ইয়াসির পরিবারের মা-বাবা, সন্তান-সন্তুতি সকলকে বের করে নিয়ে এসে তপ্ত বালুর উপর ফেলে তাদের শরীরে উত্তপ্ত লোহার ছেকা দিত। ইয়াসির (বাবা) বয়োঃবৃদ্ধ হওয়ার কারণে সহ্য করতে না পেরে মারা যান। ইয়াসিরের মা সুমাইয়া (রা.) এতে সহ্য করতে না পেরে আবু জেহেলকে গালি-গালাজ শুরু করে। ফলে আবু জেহেল সুমাইয়ার গুপ্তাংগে বর্শা বিদ্ধ করে তাকে শহীদ করে দেয়। এজন্য সুমাইয়া হলেন ইসলামের প্রথম মহিলা শহীদ।

উসমান ইবনে মাজউনের উপর নির্যাতন

যখন উসমান ইবনে মাজউন দেখলেন যে, তার অন্যান্য দা'য়ী ভাইয়েরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে আর তিনি ওয়ালিদ ইবনে মুগীরার ছত্রছায়ায় নিরাপদে কাটাচ্ছেন, তখন তিনি বললেন, না আল্লাহর কসম! সকাল বিকাল আমি একজন মুশরিক ব্যক্তির ছত্রছায়ায় বাঁচব? এটা অবশ্যই আমার এক বিরাট দুর্বলতা। এরপর তিনি ওয়ালিদ ইবনে মুগীরার কাছে গিয়ে তার নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিলেন। তিনি তাকে বললেন, আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাহায্য বা ছত্রছায়া গ্রহণ করবো না। এরপর তিনি মুশরিকদের লক্ষ্য করে এমন সব কথা বললেন, যাতে তারা ক্রোধান্বিত হল এবং লবিদ ইবনে রবী'আ এগিয়ে গিয়ে তার চোখে এক ঘুষি মেরে চোখ গুলিয়ে দিল আর ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা পাশেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব দেখছিল। সে বলল আরে ভাই, তুমি আমার জিম্মাতে নিরাপদেই ছিলে, আর এখন তোমার চোখের অবস্থা কি? তখন ওসমান তাকে বললেন, হ্যাঁ, খোদার কসম আমার ভালো চোখটি চাচ্ছে, যেন সে ঐ আঘাত প্রাপ্ত চোখটির মত হয়ে যায়। আর আমি তো সেই সত্তার জিম্মায় রয়েছি। যিনি সর্বশক্তিমান। এরপর তিনি নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করেন-

আমার চোখ যদি খোদার সন্তুষ্টিতে কিছু পেয়ে থাকে
এক খোদাদ্রোহীর হাতে যে সঠিক পথপ্রাপ্ত নয়।
তবে দয়ালু দাতা অবশ্যই এর জন্য প্রতিদান দিবেন।
দয়াল প্রভুর সন্তুষ্টিই তো আমাদের একমাত্র চাওয়া-পাওয়া।
তোমরা যদি বল আমি পথভ্রষ্ট, নির্বোধ রাসূল
মুহাম্মদের দ্বীন গ্রহণ করে, তাহলে বলব,
আমরাতো আল্লাহর পথেই রয়েছি, এটিই সত্য পথ
যদিও তোমরা আমাদের উপর বর্বরতা চালাও।

www.pathagar.com

এভাবে ঈমানদাররা নবুয়্যতের যুগে কন্টকাকীর্ণ পথকে মাড়িয়ে নির্ভয়ে সামনে এগিয়ে গেছে। (শাহাদাতের পর) শাহাদাতের পথ ধরে এগিয়ে গেছে।

এভাবেই দিন গড়িয়ে যাচ্ছিল অন্ধকার রাতের মত..। বিপদ ও নির্যাতনের মাত্রাও বেড়ে চলছিল। ঘাড়ের উপর যেন বোঝার পর বোঝা চেপে যাচ্ছে..। দুনিয়ার সুখ শান্তিকে ছুঁড়ে ফেলে আল্লাহর সান্নিধ্যে তারা সুখ লাভ করার চেষ্টা করতেন। তাঁর পথে জিহাদের কামনা করতেন। শাহাদাতের তামান্না রেখে যেন তারা জান্নাত লাভ করে ধন্য হন...। (যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে নিহত মনে করো না বরং তারা জীবিত তারা তাদের রবের নিকট রিযিক প্রাপ্ত হচ্ছে)। তারা আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতে আনন্দিত। যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছে নাই তাদেরকে তাঁরা সুসংবাদ দেয় যে, তোমাদের কোন ভয় নেই, আর তোমরা চিন্তিতও হবে না। তারা শুভ সংবাদ দেয় আল্লাহর নেয়ামত ও করুণার। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতিদান বিনষ্ট করবেন না।

নবুয়্যতের যুগে ইসলামের কতিপয় শহীদের উদাহরণ

নবুয়্যতের যুগে প্রত্যক্ষ করা গেছে বেশ কিছু বীর যোদ্ধা ইসলামের জন্য নিজের জীবনকে বিলিয়ে কুরবানী করেছে। এদের মধ্য থেকে খুবাইব ইবনে আদির শাহাদাৎ সম্পর্কে আলোচনা করব। যেন আমরা দেখতে পাই এদের জীবনে ইসলামী আকীদা বিশ্বাস কিভাবে প্রভাব ফেলেছিল।

খুবাইব (রা.) কে বন্দী করা হয় মদীনা থেকে আযাল ও কারা নামক গোত্রদ্বয়ের পল্লীর দিকে দাওয়াতের কাজে যাওয়ার সময়। নবী করীম (সা.) তাকে সেখানে দাওয়াতের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। বদমায়েশরা মক্কায় নিয়ে গিয়ে হাজার ইবনে আবি হারেব তামিমীর নিকট তাকে বিক্রি করে দেয়। যেন সে বদরে নিহত তার পিতার হত্যার বদলা নিতে পারে।

নির্দিষ্ট দিনে মুশরিকরা তাকে তানিম স্থানে নিয়ে যায় শুলে চড়াবার জন্য। তিনি তাদের বললেন, আমাকে যদি দুই রাকাত নামায পড়ার সুযোগ দিতে। তারা সম্মত হয়ে বলে পড়..। তিনি উত্তমরূপে দুই রাকাত নামায পড়ে লোকদের দিকে চেয়ে বললেন, যদি তোমরা মনে করতে যে, আমি মৃত্যু ভয়ে নামায লম্বা করছি তাহলে আরও লম্বা নামায পড়তাম। যখন তারা খোবায়েবকে ফাঁসির কাষ্ঠে দাঁড় করাল, তখন মুশরিকরা বলল, তুমি ইসলাম ত্যাগ কর, তাহলে আমরা তোমাকে ছেড়ে দিব। তিনি বললেন আল্লাহর কসম! আমি ইসলাম ত্যাগ করব না। যদিও আমাকে দুনিয়ায় যা কিছু রয়েছে সবই দিয়ে দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

- খোবায়েব তুমি ফিরে আস।

- না আমি কখনও ফিরব না।

- লাতের কসম যদি না ফিরিস তোকে হত্যা করব ।

- আরে আল্লাহর পথে মৃত্যুতো অতি সামান্য ব্যাপার।

- তারা তার মুখ মন্ডলকে কিবলার দিক থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়।

- তখন তিনি বলেন তোমরা আমার মুখ কিবলা থেকে অন্য দিকে ফিরাচ্ছ, অথচ আল্লাহ বলেছেন কি জান? তোমরা যে দিকেই তোমাদের মুখ ফিরাবে সে দিকেই মহান আল্লাহর চেহারা বিদ্যমান রয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমিতো শত্রু ছাড়া অন্য কারো চেহারা দেখছি না, এখানে এমন কোন মুসলমান নেই যে আপনার রসূলের কাছে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দেয়, সুতরাং আপনিই আমার সালাম পৌঁছিয়ে দিন..।

- রাসূল (সা.) সে সময় তার সাহাবীদের মাঝে মদীনায় বসা ছিলেন, তিনি একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। অতঃপর বললেন এ মাত্র জিবরাইল আমাকে খুবাইব-এর সালাম পৌঁছিয়ে দিল। খুবাইবের চারিদিকে ৪০ জন মুশরিক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে রয়েছে বর্শা। তারা বলল, এই সেই ব্যক্তি যে তোমার বাবাকে বদরে হত্যা করেছে। খুবাইব বললেন, হে আল্লাহ! আমরা তোমার রাসূলের পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছি। এরা আমার সাথে কি আচরণ করছে। হে আল্লাহ! এদেরকে তুমি গণনা করে রাখ, এদের প্রত্যেককেই তুমি হত্যা করিও। এদের যেন এক জনও বাঁচতে না পারে। মুয়াবিয়া ইবনে সুফিয়ান যিনি মুশরিকদের মাঝে তখন ছিলেন সেখান থেকে দূরে সরে যান। হাকিম ইবনে হিযাম জুবাইর ইবনে মুতইম এরাও সেখান থেকে দ্রুত পলায়ন করে খুবাইব-এর দু'আ তাদের উপর লেগে যেতে পারে এ আশংকায়..।

যখন বর্শার আঘাতে তার শরীর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি কাবার দিকে মুখ করে বলছিলেন, সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি কাবার দিকে আমার মুখ ফিরাবার সুযোগ দিয়েছেন, যেই কাবার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট তার নবীও সন্তুষ্ট এবং মুমিনরাও। এরপর তিনি লোকদের দিকে ফিরে এই ঐতিহাসিক কবিতা পাঠ করতে লাগলেন-

সমস্ত গোত্র আমার পাশে একত্রিত হয়েছে, সমস্ত কবিলার লোকজন জমায়েত হয়েছে, জমায়েত হয়েছে তাদের স্ত্রী, পুত্র, সন্তান, সন্ততিগণ।

www.pathagar.com

খেজুর গাছের লম্বা কাণ্ডের নিকট আমাকে দাঁড় করিয়েছে, আমি আল্লাহর নিকটে আমার এই বিপদ বিচ্ছিন্নতার ফরিয়াদ জানাচ্ছি, আর ফরিয়াদ জানাচ্ছি তাদের বিরুদ্ধে যারা আমার মৃত্যু যজ্ঞ দেখার জন্য দলবদ্ধ হয়েছে। ঐ আরশের অধিপতি, আমাকে ধৈর্য দাও যা আমার উপরে চলছে তার উপর। তারা আমার মাংসকে টুকরা টুকরা করছে। নাড়ী-ভুড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করছে। তারা আমাকে কুফরী অথবা মৃত্যুর এখতিয়ার দিয়েছিল, আমি নির্ভয়ে চোখের পানি ফেলেছি। আমি তো মৃত্যুর ভয় করি না। কিন্তু জাহান্নামের আযাবের ভয় করছি। এই সবই আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মেনে নিচ্ছি। তিনি ইচ্ছা করলে আমার প্রতিটি কর্তিত অংগে রহম ও বরকত দিতে পারেন। আমি মোটেই পরওয়া করি না। যেহেতু আমি মুসলমান হিসাবে নিহত হচ্ছি। আমাকে যেখানে যেভাবে হত্যা করা হোক না কেন। আল্লাহর দুশমনরা খুবাইব-এর শরীরকে খোচা দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করছিল আর তিনি মুখ দিয়ে আওড়াচ্ছিল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এভাবে তার পবিত্র আত্মা মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেল। যালেমদের জুলুমের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ জানাতে জানাতে।

তাবেঈদের যুগে যুলুম নির্যাতন

সাহাবীদের যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাবেঈদের যুগেও ইতিহাসের পাতায় ইসলামের জন্য তাদেরকে বিভিন্ন নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হতে দেখা যায়। এসময় কিছু অহংকারী দাম্ভিক শাসক ক্ষমতায় অধিষ্টিত হয়ে নিরপরাধ মুমিনদের উপর জঘন্য অত্যাচার চালায়।

হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফ ও ইবনে যুবাইর

হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফ ৭৫ হিজরীতে ইরাকের শাসনভার গ্রহণ করে। এই মুসলিম নগরী তার যুগে চরম বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ করে। হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফ ক্ষমতায় গিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাসকে তার নির্যাতনের কারণে কলংকিত করে। তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে সে তরবারি দিয়ে প্রতিবাদকারীর মুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিত। তার হুকুমের সামান্য নড়বড় করলে তরবারী দিয়ে গর্দান উড়িয়ে দিত।

মহান আল্লাহর এটাই নিয়ম যে, তিনি এমন কিছু বীর পুরুষ জালেমের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেন, যারা অত্যাচারীর রক্ত চক্ষুকে মোটেই ভয় পায় না। সাঈদ ইবনে যুবাইর ছিলেন তাদেরই অন্যতম। যিনি দ্বীনের জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। হাজ্জাজ যখন তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। তখন

www.pathagar.com

একদল সৈন্য পাঠিয়ে তাকে গ্রেফতার করতে বলল। সৈন্যরা তাকে গ্রেফতার করে তার সামনে হাজির করল।

- হাজ্জাজ তাকে তার নাম জিজ্ঞেস করল।

- তিনি জবাব দিলেন সাঈদ ইবনে যুবাইর। (নেককারের সৌভাগ্যশীল সন্তান)

- হাজ্জাজ বলল, বরং তুমি সাকি ইবনে কুসাইর (হতভাগ্যের বেটা দুর্ভাগা)।

- সাঈদ বললেন, আমার মা আমার নাম সম্পর্কে তোমার চেয়ে বেশী জানেন।

- হাজ্জাজ বলল, তুই দুর্ভাগা তোর মাও দুর্ভাগা।

- সাঈদ বললেন, গায়েবের কথা তুমি ছাড়া অন্য কেউ জানেন। (আল্লাহ)

- হাজ্জাজ বলল, তোমার এই দুনিয়াকে আমি প্রজ্বলিত আগুন দিয়ে ভরে দিব।

- সাঈদ বললেন, আমি যদি জানতাম তোমার হাতেই এই ক্ষমতা তাহলে তোমাকে মা'বুদ বলে গ্রহণ করতাম।

- হাজ্জাজ বললেন, মুহাম্মাদের ব্যাপারে তুমি কি বল, তিনি বললেন, রহমতের নবী, হেদায়াতের নেতা (স.)।

- হাজ্জাজ বলল, তুমি হাস না কেন? সাঈদ ইবনে যুবাইর বললেন মাটির তৈরী জীব কিভাবে হাসতে পারে। যে মাটিকে আগুনে খেয়ে ফেলে।

- হাজ্জাজ বলল, তাহলে আমরা কেন হাসি?

- সাঈদ ইবনে যুবাইর বললেন, অন্তঃকরণ সব সমান নয়।

- হাজ্জাজ তাকে অন্যভাবে কাছে টানার চেষ্টা করল, তার সামনে সোনা-দানা, টাকা-পয়সা ও মূল্যবান ধন-সম্পদ হাজির করল। কিন্তু তিনি এগুলোর দিকে ফিরেও তাকালেন না।

- অতপর সাঈদ ইবনে যুবাইর বললেন, তুমি যদি এগুলো এই ভেবে জমা করে থাক যে, কিয়ামতের বিভীষিকা থেকে এগুলো দ্বারা মুক্তি পাবে, তাহলে তুমি ভুল করেছ। কারণ সেদিন মা তার দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে ভুলে যাবে, সেদিন একমাত্র কাজে আসবে, যা বৈধ ও পরিচ্ছন্ন পন্থায় জমা করা হয়েছে সেই সম্পদ। এরপর হাজ্জাজ বাদক দলকে বাজনা বাজাতে ও গান গাইতে নির্দেশ দিল। যখন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে লাগল এবং বাঁশি বাজাতে শুরু করল, তখন সাঈদ ইবনে যুবাইর কাঁদতে লাগলেন। হাজ্জাজ তাকে বলল, তুমি এ গান বাজনা শুনে কাঁদছ, সাঈদ বললেন, বরং আমি দুশ্চিন্তায় কাঁদছি এই জন্য যে, এই বাঁশি আমাকে ইস্রাফিলের শিংগার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। আর এই কাঠের বাদ্যযন্ত্র আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, গাছের ডাল কেটে বেহুদা জিনিস তৈরি করা হয়েছে। আর ঐ বিনার

www.pathagar.com

তার তৈরী করা হয়েছে, ছাগলের নাড়িভুড়ি দিয়ে, এসব সহই কিয়ামতের দিন তোমার হাশর হবে।

- তখন হাজ্জাজ বলল, হে সাঈদ ইবনে যুবাইর তোমার ধ্বংস হোক।

- তখন সাঈদ ইবনে যুবাইর বললেন, ধ্বংসতো তারই জন্য যে জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

- হাজ্জাজ বলল, হে সাঈদ ইবনে যুবাইর তুমি ঠিক কর কিভাবে মরতে চাও?

- সাঈদ বললেন, বরং তুমি তোমার জন্য ঠিক কর যে, তুমি কিভাবে মরবে, আল্লাহর কসম! তুমি যেভাবে আমাকে হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাকে সেভাবেই হত্যা করবেন।

- হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফ বলল, তুমি কি চাও আমি তোমাকে মাফ করে দিব?

- সাঈদ ইবনে যুবাইর বললেন, মাফ তো আল্লাহ করবেন, মাফ করার তুমি কে? আর তোমার তো কোন ক্ষমতাই নেই।

- হাজ্জাজ বলল, যাও একে নিয়ে গিয়ে হত্যা কর।

- যখন তাকে দরজা দিয়ে বের করে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি হাসছিলেন, হাজ্জাজকে এই খবর দেওয়া হলে তাকে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন। সাঈদ ইবনে যুবাইরকে নিয়ে আসা হলে জিজ্ঞেস করলেন, কেন হাসছ?

- সাঈদ ইবনে যুবাইর বললেন, আল্লাহর উপর তোমার ধৃষ্টতা দেখে এবং তোমার উপর আল্লাহর সহিষ্ণুতা দেখে।

- হাজ্জাজ বললেন, একে এখনই হত্যা কর, সাঈদ বললেন, আমি সেই সত্তার দিকে আমার মুখ ফিরিয়েছি যিনি আকাশ ও জমিন গড়েছেন। আমি তারই অনুগত এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্গত নই।

- হাজ্জাজ বলল, ওর মুখ কেবলার দিক থেকে ফিরিয়ে দাও।

- সাঈদ ইবনে যুবাইর বললেন, তোমরা যেই দিকেই মুখ ফিরাবে সেই দিকেই আল্লাহর চেহারা বিদ্যমান।

- হাজ্জাজ বলল, ওকে অধোমুখে করে ফেলে দাও।

- সাঈদ ইবনে যুবাইর বললেন, এ থেকেই তোমাদের সৃষ্টি করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে এবং এথেকেই আবার তোমাদেরকে বের করা হবে। হাজ্জাজ বললেন, ওকে জবাই কর।

- সাঈদ ইবনে যুবাইর বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নাই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা.) তাঁর

www.pathagar.com

বান্দা ও রাসূল। এর পর সাঈদ ইবনে যুবাইর এই বলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমার মৃত্যুর পর সে যেন আর কাউকে হত্যা করতে না পারে। অতঃপর তাকে গলার পিছন থেকে জবাই করা হয়। এরপর হাজ্জাজ মাত্র ১৫ দিন বেঁচে ছিল। তারপর সে মারা যায় ..।

কালকের ও আজকের পরীক্ষা

ইতিহাস সাক্ষী যুগ যুগ ধরে হক ও বাতিলের লড়াই অব্যাহতভাবে চলছে। যুগের পরিবর্তনে স্থান, কাল, পাত্র ভেদে পরীক্ষা ও নির্যাতনের চিত্রে ভিন্নতা থাকলেও মূলত: একই। তাহলো,

সর্বযুগে ঈমান বলিষ্ঠতা নিয়েই মাথা উঁচু করে থাকে। আর এর জন্য রয়েছে দৃঢ়চেতা পুরুষ যারা ইসলামের জন্য বাতিলের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে কোরবানী দিয়েছে। এসব বীর পুরুষদের নাম আধুনিক যুগের ইসলামের ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।

শহীদ ইমাম হাসানুল বান্না

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইসলামী উম্মাহ একজন ইসলামী যোদ্ধাকে খুবই ভালভাবে প্রত্যক্ষ করেছে আর তিনি হলেন, শহীদ ইমাম হাসানুল বান্না...। ইমাম হাসানুল বান্না জন্ম গ্রহণ করেন এমন এক সমাজে যে সমাজ বিদ'আত ও কুসংস্কারে ছিল আচ্ছন্ন। এমন এক দেশে জন্ম গ্রহণ করেন, যেখানে জাহেলী যুগের সব ধরণের চাল-চলন ও রসম রেওয়াজ চালু ছিল। যে সমাজকে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন পদানত করে তার আর্থিক ও নৈতিক শক্তিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। ইমাম হাসানুল বান্না এমন এক ডাক দিলেন যার ফলে ঘুমন্তরা জেগে উঠল, গাফেলরা সতর্ক হল, মুমিনদের চেতনা জেগে উঠল। তার এই আহবানের ধ্বনি প্রতিধ্বনি চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ল। শত শত হাজার হাজার লোক তাঁর ডাকে ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের পথে জমায়েত হল। দুনিয়াবাসী সকলেই তা প্রত্যক্ষ করল।

ইমাম হাসানুল বান্না সর্বদা সচেতন ছিলেন যুগের বিপদ-আপদ ও জুলুম-নির্যাতন সম্পর্কে। এজন্য তিনি এ পথের দা'য়ীদেরকে সদা সর্বদা সতর্ক করতেন, তিনি বলতেন, দুনিয়া তোমাদের মাথায় ভেঙ্গে পড়বে, তোমাদের রিযিক তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, জেলখানা তোমাদেরকে মেহমানদারি করার জন্য দরজা খুলে রাখবে। তিনি একদিন এক বক্তৃতায় বলেন, তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবনের ব্যাপারে পরীক্ষায় পড়বে। তোমরাতো শুনে থাকবে তোমাদের পূর্বে

www.pathagar.com

যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারা মুশরিকদের নিকট থেকে অনেক দুঃখ দুর্দশা ভোগ করেছিল, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং খোদা ভীতি অবলম্বন কর, তাহলে সেটিই হবে দৃঢ়তার পরিচায়ক। এটিই হচ্ছে মহান আল্লাহর দা'য়ীদের ক্ষেত্রে সুন্নাত বা পদ্ধতি। ঈমানদার ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে কর্মরত লোকদেরকে তাদের জীবন, রিযিক, সন্তানসন্ততি বিভিন্নভাবে পরীক্ষায় ফেলে। তাদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া হয়, মিথ্যাচার করা হয়, চক্রান্ত করা হয়, আর আল্লাহর এই সুন্নাতে কোন পরিবর্তন পাওয়া যাবে না। আল্লাহ সব নবীকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াতের বাণী সরল-সঠিক পথের দিশা দিয়ে যেন মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন। এজন্যই এসেছিলেন নূহ.... একাজের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন- ইবরাহীম (আ.)। এ কাজেরই দাওয়াত দিয়েছিলেন মূসা (আ.) আর এ পথেই চলেছেন ঈসা (আ.)। আর এ বাস্তবতার পথ ধরেই মুহাম্মদ (সা.)রে দ্বীনের দাওয়াত পৌছিয়েছেন।

এই হচ্ছে আল্লাহর তরীকা যাতে কোন বিভক্তি নেই, "আর আমরা এভাবেই প্রত্যেক নবীর জন্য বদমায়েশদেরকে শত্রু করে দিয়েছিলাম এবং তোমার রবই হেদায়াত দানে সাহায্য করতে যথেষ্ট"।

একদিন ইমাম হাসানুল বান্না এক সাধারণ কুশল বিনিময়ের সময় তার ভাইদেরকে বলেন- আমি স্বপ্নে দেখলাম হযরত ওমর (রা.)-কে, তিনি চিৎকার করে বলছেন- হে হাসান, তুমি অবশ্যই নিহত হবে..। আমি জেগে উঠলাম। অতঃপর আল্লাহর হামদ ও তারিফ করলাম। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। আবার আমি ডাক শুনলাম কে যেন বলছে, হে হাসান! তুমি অবশ্যই নিহত হবে। আমি জেগে গেলাম। এরপর ফজর পর্যন্ত তাহাজ্জুদ পড়ে কাটিয়ে দিলাম। বাস্তবে ইসলামের শত্রুরা ইসলামী দাওয়াতের শক্তি ও প্রভাবের কথা আঁচ করতে পেরে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৪৯ সালের ১২ ই ফেব্রুয়ারী বাদশাহ ফারুকের দোসররা ইংরেজদের নির্দেশে ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধ সংগঠিত করে। তারা দিনে দুপুরে কায়রোর প্রশস্ত রাজপথে গুলি ছুঁড়ে ইমাম হাসানুল বান্নাকে শহীদ করে দেয়। ইমাম হাসানুল বান্না এমন এক সময়ে শহীদ হন যখন ইসলামী দুনিয়া তার মত একজন নেতার জন্য কাঙ্গাল ছিল।

আকীদায় বিশ্বাসীরা চড়া মূল্য প্রদান করছে

দাওয়াতের জীবনে আজ জুলুম ও নির্যাতন এক চরম পর্যায়ে পৌছেছে। অত্যাচারী শাসকরা সঠিক আকিদায় বিশ্বাসী মুমিনদের উপর চরম জুলুম ও নির্যাতন চালাচ্ছে। তাদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করছে। তাদের ছেলে-মেয়েদের এতিম

www.pathagar.com

বানাচ্ছে। স্ত্রীদেরকে বিধবা বানাচ্ছে, তাদের ভিটেমাটি ধবংস করছে। তাদেরকে জেলের অন্ধকার প্রকষ্টে বিভিন্ন প্রকার আযাব ও নির্যাতন চালিয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিচ্ছে।

স্বৈরাচারী শাসকদের পক্ষে বিভিন্ন মিডিয়াকে কাজে লাগাচ্ছে। তাদের গুণকীর্তন প্রচার ও প্রসারের জন্য অগনিত টাকা পয়সা, সৈন্য সামন্ত, কলম, বই-পুস্তক ও রেডিও টিভি ব্যবহৃত হচ্ছে।

জাহেলিয়াতের নেতারা একমাত্র ইসলামকেই ভয় পায়। ইসলামী নেতৃত্বকে ভীতির চোখে দেখে। এজন্য তারা ইসলাম নেতৃত্বশূন্য করার জন্য শহীদ হাসানুল বান্নার পরে তারই পথে চলমান নেতৃত্বকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে। এদের মধ্যে যেমন রয়েছেন, বিশিষ্ট ইসলামী আইনজ্ঞ ইসলামী ফৌজদারী আইন গ্রন্থের সংকলক বিচারপতি আব্দুল কাদের আওদা, ইসলামী চিন্তাবিদ তাফসির ফী যিলালুল কোরআনের লেখক শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব। এ ধরনের আরো ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামী ব্যক্তিত্বকে একের পর এক জুলুম নির্যাতন চালিয়ে তিলে তিলে হত্যা করা হচ্ছে। অথবা ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে পরকালের পথে জান্নাতের পথে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কীভাবে জুলুম নির্যাতনের মুকাবিলা করব

বর্তমান ইসলামী দাওয়াত ও ইসলামী আন্দোলন এক চরম জুলুম নির্যাতন চাপ ও চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করছে। ইসলাম বিদ্বেষীরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, যেন ইসলাম তার সঠিকরূপে বর্তমানে আত্মপ্রকাশ করতে না পারে।

ইসলামী দাওয়াত আজ চরম প্রতিকূলতার মুখে পড়েছে। এজন্য চাই সম্মিলিত প্রয়াস। চাই ঐক্যবদ্ধ পরিকল্পনা এবং দাওয়াতের বিষয়ে যুব সমাজ থেকে শুরু করে সকলকে ইসলামী জ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া, তাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করা এবং তাদেরকে ইসলামের জন্য উজ্জীবিত হওয়ার এবং জিহাদের জন্য তাদেরকে সচেতন করে তোলা।

বর্তমান অবস্থায় ইসলামী দাওয়াত ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে এর অনুসারীদেরকে নির্ভীক ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। সচেতনতার সাথে দায়িত্ব পালনে অগ্রনী ভূমিকা রাখতে হবে। এ দায়িত্ব পালনের সংগ্রামে রাসূল (সা.)-এর এ বাণীকে মনে রাখতে হবে। তিনি বলেন- আল্লাহ্ সে ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে তার প্রান্তসীমা চিনেছে এবং সেখানে গিয়ে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়েছে।

www.pathagar.com

দা'য়ীর জীবনে বড় বড় বাঁক বা মোড়

জীবন যুদ্ধে ঘাত-প্রতিঘাত রয়েছে, রয়েছে বড় বড় বাঁক বা মোড়। আল্লাহর পথে দায়ীদেরকেও এসব বাঁধা বা বাঁক মাড়িয়ে এগুতে হবে। ইসলামের পথে কর্মরত ভাইয়েরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তাদের জীবনেও সুখ-স্বাচ্ছন্দ, লাভ-লোকসান হিসাব মিলাতে গিয়ে আসে নানা বাঁক বা বাঁধা।

বাস্তবে অনেক দা'য়ী ব্যক্তিগত লোভ লালসার জন্য জীবন সঙ্গিনী চয়নে এমন একজন সাথী বাছাই করে, যে দাওয়াতের ক্ষেত্রে সহায়ক হয় না। এটা সুখের চেয়ে দুঃখই বেশি বয়ে আনে। কর্ম জীবনে প্রবেশ করে সে বিরাট হোঁচট খায়। তারা শেষ পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রেই ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে দূরে সরে যায়। জীবন প্রবাহের গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে দেয় ।

দা'য়ীর সমাজ যেহেতু জাহেলিয়াতের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়, এজন্য অনেক সময় দা'য়ী সমাজের প্রচলিত ভাবধারার সাথে তার প্রভাবে নিজেকে নিরাপদ রাখতে পারে না। সে কলুষিত হয়ে পড়ে। এ বিষয়টিকে একটু ব্যাখ্যা করে বলতে চাই-

১ম বাঁক- স্ত্রী

স্ত্রী দা'য়ীর জীবনে, সমস্ত মানুষের জীবনে এক বিরাট ভূমিকা রাখে। সে যেমন নেয়ামতের উৎস হতে পারে, তেমনি আবার হতে পারে দুর্ভাগ্যের উৎস। দা'য়ীর দাওয়াতের ক্ষেত্রেও এই দুই ধরণেরই অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যায়। অনেক দা'য়ীর বিবাহত্তোর জীবনে আরো সুন্দরভাবে ইসলাম প্রভাব ফেলেছে। তারা ইসলামের সঠিক পথে অগ্রসর হয়েছে। তাদের ইসলামের খেদমত আরো বেগবান হয়েছে। আবার অনেকেরই বিবাহত্তোর জীবনে চরিত্র বিনষ্ট হয়েছে। ইসলামের প্রতি আগ্রহ উদ্দীপনা কমেছে। এমনকি অনেকে দাওয়াতের পথ থেকে সরে গেছেন।

নিঃসন্দেহে বলা যায় এই ফলাফলের পিছনেও কার্যকারণ রয়েছে, যারা দাম্পত্য জীবনে ব্যর্থ হয়েছেন, তারা বিবাহের ক্ষেত্রে ইসলামী শর্ত শরায়েত এবং বিধি-বিধানের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেন নাই। যার ফলে যা হবার তাই হয়েছে ..। তারা পরবর্তীতে আফসোস করেছেন কিন্তু যা হওয়ার তা তো ঘটেই গেছে।

ইসলাম দাম্পত্য জীবনকে সঠিক ভাবে গড়ে তোলার কতিপয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। আমরা সেগুলো এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

www.pathagar.com

সঠিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ

ইসলাম বিবাহের ক্ষেত্রে দ্বীনি বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং বিবাহকে দ্বীনের পূর্ণতা হিসাবে গণ্য করেছে। রাসূল (স.) বলেছেন- যে ব্যক্তিকে আল্লাহ সৎ স্ত্রী দান করলেন, তাকে অবশ্যই দ্বীনের অর্ধেক রক্ষা করায় সহায়তা করলেন। সুতরাং সে যেনো বাকী অর্ধেককে রক্ষা করার জন্য আল্লাহকে ভয় করে চলে।

বায়হাকীর অপর বর্ণনায় রাসূল (স.) বলেছেন, যখন বান্দা বিবাহ করে তখন তার দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণতা পায়, সুতরাং সে যেন বাকী অর্ধেক পূরণ করার জন্য আল্লাহকে ভয় করে চলে।

ইসলাম বিবাহ ব্যবস্থাকে নফসকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য এবং একে আল্লাহর আনুগত্যের পথে চরিত্র নিস্কলুষ রাখার জন্য এক বিশেষ কার্যকারণ হিসেবে গণ্য করেছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (স.) ইরশাদ করেছেন- হে যুব সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ রয়েছে, তারা যেন বিয়ে করে। আর বিয়ে করার সামর্থ না থাকলে রোযা রাখে। কেননা এটাই তার জন্য ঢাল স্বরূপ.।

বিশিষ্ট দার্শনিক প্লেটো বলেন- মানুষ সর্বদা ভীতি, অতৃপ্তিতে ভুগে থাকে, যেনো তার মাঝে একটি অংশ নেই। যখন তার বিবাহ দেওয়া হয় তখন সে তার হারানো অংশটিকে ফিরে পায় এবং তার মধ্যে পূর্ণতা, তৃপ্তি এবং স্থিরতা ফিরে আসে।

রাসূল (স.) বলেছেন- তিন প্রকার লোককে সাহায্য করা আল্লাহর উপর আবশ্যকীয় হয়ে যায়। আল্লাহর পথে যুদ্ধরত যোদ্ধা, চুক্তিবদ্ধ গোলাম, যে স্বাধীন হতে চায় এবং যে ব্যক্তি চরিত্র নিস্কলুষ রাখার জন্য বিবাহ করতে চায়।

ইসলামে বিবাহের একটি বিশেষ লক্ষ্য হল- নিরাপদ পারিবারিক বন্ধন গড়ে তোলা, আর এ ক্ষেত্রে প্রথম ভিত্তি হচ্ছে, বিবাহ। এই ভিত্তি যদি সঠিক হয় তাহলে এর ভবনও সঠিক হবে বলে আশা করা যায়। এ বিষয়টি প্রতি লক্ষ্য করে মুমিনদের মনের আকুতি মিনতিকে কুরআন মাজীদে এভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যারা বলে হে আমাদের প্রভু, আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন- যারা আমাদের চক্ষু জুড়াবে আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন। (সূরা আল ফুরকান ঃ ৭৪)

কিন্তু বিবাহের উদ্দেশ্য যদি শুধু মাত্র যৌন চাহিদা মিটানোই হয় তাহলে তাদের কাছে যৌনতা ছাড়া দয়া, মায়া, মহব্বত, ভালবাসা ও স্নেহের কিছুই আশা করা যায় না।

www.pathagar.com

সঠিক সাথী নির্বাচন

ইসলাম সঠিক সাথী নির্বাচনের জন্য বিশেষভাবে তাগাদা দিয়েছে। যদি মহিলার মধ্যে পাওয়া যায়- ভালো মন ও মানসিকতা, তাহলে সেতো সবচেয়ে ভালো মহিলা। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাণী মোতাবেক "মহিলাদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে সেই মহিলা, যার দিকে তার স্বামী দৃষ্টি দিলে সে আনন্দিত হবে আর যদি তাকে কোন কাজের আদেশ দেয়, তাহলে সে তার আনুগত্য করবে এবং যখন সে তার থেকে অনুপস্থিত থাকবে তখন সে তার ধন-সম্পদ, নিজের নফস এবং টাকা-পয়সার হেফাযত করবে।

সুতরাং আমার ভাইদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে, ইসলাম কিভাবে শয়তান থেকে বাঁচার ব্যাপারে আমাদেরকে পথের নির্দেশনা দিয়েছে। টাকার-পয়সার পূর্বে স্বভাব-চরিত্রকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং মহান আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিতে হবে। তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের অবিবাহিতদেরকে এবং তোমাদের সৎ দাস-দাসীদেরকে বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা কর। যদি তারা দরিদ্রও হয়, আল্লাহ তাদেরকে তার করুণা দিয়ে সম্পদশালী করে দিবেন।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর এ বাণীকেও সামনে রাখতে হবে, তিনি বলেছেন- কেউ যদি কোন মহিলাকে সম্মান প্রতিপত্তি লাভের জন্য বিয়ে করে, তাহলে আল্লাহ তার অপমান বাড়িয়ে দিবেন আর কোন মহিলাকে যদি টাকা পয়সার লোভে বিয়ে কওে, তাহলে আল্লাহ তাকে অধিকতর দরিদ্র করে দিবেন এবং কেউ যদি আভিজাত্য লাভের জন্য বিয়ে করে কোন মহিলাকে তাহলে সে আরো বেশি লাঞ্ছিত হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি নিজের চক্ষুকে সংযত করতে, লজ্জাস্থান হেফাযত করতে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিয়ে করে তাহলে আল্লাহ তাদের উভয়ের মধ্যে কল্যাণ ও বরকত দান করবেন।

বাড়াবাড়ি বা শৈথিল্য কোনটাই নয়

ইসলাম মানুষকে তার যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে সংযত থাকার জন্য বিভিন্ন ভাবে নির্দেশনা প্রদান করেছে। সে যেন তার যৌন চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে বিবেক-বুদ্ধি না হারিয়ে ফেলে। সে যেন প্রবৃত্তির দাসে পরিণত না হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- মহিলারা হলো শয়তানের ফাঁদ। যদি কামনা-বাসনা মহিলাদের প্রতি না থাকতো তাহলে তারা পুরুষদের উপর ছড়ি-ঘুরাতে পারতো না।

ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (র.) সত্যি বলেছেন, যারা নারীদের দুই রানের মধ্যে নিজেদেরকে সপে দিয়েছেন, সেতো আর 'বেঁচে নাই। অর্থাৎ তার দ্বারাতে ভালো

www.pathagar.com

কিছু আশা করা যায় না। স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও অবশ্যই সময় ও স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। কোন ভাবেই যেন মধ্যম পন্থার অতিক্রম না হয়। ড. জি মাইলাং বলেন, যৌন মিলনের সময় কখনও কখনও হৃদকম্পন অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যেতে পারে। রক্তের চাপও সে সময় বেড়ে যায়। এজন্য অবশ্যই নিজেকে নিজের উপর কন্ট্রোল রাখতে হবে। একজন মানুষের জীবনে কোন ক্রমেই যেন যৌনতা প্রাধান্য না পায়। আর ইসলাম এই কারণেই সর্বক্ষেত্রে এমনকি হালাল কাজেও মধ্যম পন্থা অবলম্বন করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে

স্বামীর ব্যক্তিত্বই হলো মূল ভিত্তি

ইসলাম পুরুষকে নারীর সাথে আচরণ করতে গিয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখার জন্য দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। ইমাম গাজ্জালী তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইয়াহিয়া উলুমে' বলেন, মেয়েদের মন তোমার মনের মতই, যদি তাকে লাগাম ছাড়া করে দাও তাহলে সে মুক্ত বিহঙ্গের মত ছুটে বেড়াবে। আর যদি তাকে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী করে দাও তাহলে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। আর যদি তাকে তুমি কোন কোন ক্ষেত্রে সুযোগ দাও, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তার উপরে কঠোর হও তাহলে সত্যিকার অর্থে তার উপরে নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারবে। পুরুষের ব্যক্তিত্ব দাম্পত্য জীবনে অবশ্যই বিরাট ভূমিকা রাখে। সে যদি আদর্শবান হয়, সুখ-দুখে স্ত্রীর পাশে দাঁড়ায়, নিজেদের সমস্যা-সমাধানে অগ্রনী ভূমিকা রাখে তাহলে সুখের সংসার গড়তে পারবে। পক্ষান্তরে যদি ভয় ভীতি, জবর-দস্তি কিংবা লাগামহীন হয় তাহলে সংসারে অশান্তি নেমে আসে। পুরুষকে খেয়াল রাখতে হবে সে যেন স্ত্রীর আজ্ঞাবহ না হয়ে যায়। সে যদি এরকম হয়ে যায় তাহলে সে তার দাম্পত্য জীবনকেই প্রকারান্তরে স্ত্রীর খেয়াল-খুশীর উপর ছেড়ে দিলো। হাসান ইবনে আলী বলেন, যে ব্যক্তি ভালোমন্দ বাছবিচার না করে স্ত্রীর কথামতো সর্বদা চলবে আল্লাহ তার মুখ মন্ডলকে আগুন দিয়ে ঝলসে দিবেন। হযরত ইবনে খাত্তাব (রা.) বলেন, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মহিলাদের মতের বিরোধীতা করিও, কারণ তাদের বিরোধীতাতেই কল্যাণ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, স্ত্রীর গোলাম ধ্বংস হউক।

মোদ্দাকথা হলো, স্বামীর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বাঁধা হলো বিশেষ করে একজন দা'য়ীর জীবনে স্ত্রী। এই স্ত্রী তাকে যেমন দাওয়াতের ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে আবার স্ত্রী তাকে দ্বীনের দাওয়াত থেকে ইসলামের পথ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রকৃত কথা হলো, দায়ীর দাম্পত্য জীবন ব্যর্থ হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রেই প্রধান সমস্যাবলীকে চিহ্নিত করে তার সমাধান না করার

www.pathagar.com

কারণে। অনেকেই যৌবনের তাড়নায় বা দাম্পত্য জীবনের প্রথম দিকে এ বিষয়ে কোন গুরুত্ব দেন না, চিন্তাও করেন না, যার ফলে পরবর্তীতে তিনি আর সঠিক পথে ফিরে যেতে পারেন না। এজন্য বিষয়টিকে অবশ্যই গুরুত্বের সাথে নিতে হবে।

২য় বাঁক– দুনিয়া

পূর্বেই আমি আলোচনা করেছি যে, একজন দা'য়ীর জীবনে বিভিন্ন সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা আসবেই যদি না তিনি এ ব্যাপারে প্রতিষেধক বা বাঁচার পথ গ্রহণ না করেন। তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে তিনি কি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে নিজেকে গণ্য করবেন নাকি সমস্যা সমাধান করে দা'য়ীর ভূমিকা পালন করবেন?

দুনিয়ার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টি ভঙ্গি

ইসলাম দুনিয়াকে পরীক্ষাগার এবং অভিজ্ঞতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে মনে করে। এজন্যই একে আবাদ করা এ থেকে কল্যাণ পাওয়া এবং এর ফল চয়ন করতে ইসলাম আহ্বান করেছে কিন্তু এ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা যাবে না। দুনিয়াকেই জীবনের একেবারে মূল লক্ষ্য যেমন করা যাবে না। তেমনি দুনিয়া বিমুখও হওয়া যাবে না। এজন্য কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি এসেছে এভাবে, এ দুনিয়া'তো ভোগের বস্তু আর পরকাল হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাসস্থল। অন্যত্র বলা হয়েছে, এ দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকা ও প্রতারণায় না ফেলে।

বিপর্যয়ের কারণসমূহ

একজন দা'য়ীর জীবনে মূলত দুটি প্রধান কারণে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় (১) সঠিক ইসলামী পরিবেশের অভাব যা তাকে সমাজের বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতা ও কলুষতা থেকে রক্ষা করবে। (২) দায়ীদের বাস্তবমুখী চিন্তাধারা বা সমাজ গবেষণাকে গুরুত্ব না দেয়া। এজন্য অনেক দা'য়ীকে দেখা যায়, নিজের জীবনে লক্ষ্য নির্ধারণ না করেই গতানুগতিক ভাবেই দুনিয়ার জীবনে নিজেকে চালিয়ে নিচ্ছে। এজন্য কবিতায় বলা হয়েছে-

হে মানুষকে উপদেশ দানকারী, তুমিতো তাদেরকে অভিযোগ
করো এমন বিষয়ে যে কাজে তুমি নিজেই লিপ্ত আছো।
তুমিতো উপদেশ দাও অনেক বিপদ সম্পর্কে
অথচ তুমি সেসব বিপদেই পতিত।

www.pathagar.com

তুমি দুনিয়ার ব্যাপারে মানুষকে নিরুৎসাহিত করছো,

অথচ তুমিই দুনিয়া নিয়ে মাতোয়ারা।

আমরা অনেক একনিষ্ঠ মুখলেস দায়ীকে দেখেছি যারা দুনিয়ার জীবনকে পরিত্যাগ করে খাঁটি ইসলামী দাওয়াত দিতে গিয়ে অনেক বড় দায়ীর ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু হঠাৎ করেই দুনিয়া নিয়ে এমন ভাবে মেতেছেন যে, একেবারেই দাওয়াত থেকে ছিটকে পড়েছেন। দুনিয়ার জীবন নিয়ে মত্ত হয়ে পরকালকে ভুলে গেছেন। মহান আল্লাহ বলেন- যে বিরুদ্ধাচরণ করলো এবং দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিল তার শেষ ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যে, তাঁর রবের অবস্থান কে ভয় করলো এবং নিজের জীবনকে কু-প্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখলো তার ঠিকানা হবে জান্নাতে।

ইসলামে গঠনপ্রক্রিয়া

মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য দুটি পথ খোলা রয়েছে, যেন সে মানবতার পূর্ণতায় পৌঁছতে পারে। তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুধাবন করে নিজেকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।

প্রথমতঃ তার সামনে আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার অবস্থানকে বর্ণনা করা হয়েছে, তুলে ধরা হয়েছে আল্লাহর কাছে পরকালের তুলনায় দুনিয়ার অবস্থান এবং এর মাঝে যোজন যোজন পার্থ্যেক্যের কথা এবং দুনিয়ার ফিৎনার কথা। "বলুন, দুনিয়ার উপকরণ পরকালের তুলনায় অত্যন্ত স্বল্প আর পরকাল হচ্ছে উত্তম মুত্তাকীদের জন্য।" এব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) দুনিয়ার বিষয়টিকে তুলে ধরার জন্য যেভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাহলো, তিনি একদিন তার সাহাবীদেরকে নিয়ে পথ চলছিলেন, দেখলেন একটা মরা ছাগল পড়ে আছে। তিনি বললেন, তোমরা কি লক্ষ্য করেছো এটি তার মালিকের কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। তারা বললেন, আর এজন্যই তাকে রাস্তার ধারে ফেলে দিয়েছে। তিনি বললেন, আল্লাহর কাছে এই দুনিয়া এই মরা ছাগলের চাইতেও মূল্যহীন। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) একদিন তাকে বলেন, আবু হুরায়রা তোমাকে কি আমি এই দুনিয়ার আল্লাহর নিকট কত মর্যাদা তাকি দেখিয়ে দিবনা? আমি বললাম, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! তখন রাসূল (সা.) তার হাত ধরে তাকে মদিনার উপকণ্ঠে এক ময়লা ফেলার আবর্জনার কাছে নিয়ে গেলেন, সেখানে দেখা গেল বিভিন্ন হাড়-গোড়, ছেড়া কাপড়-চোপড়, ময়লা আবর্জনা পড়ে আছে। অতপর তিনি বললেন, এই হাড়-গোড় আজকে এখানে পড়ে আছে এর কোন মূল্য নাই।

www.pathagar.com

যারা দুনিয়ার পিছনে ছুটেছে সেই দুনিয়ার মূল্য এই সব নোংরা আবর্জনার মতই। কেউ যদি দুনিয়া নিয়ে কাঁদতে চাও, তাহলে কাঁদো। এ কথা শুনে জোরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলাম।

দ্বিতীয়তঃ ইসলাম দুনিয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে নিষেধ করেছে। দুনিয়া যেন মানুষের কেন্দ্র-বিন্দুতে পরিণত না হয় তার জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। রাসূল (সা.) বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য দারিদ্রকে ভয় পাইনা, কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে তোমাদের জন্য দুনিয়াকে খুলে দেয়া হবে, তোমরা দুনিয়া নিয়ে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির মতো দুনিয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। তাদেরকে যেমন দুনিয়া প্রীতি ধ্বংস করেছিল তেমনি তোমাদেরকেও ধ্বংস করে দিবে। কারণ দুনিয়া প্রীতি লোভ-লালসা ও আত্ম-প্রীতি সৃষ্টি করে। তিনি বলেছেন, দুনিয়া পাওয়াই যার মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াবে, আল্লাহ তাঁর অন্তরে চারটি বিষয় অপরিহার্য করে দিবেন। এ থেকে সে মুক্ত হতে পারবে না। তার আশা-আকাংখার কোন শেষ হবে না। সে সব সময় কাজে লেগে থাকবে সামান্যতম ফুরসত পাবে না। আর তার মনে সব সময় চাওয়া-পাওয়ার আকাংখা থাকবে সে কখনও পরিতৃপ্ত হবে না। আর তাঁর টাকা-পয়সার অভাব অনটন মনে হয় কোন সময় দূর হবে না।

তৃতীয়তঃ ইসলাম সতর্ক করেছে দুনিয়া প্রীতি আমাদের অন্তরে চেপে না বসে যা তাকে পরকালের পাথেয় সংগ্রহে বাধাগ্রস্ত করবে। এ জন্য দুনিয়া থেকে পরহেজ করে চলতে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং নফসকে এর কাছে বন্দী না করতে বলা হয়েছে। রাসূল (সা.) বলন, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসবে এবং তাকে নিয়ে খুশী থাকবে তার অন্তঃকরণ থেকে পরকালের ভয় বিদূরিত হয়ে যাবে।"।

দুনিয়ার পরহেজগারীর ব্যাপারে ইসলামের দর্শন হল- তা যেন মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায় এবং দুনিয়ার প্রতিষ্ঠা পরিত্যাগ না করায় যেমনটি কিছু কিছু মানুষ মনে করে থাকে। বরং উদ্দেশ্য হল নফসকে দুনিয়া পূজা থেকে হেফাজত করা। নবী করীম (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল প্রকৃত পরহেজগারী সম্পর্কে। তিনি বলেন, সেটি হালালকে হারাম করা নয় এবং ধন-সম্পদকে বিনষ্ট করাও নয়। বরং দুনিয়ার পরহেজগারী হল তোমার নিকট আল্লাহর দেয়া জিনিস নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট থাকবে।" ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করা হয়, একজন মানুষ পরহেজগার হবে আর তার নিকট এক হাজার স্বর্ণমুদ্রাও থাকবে এটি কি হতে পারে? তিনি বললেন, হাঁ। বলা হল- পরহেজগারীর নিদর্শন কি? তিনি বললেন, এর আলামত হল- যদি সম্পদ

www.pathagar.com

প্রয়োজনের চেয়ে বেশী হয়, তাহলেও প্রফুল্য হবে না। আর এ চেয়ে কমে গেলে সে চিন্তিত হবে না....। আজকে দা'য়ীরা এক বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। তাদেরকে দুনিয়া আস্তে আস্তে নীচের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কামনা-বাসনার পিছনে ছুটতে গিয়ে প্রথমে সগীরায় লিপ্ত হচ্ছে এরপর কবীরা গুনাহে জড়িয়ে পড়ছে। এই দুনিয়া তার চাকচিক্য দিয়ে সবাইকে বিভ্রান্ত করছে এজন্য এব্যাপারে কোনরকম শৈথিল্য দেখানো যাবে না। যে ব্যক্তি শৈথল্য দেখাবে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে, ঈমান কলুষিত হয়ে যাবে। নবী মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ (সা.) অতিসত্যকথা এভাবে বলেছেন- "আমার পরে তোমাদের নিকট দুনিয়া এমনভাবে আসবে যে তোমাদের ঈমানকে খেয়ে ফেলবে যেমন আগুন লাকড়িকে খেয়ে ফেলে।"

সুতরাং দা'য়ীকে আকাশের আযাবের চাবুক থেকে বাঁচতে হলে, তাকে জীবনের বাঁকগুলো সতর্কতার সাথে পেরুতে হবে। "যারা দুনিয়ার জীবনকে পরকালের বিনিময়ে ক্রয় করে নেয় তাদের জন্য পরকালের আযাব সামান্যতম হালকা করা হবে না এবং তাদেরকে কোনরকম সাহায্যও করা হবে না।" (সূরা বাকারা ঃ ৮৭)

চতুর্থতঃ ইসলাম উৎসাহিত করেছে যেন দুনিয়া আবাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হয় এতে কাজ করা, এর গুপ্তধন আবিস্কার করা, এর সম্পদ আহরণ করা, এর কল্যাণ থেকে উপকৃত হওয়া, এতে ইনসাফ কায়েম করা, সত্যের অনুসরণ করা। ইসলামের দৃষ্টিতে তার কোনই শ্রেষ্ঠত্ব নেই যে এই মাপকাঠির বাইরে চলেছে সে যত জ্ঞানীই হোক না কেন। কারণ, তা অবশ্য এই দুনিয়া ধ্বংস করার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কুরআন মজীদে এ বিষয়টিকে অতি চমৎকার ভাবে বিবৃত করা হয়েছে- .

"যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্যকে ভালবাসবে তাকে তার কাজ পুরাপুরিই দেয়া হবে, এতে সামান্যতম ঘাটতি করা হবে না। এরা হল সেসব লোক যাদের পরকালে আগুন ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। তারা যা করেছে তা সবই বাতিল এবং তাদের সব কর্মই বিনষ্ট হয়ে যাবে।" (সূরা হুদ ঃ ১৫)

ইসলামে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ

ইসলাম শুধুমাত্র ব্যক্তি গঠনের থিউরী দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং বাস্তবে এর রূপরেখা প্রতিষ্ঠার জন্য সঠিক কর্মনীতি ও বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। যদি কেউ রাসূলের যুগে ব্যক্তি গঠনের বাস্তব নমুনার দিকে নজর দেয় তাহলে সে দেখতে পাবে এব্যাপারে তারবিয়াতের বিভিন্ন পদ্ধতি। রাসূল (সা.) মক্কায় দারুল আরকামে শুধুমাত্র তাঁর অনুসারীদেরকে ইসলামী দীন ও দাওয়াতের শিক্ষাই দেননি বরং তাদেরকে মাঠে নামিয়ে দিয়েছিলেন যেন জাহেলী সমাজের সাথে

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাদের কৃষ্টিকালচার থেকে শুরু করে জীবনযাত্রার বিভিন্ন অঙ্গনে প্রচলিত জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। আর এর আগাগোড়া উদ্দেশ্যই হল আল্লাহর দ্বীনের তাঁর ইবাদত কায়েম করা এবং তাঁর বিধানের নিকট মাথা নত করা, তাঁর নির্দেশের বাস্তবায়ন করা। তাঁদের চোখে দুনিয়া একেবারেই মূল্যহীন হয়ে পড়ে। দুনিয়ার কোন কিছুই তাদেরকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি এর ফিতনা-ফাসাদ। তাঁদের শত্রুরা পর্যন্ত তাদেরকে এভাবে চিত্রিত করে, "এরা মৃত্যুপাগল জাতি, এদের নিকট দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে মৃত্যু শ্রেয়। এরা দুনিয়াবিমুখ। এরা মাটির উপরে বসে আর সওয়ারীর ওপর বসেই খাওয়া-দাওয়া সারে।"

মুসআব ইবনে উমাইর (রা.) ছিলেন ধনীর দুলাল, মায়ের একমাত্র সন্তান। মক্কার প্রত্যেকটি মেয়েই তাকে জীবন সাথী হিসেবে কামনা করত। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তার মা তাকে হুমকি দেন যে তাকে তিনি ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করবেন। তিনি এতে কোন ভ্রুক্ষেপই করেন নি। এরপর তার মা কসম করেন যে, সে ইসলাম ত্যাগ না করলে কোন খানাপিনা স্পর্শ করবেন না। এতে তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, "আল্লাহর শপথ, হে আমার আম্মা! যদি আপনার শরীরে একশটি প্রাণ থাকত আর একটি করে তা বের হয়ে যায় তবুও আমি মুহাম্মদের দ্বীন ত্যাগ করব না।" যারা তাকে চিনত তারা দেখল যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি মক্কার অলি-গলিতে যখন হাঁটতেন তখন তার গায়ে থাকত পুরাতন জরাজীর্ণ কাপড়।

হিজরত ছিল মুসলমানদের ব্যক্তি গঠনে বাস্তবিক এক কর্মপন্থা। এতে তাদের সহায়-সম্পত্তি সবকিছু ত্যাগ করে, নিজ দেশ ছেড়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য ফেলে, আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান বিদেশ-বিভুয়ে। তারা হিজরতে সাড়া দিয়ে আল্লাহর পথে সবকিছুকে বিসর্জন দিয়ে, সবস্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেন।

বর্ণিত আছে- যখন সুহাইব আর-রুমী (রা.) হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করেন তখন মক্কার কুরাইশরা তার পথ রোধ করে দাঁড়ায় এবং বলে, তুমিতো এখানে এসেছিলে খালি হাতে, আজ তুমি আমাদের বদৌলতে অনেক টাকাপয়সার মালিক হয়েছ, এখন তুমি টাকাপয়সা নিয়ে ও তোমার প্রাণ নিয়ে আমাদের এখান থেকে যাবে তা হতে দিব না। তখন সুহাইব আর-রুমী বলেন, যদি আমি আমার টাকা পয়সা তোমাদের হাতে তুলে দেই তাহলে কি তোমরা আমার পথ ছেড়ে দিবে? তারা বলল, হ্যা। তিনি বলেন, আমি আমার টাকা পয়সা সব তোমাদের হাতে

www.pathagar.com

ছেড়ে দিলাম। একথা যখন রাসূল (সা.) জানতে পারলেন তখন তিনি বললেন, "সুহাইব লাভবান হয়েছে, সুহাইব লাভবান হয়েছে।"

এভাবেই দা'য়ীদের জীবনে ইসলাম গেড়ে বসেছে, তাদের দৈনিন্দন জীবনে, তাদের উঠাবসা ও চলাফেরায় ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। আর এসবই তাদেরকে তাদের জীবনের বাঁকগুলো অতিক্রম করতে সহায়তা করেছে, বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গাতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

আজকে ইসলামী দাওয়াত ও অন্দোলনের দা'য়ীদের বাস্তব কর্মনীতি গ্রহণ করা অতীব জরুরী হয়ে পড়েছে। তারা যেন তাদের জীবনের দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলেন, তারা নিজেদেরকে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা মুকাবিলার জন্য সর্বদা প্রস্তুত রাখেন প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগান ..... "যারা আমাদের জন্য প্রাণপন সংগ্রাম করবে তাদেরকে অবশ্যই আমাদের পথসমূহের দিশা দিব এবং নিশ্চয় আল্লাহ মুহসিনদের সাথে রয়েছেন।" (সূরা আনকাবুত ঃ ৬৯)

www.pathagar.com

দাওয়াতী কার্যক্রম বুঝা ও বাস্তবায়ন করা

আমার মতে নিজের উপর একজন দা'য়ীর দায়িত্ব অনেক বেশী, সমাজের ওপর তার যে দায়িত্ব রয়েছে তার চেয়েও অনেক অনেক বেশী ....। দা'য়ীর নিজের ব্যাপারে শৈথিল্য দেখানো খুবই বিপজ্জনক, এই বিপজ্জনকতা তার জাতির প্রতি দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য দেখানোর চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী। দা'য়ীকে অবশ্যই সমাজে কুদওয়া বা অনুকরণীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে যেখানে সে বসবাস করছে ... সে নিজের জীবনেই বাস্তবায়ন করবে রেসালাতের বৈশিষ্ট্য যার দিকে সে মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছে।.. তার প্রতিটি পদক্ষেপে সে তার আদর্শের প্রতিফলন ঘটাবে... এরফলে তার আশে-পাশে ববাসরত লোকজন তার চালচলনের মাঝে দেখতে পাবে দীনকে, তার প্রতিটি অঙ্গ পরিচালনায় ফুটে উঠবে দীনের বৈশিষ্ট, তার মাঝে যেন কোন বৈপরিত্য পরিলক্ষিত না হয়। কুরআনুল কারীম সেসব লোককে তিরস্কৃত করেছে যারা মানুষকে উপদেশ দেয় অথচ সে নিজে তা গ্রহণ করে না, লোকজনকে অন্যায় থেকে বিরত থাকতে বলে অথচ সে নিজে বিরত থাকে না। "তোমরা কি মানুষকে নেক কাজের আদেশ দাও আর নিজেদেরকে এব্যাপারে ভুলে যাও? তোমরাতো কিতাব পাঠ কর, তোমরা কি বিষয়টি বুঝ না?" (সূরা বাকারা ঃ ৪৪)

"হে ঈমানদারগণ! কেন তোমরা বল সেসব কথা যা তোমরা কর না। আল্লাহর নিকট জঘন্যতম গুনাহের কাজ হল যা তোমরা বল, অথচ তা কর না।" (সূরা সফ ঃ ২) এজন্য দা'য়ীর প্রথম কাজ হল প্রথমে নিজেকে দিয়ে শুরু করা....।

সঠিক ধারণা

ইসলামকে সঠিকভাবে, গভীরভাবে জানতে হবে তার মূল উৎস থেকে... কুরআনে কারীম, সহীহ্ হাদীস এবং নবীর পবিত্র সীরাত থেকে ... এরপর বর্তমান ইসলামী সাহিত্যের বই-পুস্তকের ভান্ডার গড়ে তুলতে হবে যেন তার নিকট ইসলামের সঠিক চিত্র ফুটে উঠে, এর বিধি-বিধান, বৈশিষ্ট্য, আকিদা-ইবাদত সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করে, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে সক্ষম হয়। .... দা'য়ীকে নবী-রাসূলদের জীবনী সম্পর্কে, তাদের জীবনের চড়াই-উৎরাই সম্পর্কে অবহিত হতে হবে, তাদের ধৈর্য এবং বলিষ্ঠতার ব্যাপারে সম্যক ধারণা লাভ করতে হবে। তাদের জিহাদ, মুয়ামালাত, চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে।

www.pathagar.com

কুরআনের প্রতি তার বিশেষ গুরুত্ব থাকবে এভাবেঃ সেটি হবে তার অন্তরের বসন্ত কাল, তার দৃষ্টিশক্তির জন্য নূর এবং জীবনচলার কর্মসূচি ... কুরআনের আয়াত পাঠকালে তার মনে হবে যেন এখনই তার ওপর ওহী নাযির্ল হচ্ছে এবং তাকে উদ্দেশ্য করেই ... তাকেই সম্বোধন করা হচ্ছে .... এভাবেই এর দ্বারা প্রভাবিত হওয়া যাবে এর গভীরে পৌছা সম্ভব হবে, এর দ্বারা প্রকৃত ফায়েদা হাসিল হবে। একজন দা'য়ীর অন্তঃকরণ ততটুকুই সঠিক হবে এবং তারমধ্যে দৃঢ়তা আসবে, তার জীবনচলা সঠিক হবে যে পরিমাণ সে কুরআন অধ্যয়ন করবে এর গভীরতায় পৌছবে, দীনের প্রজ্ঞা তার মাঝে আসবে। নবী করীম (সা.) একথাটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর বাণীতে ঃ "আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের সঠিক সমঝ দান করেন।" তিনি আরো বলেন, "মানুষ হল খনির মত, জাহেলিয়াতে যারা উত্তম, ইসলামেও তারা উত্তম যদি সঠিকভাবে (ইসলাম) বুঝে থাকে।" .... ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হল বৃষ্টি ভেজা মাটির মত .... এরমধ্যে কিছু এমন আছে যা না কোন উপকারে আসে আর না কোন উপকারে লাগে। রাসূল (সা.) এর একটি সুন্দর উদাহরণ পেশ করেছেন এভাবে– "আমাকে আল্লাহ যে হেদায়েত ও জ্ঞান দিয়ে পাঠিয়েছেন তার উদাহরণ হল- মুষলধারে বৃষ্টির মত যা জমিনে বর্ষিত হয়। এরমধ্যে আছে সরস জমি যা পানি গ্রহণ করে, যা থেকে প্রচুর ঘাস-পালা ও ফসল উৎপন্ন হয়।... আর কিছু হল ডোবা যা পানি ধারণ করে, আল্লাহ তা থেকে মানুষকে উপকৃত করেন, এর পানি পান করে, পানি দিয়ে ফসল ফলায়, আর কিছু আছে শুষ্কভূমি যা পানিও ধারণ করে না আর তাতে কোন কিছু উৎপন্নও হয় না। এ হল তার উদাহরণ যে আল্লাহর দীনের সমঝ পেল, আমি যা নিয়ে এসেছি তা থেকে নিজে উপকৃত হল, নিজে শিখল অন্যকে শিখালো ... আর কতক এমনও আছে যে, মাথা তুলে চাইল না, আল্লাহর হেদায়েত যা আমি নিয়ে এসেছি গ্রহণ করল না।"

দা'য়ীকে সচেষ্ট হতে হবে যেন সে অল্প বয়স থেকেই ইসলাম শিক্ষার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করে, বিভিন্ন ব্যস্ততার সাথে জড়িয়ে পড়ার পূর্বেই জ্ঞান আহরনে লিপ্ত হয়। মুলাহ্হাব এর প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হোন, যিনি তার সন্তানদেরকে উপদেশ দেন এই বলে, "তোমরা সমাজের নেতৃত্ব দেয়ার পূর্বেই জ্ঞানার্জন করে নাও। নেতৃত্ব যেন তোমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায়।"

জ্ঞানার্জন ও তার বাস্তব প্রয়োগ

একজন দা'য়ীর যেমন সঠিক জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে, তাকে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করতে হবে, তেমনিভাবে তাকে এর বাস্তব প্রয়োগ ও প্র্যাকটিস করতে

www.pathagar.com

হবে, নিজের কাজকর্মে, চরিত্রে-চিন্তায়, সে যেন বাস্তবে ইসলামের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে চলে...।

দা'য়ী যেন তার প্রতিটি পদক্ষেপে ইসলামকে ফুটিয়ে তুলে... জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে, কথায়, কাজে, ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক জীবন সর্বত্র। বাড়ীতে স্বামী বা পিতা বা ভাই হিসেবে, সমাজে কর্মচারী বা মালিক কিংবা অফিসার হিসেবে। এ বিষয়টির প্রতি জোর দিয়ে আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলেন, "যে ব্যক্তি নিজেকে নেতার আসনে বসিয়েছে সে যেন অন্যকে শিক্ষা দেয়ার পূর্বে নিজে শিক্ষা নেয়, নিজের চাল-চলনকে পরিশুদ্ধ করে নিজের জিহ্বাকে পরিশুদ্ধ করার পূর্বেই। অন্যকে পরিশুদ্ধ করা ও শিক্ষাদানের বেলায় অবশ্যই নিজেকে সার্বগ্রে পরিশুদ্ধ করতে হবে।"

যারা নিজেরা উপদেশ গ্রহণ করে না অথচ অন্যকে উপদেশ দেয়, নিজেরা সঠিক পথে চলেনা কিন্তু অন্যকে ওয়াজ করে, এরাতো মানুষের নিকট হাসি-ঠাট্টার বস্তুতে পরিণত হয় আর মহান আল্লাহর ক্রোধ ও গযবে নিপতিত হয়। আর এটাই সবচেয়ে বড় বিপর্যয় ও মহা ক্ষতি। শা'আবী থেকে বর্ণিতঃ "কিয়ামতের দিন একদল জান্নাতী একদল জাহান্নামীর দিকে চেয়ে বলবে, তোমাদেরকে কি জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে? আমরাতো তোমাদের দেয়া শিক্ষা ও আদব-কায়দার সুবাদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পেরেছি! তখন তারা বলবে, আমরা তোমাদেরকে ভালর নির্দেশ দিতাম কিন্তু আমরা নিজেরা তা করতাম না। আর তোমাদেরকে মন্দ কাজের নিষেধ করতাম আর আমরা সেটা নিজেরা করতাম।"

এজন্য একজন দা'য়ীকে নিজের ব্যাপারে কঠিন হিসাব-নিকাশ করতে হবে। নিজেদের ব্যাপারে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে যেন মহান আল্লাহর পথে অবিচল থাকতে পারে। বর্ণিত আছে যে, মহান আল্লাহ ঈসা (আ.)-কে বলেন, "হে মরিয়ম তনয়! তুমি নিজের নফসকে উপদেশ দাও, তুমি সর্বাগ্রে নিজে উপদেশ গ্রহণ কর, এরপর তুমি মানুষকে উপদেশ দিও, নতুবা তুমি আমার নিকট লজ্জিত হবে।"

প্রকাশ্য ও গোপনীয়তার মাঝে

দা'য়ীকে অবশ্যই সদা তৎপর থাকতে হবে নিজের গোপনীয় বিষয়গুলিকে সঠিক রাখার ক্ষেত্রে প্রকাশ্য বিষয়কে সঠিক রাখার চেয়েও। তার অবিরত চেষ্টা থাকবে গোপনীয় বিষয়কে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য। আর সবচেয়ে ভাল হয় যদি এ দু'টি বিষয়ই পরিচ্ছন্ন থাকে। দা'য়ী নিজের ব্যাপারে সদা তৎপর থাকে। সে যেন নিজেকে ধোকা না দেয়, মানুষকে ধোঁকা না দেয়। সে যেন তাদের সাথে মুনাফেকীর আচরণ না করে, রিয়া না করে। প্রত্যেক দা'য়ী যেন এব্যাপারে শুনে

www.pathagar.com

নেয় প্রখ্যাত দা'য়ী ইবনে সাম্মাকের বাণী। তিনি বলেন, "অনেক লোক রয়েছে যারা মানুষকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় অথচ নিজেরা আল্লাহকে ভুলে থাকে, আল্লাহর নিকট থেকে দূরে রয়েছে। আর এমন অনেক লোক রয়েছে যে আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকে অথচ সে আল্লাহ থেকে পলায়নপর, আর এমন অনেক লোক রয়েছে যে, কুরআন তিলাওয়াত করে অথচ কুরআনের আয়াত থেকে, তার নির্দেশাবলী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে।"

অতএব দা'য়ীকে একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করতে হবে, মানুষকে নয়, তাঁরই উদ্দেশ্যে নিজের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়কে সঠিক ও সুন্দর করতে হবে। তার বাহিরটা যেন ফেরেশতা আর ভিতর বা অপ্রকাশ্যটা যেন শয়তান না হয়। সে যেন সতর্ক থাকে সেসব লোক থেকে যাদেরকে আল্লাহ তিরস্কৃত করেছেন তাঁর এ বাণীতেঃ "তারা মানুষের কাছ থেকে নিজেদেরকে গোপন করতে চায়, আর আল্লাহর কাছে নিজেদেরকে লুকাতে চায়না, অথচ তিনি তাদের সাথেই রয়েছেন।" (সূরা নিসা ঃ ১০৮) তাকে স্মরণ রাখতে হবে, আল্লাহ তার অতি নিকটে, তিনি তার সবকিছুই দেখছেন এবং তার শলাপরামর্শ, কানাকানিও জানেন। "তারা তিনজনে কানাকানি করলে আল্লাহ রয়েছেন চতুর্থ হিসাবে, আর চারজন হলে আল্লাহ হচ্ছেন পঞ্চম এবং পাঁচজন হলে আল্লাহ হচ্ছেন ষষ্ঠ, এর চেয়েও কম বা বেশী হলেও তিনি তাদের সাথেই আছেন। অতপর তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন সংবাদ দিবেন যা তারা করেছিল। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত।" (সূরা মুজাদালাহ ঃ ৭)

রাবেয়া বসরীর প্রতি আল্লাহ রহম করুন, তিনি বার বার একথা আওড়াতেন-

যদি আমাকে আমার রব বলেন-

তোমার লজ্জা করেনি আমার অবাধ্য হতে

তুমি আমার বান্দাদের থেকে গুনাহকে লুকাতে চেষ্টা করতে

অথচ করতে আমার বিরুদ্ধাচরণ

তখন আমি কি জবাব দিব

যখন আমার হিসাব নেওয়া হবে, আমার বিচার করা হবে?

মোদ্দাকথা হল, দা'য়ীর প্রতি তার সামাজিক দায়-দায়িত্ব যেন তাকে তার নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন না করে দেয়, লোকজনকে সঠিক ও ভাল করতে গিয়ে নিজের এবং যাদের সঠিক করা নিজের ওপর ওয়াজিব সেগুলো যেন ভুলে না যায়, সে ব্যাপারে যেন উদাসীন না হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

দিক নির্দেশনা ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব

আমার মনে হয় বর্তমানে ইসলামী সংগঠনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল সাংগঠনিক সমস্যা। আমি এ কথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, দা'য়ী, বক্তা কিংবা আলোচক নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়া হয় সাংগঠনিক দিকে। এতে অল্পসংখ্যক দা'য়ী ব্যতীত অনেকেই পড়েন বিপাকে। এমনকি কেন্দ্রীয়ভাবে দা'য়ী নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রেও জ্ঞানগত দিকের চেয়ে সাংগঠনিক দিকটাকে গুরুত্ব দেয়া হয়। এরফলে অনেকেই নিজেকে সর্বক্ষেত্রে যোগ্য মনে করেন, জ্ঞানী-গুণীজনকে তারা তেমন গুরুত্ব দেন না। অন্যকে তেমন সমীহের দৃষ্টিতে না দেখার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হচ্ছেন। এধরনের অনেক ঘটনা ঘটলেও এর প্রতিকারের তেমন কোন উদ্যোগ চোখে পড়ছে না।

নেতৃত্বের গুরুত্ব

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, কোন আন্দোলন সফল হবার জন্য সংগঠনের গুরুত্ব অনেক বেশী। অনেক রাজনৈতিক ও দলীয় আন্দোলন সফল হয়েছে সঠিক নেতৃত্ব ও সূক্ষ্ম পরিকল্পনার কারণে। আবার অনেক ভাল ভাল সংগঠন ও আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে অনিয়মতান্ত্রিকতা ও বিশৃংখলার কারণে।

ইসলাম প্রকৃতিগতভাবেই অনিয়ম ও বিশৃংখলাকে বরদাশত করে না। পৃথিবীর বুকে ইসলাম ব্যতীত এমন কোন জীবন বিধান নেই যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ব্যাপারে এত সূক্ষ্ম নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধানের ব্যবস্থা দিয়েছে।

বর্তমানে ইসলামী আন্দোলনরত দলগুলি বিভিন্ন পর্যায়ে সাংগঠনিক সংকটে রয়েছে, ফলে অনেক ক্ষেত্রেই সময় নষ্ট হচ্ছে কাংখিত ফললাভ হচ্ছে না। আর এসব কারণেই সাংগঠনিক ও নেতৃত্বের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহের গুরুত্ব অত্যধিক বেশী হয়ে দেখা দিয়েছে।

নেতৃত্ব কি?

নেতৃত্ব হল মানুষকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পরিচালিত ও প্রভাবিত করার লক্ষ্যে তার প্রকৃতির সাথে আচরণ ও তার চরিত্রের ওপর প্রভাব সৃষ্টি ও দিক নির্দেশনার কলাকৌশলের নাম যেন তার নিকট থেকে আনুগত্য, সম্মান ও আস্থা লাভ করে। নেতৃত্ব সফল হবার জন্য নির্দিষ্ট কিছু গুণাবলী তার মধ্যে থাকতে হবে বা অর্জন করতে হবে। নেতৃত্বদানকারীর বিশেষ ব্যক্তিচরিত্র, সাংগঠনিক যোগ্যতা, শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতা থাকতে হবে।

www.pathagar.com

যে কোন আন্দোলন বা সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হল স্পর্শকাতর স্থান। যদি কেন্দ্রে নেতৃত্বের পর্যাপ্ত গুণাবলী না পাওয়া যায় তাহলে দেখা দিবে টালমাটাল অবস্থা চিন্তা বা চালিকা শক্তির ক্ষেত্রে। কেননা আন্দোলনের কথা বলা বা আলোচনা করা আর সংগঠন পরিচালনা করা এক কথা নয়।

দাওয়াতও এমন একটি পরিপূর্ণ যন্ত্র যার সঠিক পরিচালনা, দিক নির্দেশনা ও অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা সাংগঠনিক ও পরিকল্পনা মাফিক না হলে সম্ভব হবে না।

পরিচ্ছন্ন মনমানসিকতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি

নেতাকে অবশ্যই উদার মনের অধিকারী হতে হবে। তাকে ব্যক্তি স্বার্থ থেকে শুরু করে সবকিছুর উর্ধে উঠে একনিষ্ঠভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। নিজের কোন ব্যক্তি স্বার্থ যেন তার দায়িত্ব পালনে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। সব কিছুই নিঃস্বার্থ ভাবে করতে হবে। অন্যের কাজকর্মকেও খোলা মনে নিতে হবে। কারণ, আল্লাহ পাক নিষ্ঠা ও আন্তরকিতা বিবর্জিত কোন কাজ গ্রহণ করেন না। মহান আল্লাহ বলেন, "তাদের কর্মকে যা তারা করেছিল ধুলিকনার মত নিক্ষেপ করে দিয়েছি।" নিষ্ঠাবিহীন কাজ আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হবে না। এজন্য সর্বদা আল্লাহকে হাযির নাযির জেনে পরকালের কথা, জান্নাত জাহান্নামের কথা কবর হাশরের কথা চিন্তা করতে হবে। রাতের অন্ধকারে মেকায়মনে বাক্যে আল্লাহর নিকট ধরনা দিতে হবে। "নিশ্চয় রাতের জাগরণ খুবই শক্তিবর্ধক ও স্থায়ীকর্ম সহায়ক।"

শারীরিক সুস্থতা ও শক্তিসামর্থ থাকা

নেতাকে শারীরিকভাবে সুস্থ ও শক্তসামর্থবান হতে হবে। কেননা একজন শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট একজন দুর্বল মুমিন হতে বেশী পছন্দনীয়। দাওয়াতের বোঝা ও দায়িত্ব একজন দুর্বল প্রকৃতি ও স্বাস্থ্যগতভাবে দুর্বল ব্যক্তি বহন করতে সক্ষম হবে না।

নেতৃত্বের কেন্দ্র হল সর্বদা চিন্তাভাবনা ও অব্যাহত কর্মসম্পাদন এবং অবিরাম সংগ্রাম পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু। এর সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এর বিভিন্ন শাখা প্রশাখা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত। যদি শরীরের প্রতিটি অঙ্গ সুস্থসবল ও কর্মক্ষম এবং কর্মচঞ্চল না থাকে তাহলে মানুষ যেমন সঠিকভাবে তার দায়িত্ব ও কর্মসম্পাদনে সক্ষম হয় না তেমনি ভাবে সংগঠন বা দাওয়াতী কার্যক্রমও আঞ্জাম দেয়া সম্ভবপর হবে না।

চিন্তার খোরাক এবং মানসিক শক্তির প্রয়োজন

মানুষের যেমন খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে তেমনি চিন্তার খোরাকেরও দরকার আছে যা তার চিন্থা শক্তিকে শানিত করবে এবং পরিপক্কতা এনে দিবে। নেতাকে

www.pathagar.com

অবশ্যই বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। কেউ যেন একথা না বলে যে, আমরা শুধুমাত্র ইসলামী সাংস্কৃতির ওপরই নির্ভর করব অন্য কোন সংস্কৃতি জানার প্রয়োজন নেই। একথা অতীতে মেনে নেয়া গেলেও বর্তমানে এটা কোনক্রমেই গ্রহণীয় হতে পারে না। আজ চিন্তার বিভিন্নতা, জাতিগত স্বাতন্ত্র্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকালচারের ব্যাপকতা ও প্রসার ঘটেছে। যদি নেতা বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত না থাকেন তাহলে তিনি বর্তমান দৈনন্দিন ঘটনাবলীর ব্যাপারে সঠিক মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হবেন। ফলশ্রুতিতে বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও সঠিক নির্দেশনা প্রদানে অপারগ হবেন যা দাওয়াতের ক্ষেত্রে বিরূপ ও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণাবলী

এক. দাওয়াতের সঠিক জ্ঞান

নেতাকে তার নিজের দাওয়াত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত থাকতে হবে, সঠিক ধ্যানধারনা রাখতে হবে। চিন্তার জগতে তার থাকবে সদাসর্বদা দাওয়াতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, এর সাংগঠনিক ও কর্মতৎপরতা কোথায় কি অবস্থায় চলছে, কি নির্দেশনা কোথায় দিতে হবে ইত্যাদি।

নেতৃত্ব ও এর পরিচালনা তখনই সার্থক হবে যখন নেতা ও কর্মী, দাওয়াত ও দা'য়ী একই চিন্তার ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করবেন। সাধারণ একজন কর্মীর সাথে যেমন থাকবে যোগাযোগ তেমনি দায়িত্বশীলদের সাথেও সবাসর্বদা যোগাযোগ রাখতে হবে। একই চেইন অব কমান্ডে সকলকে নিয়ে আসতে হবে।

দুই. নিজেকে জানতে হবে

নেতাকে অবশ্যই তার নিজের শক্তির উৎস ও দুর্বলতার স্থান সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। দায়িত্বশীল যদি নিজের সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল না থাকেন তাহলে হয়ত দেখা যাবে তিনি লাভের পরিবর্তে ক্ষতি বা বিপর্যয়ই ডেকে আনবেন।

এজন্য অবশ্য করণীয় হল ঃ

ক. দুর্বলতার দিকগুলো চিহ্নিত করে তা সঠিক ও শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

খ. শক্তির উৎসগুলো খুঁজে বের করে তা আরো বৃদ্ধি ও কার্যকর করে তোলা।

গ. সাধারণ শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটানোর আপ্রাণ চেষ্টা করা এবং বিভিন্ন বিষয় ও মতের ওপর রাজনৈতিক বিভিন্ন মতাদর্শের সম্পর্কে, অর্থনৈতিক বিষয়াবলী সম্পর্কে জানার চেষ্টা করতে হবে।

www.pathagar.com

ঘ. ইসলামী ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে ব্যাপক স্টাডি করা এবং বিভিন্ন মতাদর্শের নেতৃত্বের ব্যাপারে সঠিক ধারণা রাখা। তাদের কর্মপন্থা সম্পর্কে এবং তাদের কার্যক্রম কেন সফলতা লাভ করছে তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা।

তিন. নিরলস তত্ত্বাবধান

নেতাকে তার অধীনস্থ লোকদের সাথে আন্তরিকতার সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে, তাদের ব্যক্তিগত থেকে সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে অবগত থাকতে হবে তাদেরকে যথাসম্ভব সহযোগিতা করতে হবে। এরফলে তাদের সাথে গভীর সম্পর্ক যেমন গড়ে উঠবে তেমনি তাদের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করা সম্ভব হবে।

চার. অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব অর্জন

জনগণ সর্বদা তার নেতাকে দেখে থাকে উত্তম অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে। তাঁর কাজকর্ম, চাল-চলন, আচার-আচরণের অনুকরণ করে থাকে। নেতার চরিত্রের প্রভাব পড়বে সংগঠনের ওপর, এর কর্মীদের ওপর। নবী করীম (সা.) ছিলেন অনুকরণের ক্ষেত্রে এক উত্তম আদর্শ। "অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আহযাবঃ ২২) নবীর সাহাবীরা ছিলেন একেক জন হেদায়েতের আলোকবর্তীকা। তাঁদেরকে মহানবী (সা.) এভাবে চিত্রিত করেছেন, "আমার সাহাবীরা নক্ষত্রের ন্যায়, তোমরা তাঁদের যারই অনুসরণ করবে, সঠিক পথের দিশা পাবে।"

পাঁচ. দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া

নেতৃত্বকে গভীর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে যেন সে যে কোন সমস্যা বা ঘটনাবলী কিংবা ব্যক্তি সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। যদি নেতৃত্ব সমস্যা বিশ্লেষণে দ্বিধা-দ্বন্দে পড়ে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে দাওয়াতের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন, ধৈর্যশীল অটল, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিকে যখন তার সামনে সন্দেহপ্রবন বিষয় এসে উপস্থিত হয় এবং যখন তার সামনে লোভ লালসা হাতছানি দেয়।

ছয়. শক্তিশালী প্রশাসন/দক্ষপরিচালনা শক্তি

নেতার মধ্যে যদি এই গুণ পাওয়া যায় তাহলে অবশ্যই বিনা খরচে তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর পেশাজীবী থেকে শুরু করে নিম্ন পর্যায়ের লোকজনকে কাছে টানতে পারবেন এবং তাদের উপরে নেতৃত্ব পরিচালনা করতে পারবেন।

www.pathagar.com

সাত. আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব

নেতাকে অবশ্যই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে। তিনি যেন তাঁর ব্যক্তিত্ব দ্বারা অন্যকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে পারেন। তিনি যেন অন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হন।

আট. সু-ধারণা বা শুভফল আশা করা

নেতৃত্বের জন্য যে কোন ব্যাপারে শুভ ফল আশা করা বিশেষ এক গুণ সে যেন যে কোন কাজের ব্যাপারে শুভ ফল লাভের আশা রাখে, তাকে যেন কোন হতাশা গ্রাস করতে না পারে। হতাশা এমনই এক বিধ্বংসী উপকরণ যা ব্যক্তি বা দলকে বিপর্যয়ে ফেলে দেয়।

নেতৃত্ব হলো কাফেলার মূল। সে যদি শুভ ধারণা করে তাহলে অন্যরাও প্রত্যাশী হয়ে উঠে আর তার মাঝে যদি হতাশা বিরাজ করে তাহলে পুরো দলই হতাশায় নিমজ্জিত হয়, এই জন্য সর্বক্ষেত্রে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যেতে হবে। বিশেষ করে জিহাদের ক্ষেত্রে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা অব্যাহত জিহাদ সংগ্রাম করতে থাক, যেন কোন ফেৎনা না থাকে এবং সর্বত্র আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হয়।" অতীতের ইসলামের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই বাতিলের বিরুদ্ধে অব্যাহত জিহাদ ও সংগ্রাম, নবী-রসূলদের বলিষ্ঠ ও অটল ভূমিকা... নবী করীম (সা.) তাঁর দাওয়াত পরিচালনার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন জুলুম নির্যাতন এবং কূট ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে গেছেন। কোন হতাশাই তাঁর ধারে কাছে ঘেষতে পারেনি। মুনাফেকদের কুটিল ষড়যন্ত্র কাফেরদের অব্যাহত আক্রমণ তাঁকে এতোটুকুও বিচলিত করতে পারেনি। আহযাবের যুদ্ধে এক কঠিনতম চিত্রের বর্ণনা আমরা পবিত্র কুরআনে দেখতে পাই। "যখন মুমিনেরা সম্মিলিত বাহিনীকে দেখলো তখন তারা বলেছিল- এতো হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সেই ওয়াদা, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমানই বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁরা বিষয়টিকে মাথা পেতে নিয়েছেন। মুমিনদের মধ্যে কতিপয় এমন পুরুষ রয়েছেন, যারা তাদের আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদাকে পরিপূর্ণ করেছেন। তাদের মধ্যে কেউবা জীবন দান করেছেন, আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ এর জন্য অপেক্ষা করছেন। তারা নিজেদের অঙ্গীকার পরিবর্তন করেন নি।" (সূরা আহযাব ঃ ২২-২৩)

ইসলাম আজও কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে চলছে... কমিউনিজমের চ্যালেঞ্জ, জাতীয়তাবাদীর চ্যালেঞ্জ, সামাজিক ন্যায় বিচারের নামে বিধর্মীদের চ্যালেঞ্জ... এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই দৃঢ় পদে সামনে এগুতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "সাহায্য আসবে একমাত্র মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই।" (আল-কুরআন)

www.pathagar.com

দাওয়াত ও দা'য়ীর মাঝে সাংগঠনিক সম্পর্ক

বর্তমান বিশ্বে ইসলামী দাওয়াত ও দাওয়াতী কার্যক্রমে চিন্তা ও নির্দেশনার ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে, কিন্তু সাংগঠনিক দিকটাকে সেভাবে গুরুত্ব দেয়া হয় না। অথচ সাংগঠনিক দিকটি দাওয়াতের মেরুদন্ডের ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ সাংগঠনিক দিকটি আমরা আকিদার সাথে সম্পৃক্ত করতে পারি। আর আকিদাই হচ্ছে প্রথম, এর পরে হচ্ছে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক আর এদুটো মিলিয়েই হচ্ছে ভ্রাতৃত্বের ও আকিদার সম্পর্ক। এদুটির মাঝে যদি ভারসাম্য না থাকে, তাহলে সমস্যা দেখা দিতে পারে। দা'য়ীকে তার দাওয়াতের প্রাথমিক জীবনেই এ সম্পর্কের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। দা'য়ীরা সকলে একই বৃত্তের বন্ধনে আবদ্ধ একথা সদা-সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে।

১. আনুগত্য

যে কোন আন্দোলন বা সংগঠনের ক্ষেত্রে আনুগত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেমন আমরা ইসলামের মূল বুনিয়াদের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই, আল্লাহর ও রাসূলের আনুগত্য করা এবং দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করা ঈমান-আকিদারই অংশ। এজন্য কোন দায়িত্বশীল ভাইয়ের আনুগত্য করা কিন্তু প্রকারান্তরে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা। আর তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করার শামিল। আনুগত্যের ব্যাপারে কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের দায়িত্বশীলদের।" (সূরা নিসা-৫৯)

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ বিষয়টিকে এ ভাবে ব্যক্ত করেছেন- "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহর অবাধ্যতা করল। আর যে আমীরের আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল, আর যে আমীরের বিরুদ্ধাচরণ করল, সে আমারই বিরুদ্ধাচরণ করল।"

কার জন্য আনুগত্য?

একজন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি অবশ্যই কর্তব্য হলো, নেতার বা নেতৃত্বের আনুগত্য করা, সে যে ধরণেরই ব্যক্তি হোক না কেন, আর এটাই হচ্ছে ইসলামের আনুগত্যের ব্যাপারে বিশেষ বিধান। আনুগত্য কোন ব্যক্তি কেন্দ্রীক হবে না,

www.pathagar.com

আনুগত্য করতে হবে আদর্শের কারণে। নবী করীম (সা.) বলেন ঃ "তোমরা শোন এবং আনুগত্য কর, যদিও তোমাদের উপর একজন হাবসী ক্রীতদাসকে দায়িত্বশীল বানিয়ে দেয়া হয়, যার মাথার চুলগুলো মনে হয় কিসমিসের দানার মত (জটবাঁধা)।" লক্ষ্য করুন যখন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) এর কাছে তাকে সেনাপতির পদ থেকে পদচ্যুতির পত্র এসে পৌছে এবং তাঁর স্থলে আবু ওবাইদা ইবনে জাররা (রা.) কে সেনাপতি নিয়োগ দেয়া হয় তখন তিনি বলেছিলেন ঃ "আল্লাহর কসম! যদি আমীরুল মুমিনীন আমার উপরে কোন মহিলাকে নিয়োগ দান করতেন, তাহলে অবশ্যই আমি তার কথা শুনতাম এবং তার আনুগত্য করতাম।"

কখন বিরুদ্ধাচরণ করা অত্যাবশ্যকীয় হবে?

ইসলাম যেমন একজন মুসলমানের প্রতি নেতৃত্বের আনুগত্য করাকে ওয়াজিব করেছে, তেমনি আবার নেতার বিরুদ্ধাচরণ করাকে ক্ষেত্র বিশেষে ওয়াজিব বলে সাব্যস্ত করেছে। নবী করীম (সা.) বলেনঃ "একজন মুসলমানের প্রতি ওয়াজিব হলো শোনা এবং আনুগত্য করা, যা তার পছন্দনীয় হোক বা অপছন্দনীয় হোক কিন্তু যদি তাকে গুনাহের কাজে নির্দেশ দেয়া হয়, তাহলে সে তা শুনবেও না, আনুগত্যও করবে না।"

আলী (রা.) বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি কমান্ডো বাহিনী প্রেরণ করেন, সেখানে একজন আনসার সাহাবীকে দায়িত্বশীল করা হয়। তিনি কোন এক ব্যাপারে সবার উপরে রেগে যান তারপর তিনি বলেন, তোমরা এক জায়গাতে লাকড়ী জমা কর, লাকড়ী জমা করা হলে তিনি বলেন, এতে আগুন ধরিয়ে দাও। এরপর তিনি বলেন, তোমাদেরকে কি রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেননি যে, তোমরা আমার কথা শুনবে এবং আমার আদেশ পালন করবে? তখন তারা বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই। তিনি বললেন, তোমরা আগুনে ঝাঁপ দাও, তখন তারা একে অপরের দিকে চেয়ে থাকলেন। এরপরে বললেন, আমরা আগুন থেকে বাঁচার জন্যই রাসূলের কাছে পালিয়ে এসেছি, আর আপনি আমাদেরকে আগুনে ঝাঁপ দিতে নির্দেশ দিচ্ছেন? এরপর নেতার রাগ কমলে আগুন নিভিয়ে ফেলতে বললেন। অতঃপর তারা রাসূলের কাছে ফিরে এসে বিষয়টির উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "যদি তারা আগুনে প্রবেশ করতো, তাহলে কখনই তা থেকে বের হতে পারত না। তিনি আরও বললেন, আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য নেই, আনুগত্য হলো ভালো নেকীর কাজে।"

www.pathagar.com

নিজেদেরকে আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ করুন

একজন মুসলমানকে অবশ্যই আনুগত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে হবে। নেতৃত্বের আদেশ মান্য করতে হবে। শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচতে হবে, এ কাজটি বড় কঠিন। মানুষের মন আনুগত্য করতে সহজে রাজি হয় না। আত্ম-অহংকার এবং শয়তানের কু-মন্ত্রণা মানুষকে অবাধ্য, অহংকারী করে তুলে।

ইতিহাসে দেখা যায় যে, দাম্ভিক জাবালা ইবনে আইহাম আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) এর আনুগত্য মেনে নিতে অস্বীকার করে। ফলে সে ইসলাম পরিত্যাগ করে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে। হেদায়েত পরিত্যাগ করে গোমরাহীকে প্রাধান্য দেয়। আবু উমর সাইদানী বলেন, "যখন জাবালা ইবনে আইহাম আল গাসসানী ইসলাম গ্রহণ করে তখন সে ছিল জাফনা গোত্রের বাদশা। সে হযরত উমর (রা.) এর সাথে দেখা করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে সাক্ষাতের অনুমতি দেন। সে নিজ বংশের পাঁচশত লোক নিয়ে উমরের (রা.) সাথে দেখা করার জন্য বের হয়। হযরত ওমর খুশি হয়ে লোকজনকে নির্দেশ দেন, তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসার জন্য। সে উমরের কাছে আসলে তিনি তাকে যথাযথ সম্মান দেখিয়ে কাছে টেনে নেন। এরপর হযরত উমর হজ্বের জন্য বের হয়ে পড়েন তার সাথে জাবালাও সঙ্গী হয়। মক্কায় কা'বা ঘর তওয়াফ করার সময় বনু ফাজারা গোত্রের একজন লোক ভুলক্রমে জাবালার চাদরে পা চাপা দেয়। এতে জাবালা ক্ষিপ্ত হয়ে ফাজারা গোত্রের লোকটির নাকে এক প্রচন্ড ঘুষি মারে। বিষয়টি উমর (রা.) এর গোচরে আনা হলে জাবালাকে তিনি বলেন, এটা কি? সে বললো, হ্যাঁ হে আমীরুল মুমিনীন সে ইচ্ছে করেই আমার চাদরে পা দিয়েছিল, আমাকে বিবস্ত্র করার লক্ষ্যে। কা'বা ঘরের চত্বর না হলে তরবারীর আঘাতে তাকে শেষ করে দিতাম। হযরত উমর (রা.) বললেন হয় আপনি লোকটিকে সন্তুষ্ট করবেন, নতুবা আপনাকে শাস্তি দেয়া হবে। জাবালা বললো, আপনি কি করবেন? ওমর বললেন, লোকটিকে আমি আদেশ দিবো সে যেন আপনার নাকের উপরে সজোরে ঘুষি মারে। জাবালা বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! সে হলো একজন নগণ্য প্রজা, আর আমি হলাম বাদশা? উমর বললেন, ইসলাম আপনাকে আর তাকে একই বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। এখানে একমাত্র প্রাধান্য হবে তাকওয়ার ভিত্তিতে। জাবালা বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি তো মনে করেছিলাম ইসলামে প্রবেশ করে আমার মান-মর্যাদা জাহেলিয়াতের চেয়ে আরও বৃদ্ধি পাবে। উমর বললেন, আপনি এসব কথা বাদ দিন, না হলে আমি এখনি এর বদলার ব্যবস্থা করছি। জাবালা বললো, তাহলে আমি খৃষ্টান হয়ে যাবো। উমর বললেন, আপনি যদি খৃষ্টান হয়ে

www.pathagar.com

যান, তাহলে আপনার গর্দান উড়িয়ে দিবো, কারণ ইসলাম গ্রহণ করার পরে যদি আপনি মুর্তাদ হয়ে যান, তাহলে শরীয়তের বিধানে আপনার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদন্ড। জাবালা যখন হযরত উমরের দৃঢ়তা লক্ষ্য করলো তখন সে বললো, আমাকে এক রাতের সময় দিন, আমি একটু চিন্তা-ভাবনা করে দেখি। রাত্রে যখন সব লোকজন শুয়ে পড়ে, তখন জাবালা তার ঘোড়া ও সামান-পত্র নিয়ে সিরিয়ায় পালিয়ে যায়। এরপর সে কনস্টান্টিনেপল চলে যায় এবং সেখানে গিয়ে খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে।

২. দায়িত্বানুভূতি/দায়িত্বশীলতা

দা'য়ী নিজেকে ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধের সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ঈমানী মজবুতী, ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান, বিপদ-আপদে ধৈর্য্য ধারণ এবং ইসলামের ব্যাপারে যে কর্ম সম্পাদন করা দরকার সে ব্যাপারে নিজেকে সদা-সর্বদা দায়িত্বশীল মনে করবে। ইসলামের জন্য কাজ করাকে নিজের স্বতসিদ্ধ অভ্যাস বা স্বভাবে পরিণত করবে। এজন্য সে যে কোন ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য তৈরী থাকবে। এটা তার উপরে দায়িত্ব দেওয়া হোক আর না হোক সে নিজ দায়িত্বে ইসলামের জন্য কাজ করবে এবং ইসলামের একজন একনিষ্ঠ সৈনিক হিসাবে কাজের আঞ্জাম দিয়ে যাবে। রাত-দিন সে নিরলস ভাবে ইসলামের জন্য কাজ করে যাবে। তার চিন্তা-চেতনায় ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থই অগ্রাধিকার পাবে। আমাদের পূর্ব পুরুষরা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও সুখে-দুখে, চিন্তা-চেতনায় তাদের এই অনুভূতিই ছিল। যাইদ ইবনে সাবেত বলেন ঃ আমাকে রাসূল (সা.) ওহুদের দিন সা'দ ইবনে রাবী (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করলেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি তার দেখা পেলে আমার সালাম পৌছাবে আর তাকে বলবে? রাসূলুল্লাহ তোমাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছেন, তুমি কেমন আছ? তিনি বলেন আমি শহীদদের লাশগুলোর ভিতরে তাঁকে খুঁজতে ছিলাম। যখন আমি তাঁর নিকটে গিয়ে পৌছলাম, তখন তার ছিল অন্তিম অবস্থা। কেবল শ্বাস-প্রশ্বাস জারি আছে। তাঁর সারা শরীর তীর, তরবারী ও বর্শার আঘাতে জর্জরিত। সত্তরটিরও অধিক আঘাত বিদ্যমান। আমি তখন বললাম, হে সা'দ রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছেন, আপনি কেমন আছেন? সা'দ বললেন, রাসূলকে আমার সালাম জানাবেন এবং বলবেন, হে রাসূল! আমি জান্নাতের খুশবো পাচ্ছি, আর আপনি আমার আনসার ভাইদের বলবেন, তাদের একজনও বেঁচে থাকতে যদি কোনো শত্রু রসূলুল্লাহর নিকট যেতে পারে তবে তাদের কোন ওযর দেয়ার সুযোগ থাকবে না। তারা চোখের পলক ফেলার সময় পর্যন্তও যেন তাঁর খেদমত করে যান... এ কথা বলা মাত্রই তাঁর প্রাণ বের হয়ে যায়।

www.pathagar.com

আন্দোলনমুখী কার্যক্রম

যদি আমরা স্বতস্ফূর্ত দায়িত্ব অনুভূতির বিষয়টি অতিক্রম করে সাংগঠনিক দায়িত্বের দিকে অগ্রসর হই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই বলতে হবে যে, নিজের মধ্যে যদি স্বতস্ফূর্ত ভাবে কারো দায়িত্ব অনুভূতি না আসে তাহলে তার পক্ষে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে না। একজন দা'য়ীকে সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে তার উপর যে দায়িত্বই আসুক না কেন, সে তা যথাযথ ভাবে পালন করবে। এ ব্যাপারে সামান্যতম গাফলতি দেখাবে না।

আমরা এখানে রাসূলের যুগের একটি ঘটনা উল্লেখ করবো, যা তাদের মধ্যে সাংগঠনিক দায়িত্ব অনুভূতি ও দায়িত্ব পালনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ ফুটিয়ে তুলে ঃ

যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে 'জাতুর-রিকা' অভিযানে বের হলাম। আমরা এক জায়গায় অবতরণ করলাম তখন রাসূল (সা.) বললেন ঃ কে আছো আজকে সারা রাত আমাদেরকে পাহারা দেবে? তখন একজন মুহাজির ব্যক্তি দাড়ালো আর একজন আনসার। তারা হলেন আম্মার ইবনে ইয়াসীর ও ওব্বাদ ইবনে বিশর (রা.)। তারা যখন উপত্যকার মুখে ডিউটি করছিল, তখন আনসার সাহাবী মুহাজিরকে বললো, প্রথম রাত্রি আপনি ডিউটি করবেন না আমি ডিউটি করবো? মুহাজির বললো, প্রথমদিকে আপনি করুন, এরপর মুহাজির ব্যক্তি ঘুমিয়ে যায়। আর আনসার সাহাবী নফল নামাজ পড়তে থাকে। একজন মুশরিক শত্রু এসে দেখলো একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে তখন সে তাকে দূর থেকে তীর নিক্ষেপ করে। এ অবস্থায় আম্মার ইবনে বিশর তীরটাকে জোরে টেনে বের করে দিয়ে নামাজ পড়তেই থাকে। এরপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তীরও এভাবে টেনে বের করে নামাজরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকেন। এরপর তিনি যখন রুকু এবং সিজদাতে যান, মুহাজির ব্যক্তি জেগে ওঠেন। যখন মুশরিক দেখলো যে, ওরা দুজন ব্যাপারটি জেনে গেছে মুশরিক দৌড়ে পালিয়ে যায়। মুহাজির আনসারীর রক্ত ঝরতে দেখে বলেন, সুবহানাল্লাহ! আপনি প্রথম আঘাত পাওয়ার পরেই আমাকে জানাননি কেন? আনসারী বলেন, আমি একটা সূরা পড়ছিলাম, আমি চাইনি যে তা পড়া ছিন্ন করি। এরপর তীর লাগলে আপনি জেগে যান, আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসূল যে আমাকে পাহারা দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন, নিজের জীবন চলে গেলেও তা রক্ষা করতে পিছপা হ'ব না।

www.pathagar.com

একজন দা'য়ীকে সর্বাবস্থায় দায়িত্ব অনুভূতির পরিচয় দিতে হবে। কোনক্রমেই পিছপা হলে চলবে না বা এমন অবস্থায় তার যেন মৃত্যু না হয় যে, সে তার দায়িত্বে গাফলতি করেছে। কারণ দা'য়ী সর্বদা সীমান্ত পাহারা দেয়ার সৈনিকদের মতো সংগ্রামে লিপ্ত এবং সে একজন মুজাহিদের সওয়াব পাবে। ইরবাজ ইবনে সারীয়া (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যু আসলে তার আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, একমাত্র আল্লাহর পথে পাহারাদার ব্যতীত। তার আমলকে বৃদ্ধি করা হবে, তার সওয়াব সে পেতেই থাকবে এবং তাকে কিয়ামত পর্যন্ত রিযিক প্রদান করা হবে। (আল-হাদীস)

আন্দোলনী মনোভাব

অধিকাংশ দা'য়ীর মাঝে আন্দোলনী মনোভাবের দুর্বলতার কারণে দাওয়াতের বর্তমান ও ভবিষ্যতের কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। আন্দোলনী মনোভাবের সংকটের কারণে দাওয়াত তার কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছে না। কারণ, ইসলামী দাওয়াতই হলো এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও আন্দোলনের নাম। ইসলামের প্রাথমিক চিন্তা-ধারা ও নির্দেশনা যদি কেউ সঠিকভাবে ধারণ করতে পারে তাহলে সে অবশ্যই আন্দোলিত এবং আন্দোলনমুখী হয়ে উঠবে। যে সমাজে আমরা বাস করছি, সেখানেও যদি জনগণকে ইসলামের মূল স্পিরিট বোঝাতে সক্ষম হই তাহলে তারাও ইসলামের জন্য এগিয়ে আসতে পিছপা হবে না। তারা গাইড লাইনের অভাবে মূলতঃ আজ নিশ্চুপ হয়ে আছে। এ কথা সত্য যে, বর্তমান সময়ে ইসলামী কর্মকান্ড চতুর্দিকে শত্রুর ও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ দ্বারা পরিবেষ্টিত। কিন্তু এ কথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায়, দা'য়ী দৃঢ় সংকল্প হলে এসব বাধা বিদূরিত হতে সময় লাগবে না। যখন মক্কার কুরাইশরা ওহুদের যুদ্ধে সাময়িক জয় লাভের পর মদীনা থেকে মক্কার দিকে রওয়ানা হয়, এরপর তারা পরের দিন আবার মদীনার দিকে আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হয় তখন রাসূল (সা.) নিজে ও সাহাবীরা আহত হওয়া সত্ত্বেও মদীনার বাইরে কাফেরদের পিছু ধাওয়া করতে থাকেন। সাহাবীদেরকে মুনাফিকরা ভয় দেখাতে গুজব ছড়ায়। তারা বলে, ওরাতো অনেক সংখ্যক সৈন্য নিয়ে মদীনার দিকে ধেয়ে আসছে। কিন্তু মুমিনরা এতে কর্ণপাত করেনি। মহান আল্লাহ বিষয়টিকে এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ঃ "যাদেরকে লোকেরা বলে যে, অনেক লোক তোমাদের বিরুদ্ধে জমায়েত হয়েছে, সুতরাং তাদেরকে তোমরা ভয় কর। এতে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা বলে আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম ভরসা-স্থল। আল্লাহর অনুগ্রহে ও সাহায্যে তারা ফিরে এল এবং তাদেরকে কোন অকল্যাণই স্পর্শ করতে পারেনি। মূলতঃ তারা

www.pathagar.com

আল্লাহর সন্তোষ অনুসরণ করছিল এবং মহান আল্লাহ্ অতীব করুণাময়।" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৭৩-১৭৪)

এখানে আমি জুলুম অত্যাচারের মোকাবেলা করলে মনের মধ্যে যে দৃঢ়তার উন্মেষ ঘটে সে ব্যাপারে ইঙ্গিত করতে চাই... আসলে মানুষ যদি বিপদ-আপদে কষ্ট-দুঃখে দৃঢ় থাকে তাহলে শত বিপদে তাদের হতাশা বা পশ্চাদপদতা সৃষ্টি হয় না। হযরত নূহ (আ.) এর দাওয়াতের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা, সাড়ে নয়শ বছর পর্যন্ত অব্যাহত দাওয়াত এবং এসময়ে তিনি যে জুলুম ও নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিলেন তাতে কিন্তু তিনি বিচলিত হননি বরং তিনি মানুষকে বিশেষ করে তার অনুসারীদেরকে উৎসাহিত করতেন। "যখন রাসূলরা নিরাশ হলো এবং ধারণা করলো যে, আমরাতো মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে গেলাম তখনই তাদের উপর আমাদের সাহায্য আসলো, আমরা যাকে ইচ্ছা নিস্কৃতি দিলাম। গুনাহগার জাতির উপর থেকে আমার আযাব কেউ প্রতিহত করতে পারে না। নিশ্চয় এদের ঘটনাবলীতে জ্ঞানীদের জন্য উত্তম শিক্ষা রয়েছে।" (সূরা ইউসুফ ঃ ১১০-১১১)

আজকে আমরা যে যুদ্ধের মোকাবেলা করছি, এর জন্য এমন ধরনের লোকের প্রয়োজন যারা বেঁচে থাকবে ইসলাম নিয়ে এবং ইসলামের জন্যে। এখন আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে, আমরা কি করছি? আমরা ইসলামের জন্য ন্যায়ের জন্য, দ্বীনের জন্য কতটুকু কাজ করছি? অথচ লক্ষ্য করলে দেখা যায় বাতিলেরা তাদের ভ্রান্ত মতবাদকে প্রচার ও প্রসার করার জন্য জান-প্রাণ দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তারা তাদের ভ্রান্ত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সব কিছু কুরবানী দিচ্ছে ঃ "তারা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করছে আর আল্লাহ আহ্বান করছেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে। তিনি মানুষের জন্য তাঁর নিদর্শন সমূহ সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করছেন, যেন তারা সৎ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।" (সূরা বাকারা ঃ ২২১)

ইসলামের জন্য যাদের রক্ত গরম হয় না, মন-প্রাণ, অনুভূতি জাগ্রত হয় না তাদের আশা-আকাংখা এবং পরিকল্পনা কখনও পূরণ হবে না, কোন দিনই তাদের হাতে ইসলামের বিজয় আসতে পারে না। আমরা এখানে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি দিকে আলোকপাত করছি।

অন্তঃকরণই আশা-আকাংখার কেন্দ্রবিন্দু

আমার ধারনা অন্তঃকরণই হচ্ছে মানুষের চিন্তা-চেতনার মূল কেন্দ্র। আর একজন দা'য়ীকে তার আশা-আকাংখা সংকল্প সবকিছুই পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে করতে হবে। মস্তিষ্ককে সদা-সর্বদা কাজে লাগিয়ে রাখতে হবে, পারিপার্শ্বিকতার সবকিছু থেকে

www.pathagar.com

উপদেশ গ্রহণ করতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ "তারা কি জমিনে পরিভ্রমণ করে না? তাদের কি অন্তঃকরণ নেই যার দ্বারা তারা চিন্তা-ভাবনা করে দেখে, আর তাদের কর্ণ নেই যা দিয়ে সৎ উপদেশ শুনে থাকে? প্রকৃত ব্যাপার হলো তাদের চক্ষু অন্ধ নয়, কিন্তু তাদের অন্তরের চক্ষুই হলো অন্ধ।" (সূরা হজ্জ ঃ ৪৬)

ঈমান হলো সু-ধারণারই ফসল, আর মানুষকে আন্দোলিত করার ও তার থেকে ফল লাভ করার উপকরণ। যদি সু-ধারণার পথে কেউ অগ্রসর না হয়, তাহলে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জড়তা ও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতা ও বন্ধাত্ব আসতে বাধ্য।

এসব কারণেই অন্তরকে সদা-সর্বদা আলোকিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। অন্তর যেন ইসলামের জন্য নির্মল থাকে তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। নবী করীম (সা.) যথার্থই বলেছেন ঃ অন্তঃকরণে মরিচা পড়ে যায়, একে পরিচ্ছন্ন করার উপায় হলো, সর্বদা ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা।

ইসলামের দা'য়ীকে এব্যাপারে সদা-সর্বদা তৎপর থাকতে হবে। তার কলবকে আলোকিত রাখার জন্য এবং শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে হেফাযত করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ মানুষের চোখ হলো পথ প্রদর্শক, কান হলো গর্ত, তার জিহ্বা হলো মুখপাত্র, তার হাত দুটি হলো ডানা স্বরূপ আর পা দুটি হলো বাহক আর অন্তঃকরণ এসবের অধিকারী এবং রাজা। যদি রাজা ভালো থাকে তাহলে তার সৈন্যরাও ভালো থাকবে।

এজন্য অন্তঃকরণকে শয়তানের কু-মন্ত্রণা থেকে হেফাযত করতে হবে, কেননা শয়তান মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করতে সক্ষম। অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার জন্য দিনে-রাতে আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা করতে হবে। বিশেষ করে সকাল বেলায়, কেননা সকালের কুরআন তিলাওয়াত মানুষের জন্য সাক্ষ্য স্বরূপ। মসজিদে নির্জনে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতে হবে। সদা-সর্বদা মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ "শয়তান যদি মানুষের অন্তরে চক্কর দিতে সক্ষম না হতো তাহলে আদম সন্তান আকাশের গোপন রহস্য ও নিদর্শনাবলী স্বচক্ষে দেখতে পেতো।"

অন্তর নম্র ও কাঠিন্যের আবর্তে ঘূর্ণায়মান। আল্লাহর আনুগত্য একে নরম করে আর গুনাহ ও আল্লাহর অবাধ্যতা অন্তরে কাঠিন্য সৃষ্টি করে। আল্লাহ্ বলেনঃ "তাদের আশা-আকাংখা প্রলম্বিত হয়েছিল যার ফলে তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছিল। সেটি ছিল পাথরের মত শক্ত বা এর চেয়েও কঠিন।" " বরং তাদের অন্তঃকরণের উপর মরিচিকা পড়ে গিয়েছিল তাদের অনৈতিক

www.pathagar.com

কর্মকান্ডের কারণে।" ইবনুল মুবারক (রহ.) বলেন ঃ আমি দেখেছি গুনাহ মানুষের অন্তঃকরণকে মেরে ফেলে, আর অপমান লাঞ্ছনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গুনাহ্ ত্যাগ করা হলো অন্তরকে জীবন্ত করারই নামান্তর। তোমার জন্য কল্যাণকর হবে, তোমার প্রবৃত্তির বিরোধীতা করা।

একজন দা'য়ীকে সদা-সর্বদা নিজের মনের উপর খেয়াল রাখতে হবে যে, সেকি আল্লাহর পথে চলেছে নাকি অন্যদিকে, সেকি গুনাহকে তুচ্ছ মনে করছে নাকি গুনাহর ব্যাপারে ভীত? রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ "সাবধান! তোমরা ছোট গুনাহ গুলিকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না, কেননা এসব জমা হতে হতে একজন মানুষকে ধ্বংস করে ফেলবে।" কবি এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন ঃ

"বিন্দু বিন্দু বালুকনা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল
গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল"

অপর এক কবি বলেন ঃ

"ক্ষুদ্রকে ক্ষুদ্র বলে তাচ্ছিল্য করনা
ক্ষুদ্র ইঁদুরই শক্তিশালী সিংহকে প্রাণে বাঁচিয়ে ছিল।"

এজন্য একজন দা'য়ীর অন্তঃকরণ যেন আয়নার মত পরিচ্ছন্ন থাকে, যাতে ইসলামের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। এর দ্বারা সে উৎফুল্ল হয়, গোটা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন এর দ্বারায় চালিত হয়। একজন দা'য়ীকে চিন্তা করতে হবে যে, সমাজের লোকজন তার চলা-ফেরা, উঠা-বসা এমনকি তার দৃষ্টির চাহনি পর্যন্ত লক্ষ্য করে থাকে। একজন দা'য়ী যতক্ষণ না ইসলামের পুরো অনুসরণ করবে, ততক্ষণ সে সঠিক ইসলামের স্বাদে-আস্বাদিত হতে পারবে না।

অন্তঃকরণই হলো নেতৃত্বের কেন্দ্রবিন্দু

যদি ব্যক্তির মন-মানসিকতা, চিন্তাধারা সঠিক ও স্বচ্ছ হয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার জ্ঞানের পরিপক্কতা সংস্কৃতির প্রশস্ততা থাকে তাহলেই সে অন্যকে এ ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম। কেননা, নিঃস্ব লোক কাউকে কোন কিছুই দিতে পারে না। দেখা যায়, দুর্বল সংস্কৃতির অধিকারী অনেক সত্যপন্থী শিক্ষিত সংস্কৃতিবান বাতিল পন্থীর কাছে লজ্জিত হয়ে মাথা নত করে থাকেন।

www.pathagar.com

দা'য়ীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ কিভাবে ঘটবে

একজন দা'য়ীকে তার চিন্তার জগতকে বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে- জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক, সমাজনীতি, রাজনীতি দিয়ে জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধি করতে হবে, যেন যে কোন সমস্যা বা প্রশ্নের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিতে পারে। একজন দা'য়ীকে কুরআন-হাদীস, নবীর জীবন আদর্শ ও তাঁর জীবন চরিত ভালো ভাবে জানতে হবে, যেন যে কোন ঘটনা প্রবাহে রাসূলের জীবন চরিত থেকে এর সমাধান পেতে পারে।

ইসলামের দা'য়ীরা চরম বিপর্যয়ের মধ্যে

আমি বলছি না যে, দা'য়ীরা তাদের শত্রুদের কোপানলে তাদের ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ। এ বিপদতো কিছুই না, যদিও এর ক্ষতি ও কাঠিন্য অনেক বেশী। দা'য়ীর জন্য সবচেয়ে বিপদ ও বিপর্যয়ের কারণ হলো তার নফস বা কু-প্রবৃত্তি। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলেন ঃ "তোমরা গুনাহের ব্যাপারে শত্রু সৈন্যর চেয়ে বেশী সতর্ক হও, কেননা শত্রু সৈন্য তোমাদের কাছে কোন ধর্তব্যের বিষয়ই নয়। মুসলমানেরা তো শত্রু সৈন্যদের গুনাহের কারণেই বিজয় লাভ করে থাকে। তোমরা জেনে রাখো তোমাদের চলার পথে আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ক পাহারা রয়েছে। সাবধান! তোমরা আল্লাহর ক্রোধ উদ্রেককারী কোন কিছু করবে না। কেননা, তোমরা আল্লাহর পথেই চলেছ।"

আমি এখানে একই কথা বলতে চাই যে, বর্তমান যুগে দা'য়ীদেরকে বিভিন্নভাবে ফেতনার দিকে প্রলুব্ধ করা হচ্ছে। তাদেরকে একবিংশ শতাব্দীর জাহেলিয়াতের স্রোতে ভাসিয়ে নেয়ার জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা চলছে। এরা সদা-সর্বদা কুকুরের মত ঘেঁউ ঘেঁউ করছে, তাদের অন্তঃকরণ মরে গেছে। আল্লাহ বলেন ঃ "এদের উদাহরণ হলো কুকুরের মত, ওকে তাড়া দিলে ঘেঁউ ঘেঁউ করে, আর ছেড়ে দিলেও ঘেঁউ ঘেঁউ করে। সেই লোকদের উদাহরণ যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।"

পাপ-পঙ্কিলতা লোভ-লালসার সয়লাব থেকে একজন দা'য়ীকে মজবুত ঈমান ও বলিষ্ঠ নৈতিক চরিত্র দিয়ে নিজেকে হেফাযত করতে হবে।

প্রতিরোধের স্থানগুলো সংরক্ষণ করুন

আজকে দা'য়ীদেরকে সবচেয়ে সর্তক থাকতে হবে, বাস্তব অবস্থার দিকে, সর্ব ক্ষেত্রে ইনসাফ ভিত্তিক ইসলামী সমাধান গ্রহণ করতে হবে। ধীরে চলা বা না দেখার নীতি পরিহার করতে হবে। সদা-সর্বদা দায়িত্ব অনুভূতির সাথে কাজ

www.pathagar.com

আঞ্জাম দিতে হবে। শত্রু প্রতিরোধের জন্য সদা-তৎপর থাকতে হবে। তাদের কোন কাজই বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেয়া যাবে না।

ইসলামী ব্যক্তিত্ব

ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠনের ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এর আগে অন্য কোন কর্মসূচী নেয়া যাবে না। ইসলামী ব্যক্তিত্বই হলো ইসলামী আন্দোলনের মূল ভিত্তি। ইসলামী আন্দোলন যেমন মুসলিম উম্মাহকে নেতৃত্ব দিতে পারে না দা'য়ী ও কর্মী ব্যতিরেকে, তেমনি এসব দা'য়ীরা তাদের এ বিপদজনক দায়িত্ব পালন করতে পারবে না, যতক্ষণ না, তাদের মাঝে ইসলামী ব্যক্তিত্ব-চরিত্র পূর্ণতা লাভ করবে। আসুন আমরা ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠনের উপাদান ও উপকরণ নিয়ে আলোচনা করি-

১. ইসলামী জ্ঞান

ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠনে একটি উপাদান হলো ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী হওয়া। ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকলে সেই দা'য়ীর ইসলামী চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন তার কর্ম-কান্ডে ঘটতে পারে না। ইসলামী জ্ঞান হলো মূল, যার দ্বারা সে প্রতিটি বিষয়ের ব্যাপারে, প্রতিটি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে, প্রতিটি কর্ম-কান্ডের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে ফয়সালা গ্রহণ করতে পারে। ইসলামী জ্ঞান আহরণের জন্য কতিপয় পদক্ষেপ নেয়া দরকারঃ

প্রথমত ঃ কুরআন হাদীস সম্পর্কে সঠিক বুঝ বা জ্ঞান থাকতে হবে। দা'য়ীর অন্তকরণে কুরআন হাদীস সঠিকভাবেই ধারণ হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল থাকতে হবে। দুনিয়া ও পরকালের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে হবে।

তৃতীয়ত ঃ ইসলামের সর্ববিষয়ে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা লাভ করতে হবে। কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে নয়, কারণ মানুষের জ্ঞান স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। যতই একে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও তথ্য দিয়ে ভরপুর করা হবে। আর যদি জ্ঞান ভান্ডারকে এসব সংস্কৃতি গবেষণা থেকে লেখা-পড়া থেকে দূরে রাখা হয় তাহলে কখনই প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যাবে না।

ড. সাবরি আল কাব্বানী তার লেখা "আপনার ডাক্তার আপনার সাথেই" নামক গ্রন্থে বলেন ঃ মানুষের মস্তিষ্ক বিভিন্ন রকমের জ্ঞান-গবেষনা পুঞ্জিভূত করতে এবং গ্রহণ করতে সক্ষম। যদি পরিকল্পিতভাবে ব্রেনের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তা-চেতনা, কলা-

www.pathagar.com

কৌশল এবং তথ্য ঢুকিয়ে দেয়া হয়, তাহলে অবশ্যই মস্তিস্ক এগুলোকে গ্রহণ করে নিজের চিন্তার জগতে পরিপক্কতা আনতে সক্ষম। ইসলামী জ্ঞান তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করবে, যখন ব্যক্তি দুনিয়ার অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করবে।

২. ইসলামী মন-মানসিকতা

মানুষের মন-মানসিকতা যদি ভাল না হয়, তাহলে তার কাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। একজন দা'য়ীকে স্বচ্ছ মন-মানসিকতার অধিকারী হতে হবে। তার মাঝে কোন রকমের বৈপরিত্য বা মুনাফেকী যেন স্থান না পায়। তার চিন্তা-চেতনা, কথা-বার্তা ও কাজ-কর্মের মধ্যে কোন ফারাক বা বৈপরিত্য দেখা না যায়। ইসলামে এ বিষয়টিকে কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ "হে ঈমানদানগণ! তোমরা কেন সে কথা বল, যা তোমরা নিজেরা করনা। এটি আল্লাহর নিকট চরম গর্হিত কাজ।" (সূরা সফ ঃ ২)

বাড়া-বাড়ি বা শৈথিল্য কোনটিই কাম্য নয়

ইসলাম প্রথম দিন থেকেই মানুষের স্বভাবজাত ও মন-মানসিকতার সাথে সামঞ্জস্যশীল বিধান উপস্থাপন করেছে। কোন একটি বিষয়কে নিয়ে স্বভাবজাত প্রকৃতির বিরুদ্ধে বাড়া-বাড়ি করাকে ইসলাম সমর্থন করে না। যেমন, কেউ হয়তো তার শরীরের ব্যাপারে যথাযথ খেয়াল যত্ন করে না। এরা ইসলামী জীবন চরিত্রের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হতে বাধ্য। বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) একদিন আব্দুল্লাহ ইবনে আসের বাড়ী দেখতে গেলেন, তাঁর স্ত্রীকে দেখলেন যে, সে বেশ- ভূষায় অগোছালো। তাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন আছো? মহিলা বললেন, কেমন থাকবো? আব্দুল্লাহ ইবনে আমরতো দুনিয়া ত্যাগী হয়ে গেছেন। তিনি বললেন, কিভাবে? মহিলা বললেন, সে ঘুমায় না, সারাদিন রোজা রাখে, গোশত খায়না, পরিবারের হক আদায় করে না। রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, সে কোথায়? তিনি বললেন, বাহিরে গেছে এখনি আসতে পারেন। তিনি বললেন, সে আসলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিবে। রাসূল চলে আসার সময় আব্দুল্লাহ এসে হাজির। রাসূল বললেন, হে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর! আমি একি শুনলাম, তুমি নাকি ঘুমাও না? সে বললো, আমি এর দ্বারা কিয়ামতের ভীতিকর অবস্থা থেকে নিরাপত্তা চাই। তিনি তাকে বললেন, তুমি নাকি সারাদিন রোজা রাখো? সে উত্তরে বললো, আমি এর দ্বারা জান্নাতে উত্তম প্রতিদান চাই। তিনি বললেন, আমি শুনলাম তুমি নাকি পরিবারের হক আদায় কর না? সে বললো, আমি এর দ্বারা পরকালে এদের চেয়ে উত্তম পরিবার কামনা করছি। তখন রাসূল (সা.) বললেন, হে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর তোমার জন্য রাসূলুল্লাহর জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে। আল্লাহর রাসূল নফল রোজাও রাখেন আবার অনেক সময়ে

www.pathagar.com

নফল রোজা রাখেন না, তিনি গোশত-মাংস খান, পরিবার পরিজনের হক আদায় করেন। হে আব্দুল্লাহ! তোমার উপরে আল্লাহর হক রয়েছে। তোমার শরীরের উপরে তোমার হক রয়েছে। তোমার উপরে তোমার পরিবারের হক রয়েছে। সুতরাং একজন দা'য়ীকে সর্বক্ষেত্রে সুষম জীবন যাপনে প্রত্যয়ী হতে হবে। কোন এক বিষয়ে বাড়া-বাড়ি আবার অন্য বিষয়ে গাফলতি করা যাবে না। সদা-সর্বদা আত্ম সমালোচনা করতে হবে। তাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর এ বাণীর উপরে আমল করতে হবে– "প্রকৃত বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে থাকে আর বেকুব ও নির্বোধ সেই লোক যে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে আর আল্লাহর রহমতের আশা রাখে।"

হযরত উমর (রা.) এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন ঃ হিসাব দেয়ার পূর্বেই তোমরা নিজেদের হিসাব কর। ওজন দেয়ার পূর্বেই নিজেদের নেকী-গুনাহর ওজন কর আর কিয়ামতের মহা সংকটের দিনের ব্যাপারে প্রস্তুতি গ্রহণ কর। এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে, দুনিয়ার হালাল উপকরণ খানা-পিনা, পোশাক-আশাক ইত্যাদির ব্যাপারে কার্পণ্য করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন ঃ বলুন! কে তোমাদের জন্য আল্লাহর সৌন্দর্যমন্ডিত জিনিসকে হারাম করেছে, যা তিনি তার বান্দাদের জন্য পবিত্রতম রিযিক হিসাবে দান করেছেন।" (সূরা আ'রাফ ঃ ৩২)

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ "বলুন! আমার প্রভু তো হারাম করেছেন শুধু প্রকাশ্য অন্যায় অশ্লীলতা এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাহ আর অন্যায়ভাবে সীমালংঘন করাকে।" (সূরা আ'রাফ ঃ ৩৩) একথা ঠিক যে, মানুষের কু-প্রবৃত্তি তাকে খারাপ পথে পরিচালিত করার জন্য প্ররোচিত উৎসাহিত করে। তবে এক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকতে হবে। যেন কু-প্রবৃত্তি আমাদের উপর বিজয়ী না হয়। মানুষকে তো তার সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ কারো সাধ্যাতিত ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না । "আল্লাহ কোন মানুষকে তার সাধ্যের চেয়ে বেশী কোন কিছু চাপিয়ে দেন না। সে তো শুধু তার কৃত ভাল কাজের সুফল ও মন্দ কাজের কুফলই পাবে।" (সূরা বাকারা ঃ ২৮৬)

শহীদ সাইয়েদ কুতুব তার প্রখ্যাত তাফসীর ফী যিলালিল কুরআনে বলেন, এই হচ্ছে সেই আকীদা যা মানুষ জানে কোন জীব-জন্তু, ফেরেস্তা বা শয়তান নয়। জানে এর মধ্যে কোথায় দুর্বলতা রয়েছে আর কোথায় শক্তি। মানুষের ভিতরে যে জ্ঞান প্রজ্ঞা এবং চিন্তা-চেতনা রয়েছে তার দ্বারা সে সুষম জীবন-যাপন করতে পারে আর মূলতঃ এর উপরেই মানুষের হিসাব-নিকাশ হবে। সাধ্যর বাইরে কারো হিসাব বা বিচার ইসলাম করবে না। কারোই সাধ্যের বাইরে কোন কিছু মহান আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসিত হবে না।

www.pathagar.com

নবী করীম (সা.) সবধরনের বাড়াবাড়ি বা অবহেলা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) একদিন আয়েশার ঘরে প্রবেশ করলেন, সেখানে একজন মহিলা ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন উনি কে? (আয়েশা রা.) বলেন, তিনি অমুক মহিলা যার বেশী বেশী নামায পড়ার কথা বলা হয়ে থাকে। তিনি বললেন, থামো! তোমরা সাধ্যাতীত কিছু করো না। আল্লাহর শপথ! তোমরাই শেষে বিরক্ত হয়ে পড়বে তখন আল্লাহ তাআলাও বিরক্ত হবেন। অর্থাৎ বেশী বেশী আমল করতে করতে তোমরা যখন অপারগ হয়ে পড়বে তখন আল্লাহও বিরক্ত হবেন, কেন তোমরা অহেতুক বাড়াবাড়ি করতে গেছো।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন নিশ্চয় দীন হল সহজ। যে ব্যক্তি দীনের ব্যাপারে কঠোরতা করবে সে পরাজিত হবে সুতরাং সহজভাবে গ্রহণ কর, নিকটতর হও এবং লোকজনকে দীনের ব্যাপারে সুসংবাদ দাও সকাল বিকাল ও দুপুরে দীনের ব্যাপারে সাক্ষ্য দান কর। ইমাম নববী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে একটি উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়েছে যার অর্থ হল, তোমরা মহান আল্লহর অনুগত্যের ব্যাপারে তোমাদের কর্মক্ষম অবস্থায় আমল কর যখন তোমাদের মন মুক্ত থাকবে যেন ইবাদতের স্বাদ বা মজা অনুভব কর! তোমরা এমন ভাবে ইবাদত করিওনা যে ক্লান্তও বিমর্ষ হয়ে পড়। যেমন বুদ্ধিমান মুসাফির তার বাহন নিয়ে এমন সময় চলে যখন কোন কোলাহল থাকেনা, প্রকৃতি থাকে শান্ত। আর কোলাহল ও প্রচন্ড তাপের সময় তার বাহনকে আরাম দিয়ে থাকে।

এজন্যে ইবাদত সহ সব বিষয়ে বাড়াবাড়ি এবং অবহেলা পরিত্যাগ করে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে।

একনিষ্ঠতার মর্ম

দায়ীর ইসলামী স্বভাব ও বৈশিষ্ট ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারবেনা যতক্ষণ না একমাত্র আল্লাহর জন্য নিজেকে সোপর্দ করবে, তাকে সবধরনের শৃংখলা থেকে মুক্ত হতে হবে, নিজেকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুর আনুগত্য থেকে মুক্ত রাখবে। যদি সেটা ধনসম্পদ হয় তাহলে তা থেকে পরহেজ করবে আর যদি তা প্রভাব প্রতিপত্তি হয় তাহলে তা থেকে মুক্ত হবে। নিজের মনকে ধনী মনে করবে টাকাপয়সাকে নয়। তাকওয়াকে সম্মান মর্যাদা মনে করবে আল্লাহর সমীপে, প্রভাব প্রতিপত্তিকে নয়।

www.pathagar.com

দা'য়ী ও দাওয়াতের পদ্ধতি

উত্তম পদ্ধতি

কতিপয় কর্মকারণ রয়েছে যা দায়ীর দাওয়াতকে সফল হতে এবং কাংখিত ফললাভে অনেকাংশে সহায়তা করে তাহল উত্তম পদ্ধতি। একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর কার্যকরণ যার মাধ্যমে দায়ী অল্পসময়ে, স্বল্প খরচে দাওয়াতের ও তাবলীগের উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম তা বক্তব্য, আলোচনা, লিখিত রচনা যাই হোক উত্তম পদ্ধতিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। দায়ীকে হতে হবে অভিজ্ঞ ডাক্তারের মত যিনি বুঝেন চিকিৎসা কোথা থেকে শুরু করতে হবে এবং কিভাবে শুরু করতে হবে অতঃপর তিনি প্রয়োজনীয় উপাদান না পাওয়ার পূর্বে শুরু করবেন না যেন তার কাজকর্ম ব্যর্থ না হয়ে যায়।

সমাজে আজ বিভিন্ন মতাদর্শের লোকজন বিদ্যমান এমন বক্তব্য রাখবেন যেন লোকজন আগ্রহের সাথে শুনেন এমন ভাবে উপস্থাপন করেন যেন তারা উপলব্ধি করতে পারেন তাদের অন্তঃকরনকে নাড়া দেয়, তাদের রোগের উপর প্রতিক্রিয়া ঘটায় তাদের সমস্যার কথা উঠে আসে। স্থান কাল পাত্র ভেদে আলোচনা উপস্থাপন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন আমাকে নির্দেশ করা হয়েছে যেন আমি লোকজনকে তাদের জ্ঞান সম্মান মোতাবেক বক্তব্য রাখি। বর্তমান সময়ে ইসলামের পক্ষে কাজ করার জন্য এমন দায়ীর বিশেষ প্রয়োজন যারা সুন্দর ভাবে চিন্তাধারা উপস্থাপন করবেন,এমন পদ্ধতিতে যাতে ইসলামের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্টত্ব ফুঠে উঠে এবং লোকজন তা শুনতে, বুঝতে ও জানতে আগ্রহী হয়। আজ অনেকেই ইসলামের কথা বলে ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করছে তারা ভালোর চেয়ে মন্দই বেশী করেছেন।এজন্য দাওয়াতের কাজ উত্তমভাবে উপস্থাপন উত্তম পদ্ধতিতে দক্ষতা ও প্রজ্ঞার সাথে করতে হবে।

কাঠিন্য ও কোমলতার মাঝে

মানুষের নফসে প্রকৃতিগত ভাবেই ভাল জিনিসের প্রতি আকর্ষণ ও ভালবাসা রয়েছে? কেউ তার সাথে ভাল আচরণ করলে সে তাকে ভালবাসে আবার কেউ তার সাথে কর্কশ ও রুঢ় আচরণ করলে তার প্রতি বিক্ষুব্ধ হয় তার ব্যাপারে ক্রোধ ও ঘৃনা জন্মে। এজন্য নরম ও মোসাহেবী করা বা তেল মালিশী করা নয় যা মুনাফিকীর নামান্তর। দায়ীকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে নম্র ভদ্র ভাষা ব্যবহার করতে হবে বিশেষভাবে যদি দাওয়াত দেয়া হয় মুসলমানদেরকে। এজন্য রুঢ় কথা ও কর্কশ ভাষা কিংবা আক্রমনাত্মক কথা দাওয়াতের ক্ষেত্রে মোটেই কাম্য নয়। লক্ষ করুন মুসা ও হারুন (আ.) এর প্রতি মহান প্রভুর দাওয়াতের ক্ষেত্রে দিক

www.pathagar.com

নির্দেশনা। তৎকালীন স্বৈরাচারী ফেরাউনের নিকট দাওয়াতের সময় তাদের নরম ভাষা ও ভদ্র আচরণ করার নির্দেশ দেন। "তোমরা দুজনে যাও ফেরাউনের নিকট সে চরম অবাধ্য আচরণ করেছে। অতপর তাকে নরম কথা বলো হয়তোবা সে নসিহত গ্রহণ করবে কিংবা আল্লাহকে ভয় করবে।" (সূরা ত্বহা.....)

নবী মুহাম্মাদ (সা.)-কে এই নীতি গ্রহণ করার জন্য কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কঠোরতা পরিহার করে নম্রতা গ্রহণ এবং দাওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমতের পন্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "আপনার রবের পথে আহবান করুন হিকমত ও উত্তম বাক্যের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দনীয় পন্থায়। নিশ্চয় আপনার রব জানেন কে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তিনি হেদায়েত প্রাপ্তদের সর্ম্পকে অধিক অবগত"। (সূরা নাহলঃ১২৫) ইবনে কাসীর এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি বিতর্কের প্রয়োজন পড়ে তাহলে হাসি মুখে যুক্তি দিয়ে বিতর্ক করতে হবে নম্র ভদ্র ভাষায়। সূরা আলে ইমরানে নম্রতার উপকারিতা ও সহযোগী সমর্থক অর্জনে এর ভূমিকা এবং দাওয়াতের গতি সঞ্চারনে এর কার্যকারিতা কথা উল্লেখ করে নবী করীম (সা.) এর প্রতি ওহী নাজিল হয়। "আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রুঢ় ও কঠিন হতেন তাহলে তারা আপনার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত"। (সূরা আলে ইমরানঃ ১৫৯) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, আমি পূর্ববতী কিতাব সমূহে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গুণাবলীর উল্লেখ পেয়েছি। তিনি কঠোর নন। রুঢ় আচরণকারী নহেন। খামাখা হাটবাজারে ঘুরে বেড়াবেন না এবং খারাপের প্রতিদান খারাপ দিয়ে দিবেন না। বরং ক্ষমা করবেন এবং ভাল ব্যবহার করবেন। নবীর জীবন চরিত্রে অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যাতে দেখা যায় তিনি হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে নম্র-ভদ্রভাবে এমন সুন্দরভাবে দাওয়াত উপস্থাপন করেছেন যা মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করেছে। আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। এক যুবক এসে রাসূলুল্লাহকে (সা.) বলল, হে আল্লাহর নবী! আপনি কি আমাকে যিনা (ব্যভিচার) করার অনুমতি দিবেন? একথা শুনে লোকজন চিৎকার করে উঠে। তখন নবী করীম (সা.) তাকে বললেন, তুমি আমার নিকটে এসো। যুবকটি তার নিকটে এসে সামনে বসে পড়ল। তখন নবী করীম (সা.)তাকে বললেন, তুমি কি এ কাজটি তোমার মায়ের জন্য পছন্দ কর? সে বলল, না আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কোরবান করুন। তিনি বললেন মানুষেরাও তাদের মায়ের জন্য এটা পছন্দ করেনা। তুমি কি তোমার মেয়ের জন্য এটা পছন্দ কর? সে বলল, না। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কোরবান করুন। তিনি বললেন, লোকজনও তাদের মেয়েদের জন্য এটা

www.pathagar.com

পছন্দ করেনা। তুমি কি তোমার বোনের জন্য এটা পছন্দ কর? ইবনে আউফ (রা.) বলেন, তিনি ফুফু ও খালার কথাও যোগ করেন। সে প্রত্যেক বারই জবাব দেয়: না, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কোরবান করুন। অতপর নবী করীম (সা.)তাঁর হাত যুবকটির বুকের ওপর রেখে বলেন হে আল্লাহ্! আপনি এর বক্ষকে পবিত্র করুন । এর লজ্জাস্থানকে হেফাযাত করুন। এরপর থেকে যুবকটির নিকট এর চেয়ে অর্থাৎ যিনার চেয়ে অন্য আর কিছু এত ঘৃনিত ছিলনা। দায়ীর দাওয়াতের পদ্ধতি সদাসর্বদা উত্তম,সুন্দর ও যুগোপযুগী হতে হবে যেন বৈধ উপকরণের মাধ্যমে অতি সহজভাবে ইসলামকে উপস্থাপন করা যায়। এদিকে ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, হিকমত হল মুমিনের জন্য হারানো মানিকের ন্যায় সে যেখানেই তা পাবে সেখান থেকেই তা আহরণ করবে। তিনি আরো বলেন, তোমরা হিকমত গ্রহণ কর তা যেখান থেকেই আসুক না কেন?

আমরা কি চাই?

উত্তম পদ্বতি তখনই কল্যাণ বয়ে আনতে পারে যখন দায়ীর গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি ভংগি বিরাজ করে সে কি চাই তার উপর। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে সার্বিক ও কাংক্ষিত ফল লাভ সম্ভব হবে। কি চাই? এটা নির্ধারিত থাকলে সময় প্রচেষ্টা ও উপকরণ ঠিক মত কাজে লাগানো সম্ভব। নতুবা প্রতি পদক্ষেপে হোঁচট খেতে হবে। এ বিষয়টির প্রতি আল্লাহ্ ইঙ্গিত করে বলেনঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে"। (সূরা আহযাবঃ৭০-৭১) দায়ীকে অবশ্যই সর্তক দৃষ্টি রাখতে হবে তার প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে তা দাওয়াতের ক্ষেত্রেই হোক বা রাজনীতির ক্ষেত্রে কিংবা ছাত্র আন্দোলন অথবা শ্রমিক সংগঠনের ক্ষেত্রে যে সে এক্ষেত্রে কি অর্জন করতে চায়? হাসান বসরী (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি কাজ করে কোন ধরনের জ্ঞান ছাড়াই সে হল রাস্তা না চিনেই চলা পথিকের মতন। আর উদ্দেশ্যহীন ভাবে কর্মসম্পাদনকারী ব্যক্তি ভালর চেয়ে ক্ষতিই করে বেশী।

www.pathagar.com

ইসলামের দা'য়ী ও তার গ্রহণযোগ্যতা

ইসলামী কর্মকান্ডের সাথে জড়িতদের প্রস্তুতি ও গ্রহণযোগতার ক্ষেত্রে তারতম্য রয়েছে যা লক্ষনীয়। এই পার্থক্য ও তারতম্য সাধারণ ও বিশেষ সবশ্রেণীর মধ্যে রয়েছে। এটি আবার প্রভাব ফেলে তাদের সাংগঠনিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং তাদের সামাজিক কর্মকান্ডে এবং তা সফল হবার ক্ষেত্রে। আমরা এই পার্থক্য ও তার ধরণকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করতে পারি।

প্রথম প্রকার ঃ

এই মানের ভাইদের সব ধরনের প্রস্তুতি আছে, যেমন জ্ঞান, মজবুত ঈমান, কাজের প্রতি আগ্রহ এবং নিষ্ঠা খুব ভালোভাবেই রয়েছে। তাদের গ্রহণযোগ্যতাও রয়েছে। এধরনের যোগ্যতা সম্পন্ন ভাইয়েরাই দাওয়াতের চালিকা শক্তি। যে কোন আন্দোলনে এ মানের জনশক্তির সমাবেশ ঘটলে তার স্থিতি, সাফল্য কাংখিত মানের হবে নিঃসন্দেহে।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ

এই ধরনের ভাইদের মাঝে কিছু প্রস্তুতি যেমন আছে যোগ্যতাও আছে আবার দুর্বলতা এবং পিছুটানও রয়েছে। এদের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা যেমন আছে তেমনি আবার এদের ব্যাপারে কিছু কথাও রয়েছে। এধরনের লোকদেরকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তাদের সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠিয়ে আন্দোলনমুখী করে গড়ে তুলতে হবে। সর্বোপরি এদের দুর্বলতাকে কাটাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

তৃতীয় প্রকার ঃ

এদের না আছে গ্রহণযোগ্যতা, না আছে কোন প্রস্তুতি, এরা চিন্তার ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতায় রয়েছে। এরা আন্দোলনকে তেমন কিছু দিতে পারবে না শুধু মাত্র সমর্থন ছাড়া। এরা নিজেদের গন্ডির মধ্যে থেকে বের হতে চায় না। এদেরকে উন্নত করার চিন্তা বা প্রচেষ্টা করে খুব একটা লাভ হবে না।

এই পার্থক্যের কার্যকারণ ঃ

শ্রেণী বিন্যাসের অনেক কারণ রয়েছে যা গণনা করা সম্ভব নয়। কিছু কারণ হলো স্বভাবগত আবার কিছু হলো বংশগত আর কিছু হলো উপার্জনগত। স্বভাবগত এবং বংশগত বিষয়টি বাদ দিয়ে যদি উপার্জনগত দিকে নজর দেই তাহলে দেখতে পাই যে,

www.pathagar.com

১ম কারণ

আমাদের ভাইদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান খুবই সীমিত। তার কাছে ইসলামের বুঝ বা সমঝ পরিস্কার নয়। এক্ষেত্রে ইসলামের সঠিক ধারণা দিতে হবে। নবী করীম (সা.) বলেন- আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে তিনি দ্বীনের সঠিক সমঝ দান করেন। (মুসলিম)

২য় কারণ

বাস্তব জীবনের সাথে ইসলামের সম্পর্কের ওপর, এ কারণ নির্ভরশীল। হয়তো সে ইসলামকে বুঝে কিন্তু বাস্তবে কর্মে পরিণত করে না। ইসলামের দিকে মানুষকে ডাকে, বাস্তব জীবনে তার উল্টোটি করে। আর এই কারণে তার দ্বারা কল্যাণমূলক কাজ হওয়া খুবই কষ্টকর। সে সর্বদা দুশ্চিন্তা -দুর্ভাবনা ও ভয়ভীতির মধ্যে থাকে। যা থেকে সে বের হয়ে আসতে পারে না। এ ধরনের লোকদেরকে কুরআন শরীফে তিরস্কার করা হয়েছে। বলা হয়েছে "তোমরা কি মানুষকে নেকীর দিকে আহ্বান কর আর নিজেদেরকে সে ব্যাপারে ভুলে যাও অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করছো। আর তোমরা এ ব্যাপারে অজ্ঞ"। (সূরা বাকারা-৪৪)

অন্যত্র বলা হয়েছে, "হে ঈমানদারগণ তোমরা কেন তা বলো যা তোমরা নিজে কর না। এটি আল্লাহর নিকটে অত্যন্ত গর্হিত কাজ যে তোমরা যা বলবে তা নিজেরা করবে না"। (সূরা সফ-২)

৩য় কারণ

এ কারণটি আল্লাহর সাথে এবং দা'য়ীর সাথে সম্পর্কিত। দায়ীর ব্যক্তিত্ব এবং তার পদক্ষেপ ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক হবে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে সোপর্দ করে। আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য সবার সাথে রুহানী সম্পর্ক ছিন্ন করে। এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য সচেষ্ট হয়।

৪র্থ কারণ

আমাদের দায়ী ভাইকে নিজের লোভ-লালসা আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাওয়া পাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার উপর নির্ভর করতে হবে। সে যেন শয়তানের প্ররোচণা থেকে সদাসর্বদা নিজেকে সুরক্ষিত রাখে। মহান আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু" সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে গণ্য কর। তাকে নবী করীম (সা.) এর বাণীও স্মরণ করতে হবে যে 'নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে চলাচল করে"।

www.pathagar.com

দা'য়ীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ

বাস্তবতা হলো আমরা ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকার কারণে আমাদের সমাজ দৃষ্টিভঙ্গি এবং পদক্ষেপ বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য দলগত সংগঠনের থেকে অবশ্যই আলাদা বৈশিষ্ট্যে ধারণ করতে হবে।

দলগত ও মানবিক দিক

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বর্তমানে ইসলামী আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রেই গতানুগতিক আন্দোলনের কলুষতায় কলুষিত। অনেক ক্ষেত্রেই সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইসলামী কর্মকান্ডকে ব্যাপকতার ক্ষেত্রে নিয়ে আসতে বা পরিচালিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। ইসলাম কোন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী নয়। ইসলাম সবার জন্য এবং সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে থাকে। সে মুসলিম অমুসলিম কালো সাদা কারোর মধ্যে পার্থক্য করে না। কল্যাণ ও ভালোর জন্য সবাইকেই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকে কিন্তু গতানুগতিক দলগুলি তাদের সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টি থেকে বের হয়ে আসতে পারে না।

মুসলিম দায়ীকে সবার জন্য কাজ করতে হবে। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের সুমহান আদর্শ সবার নিকট পৌঁছে দিবে। সে এক্ষেত্রে শুধু লক্ষ্য রাখবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি। যেমনটি নবী করীম (সা.) বলেছেনঃ "হে আল্লাহ আপনি যদি আমার উপর ক্রোধান্বিত না হন। তাহলে আমি কোন কিছুতেই পরওয়ানা করি না"। এটি তখন বলেছিলেন যখন কাফেররা তাদের উপর বিভিন্নভাবে চড়াও হচ্ছিল। আর একথাটি মহান আল্লাহ তার বাণীতে এভাবে চিত্রিত করেছেন। "আর আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী জাতি হিসাবে উপস্থাপন করেছি। যেন তোমরা মানুষের উপর সাক্ষ্য হিসাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত কর। আর রাসূল তোমাদের উপরে সাক্ষী হন"।

ইসলামী কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে ইসলামের দু'টি বিষয়ের বৈশিষ্ট্য

১. দায়ীর দৃষ্টি ও উদ্দেশ্য লক্ষ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। যার কারণে সে কখনো লক্ষ্যচ্যুত হয় না। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি রাসূলের নিকটে এসে বললেন হে আল্লাহর রসূল আমার অবস্থান হলো, আমি একদিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি চাই। আবার এর দ্বারা আমি সমাজে আমার অবস্থান তৈরী করে নিতে চাই। রাসূল তার কোন জওয়াব দিলেন না। এ অবস্থায় মহান আল্লাহ নাযিল করলেন "সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে সে যেন নেক আমল এবং তার রবের ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে। (সূরা কাহাফ ঃ ১১০)

www.pathagar.com

২. বাস্তবায়নের মাধ্যম সঠিক ও বৈধ হওয়া। যা ইসলামে দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সামঞ্জস্যশীল। ইসলাম এমন কোন কর্ম মাধ্যমকে সমর্থন করে না, যা অবৈধ। কিন্তু অন্যান্য সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির দলীয় ফোরামগুলো উদ্দেশ্য সিদ্ধি করার জন্য যে কোন অনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পরওয়ানা করে না, তাদের সূত্র হলো উদ্দেশ্য হাসিলে সবকিছুই বৈধ। কিন্তু ইসলাম এটিকে সমর্থন করে না। কারণ ইসলাম মানবতার ধর্ম নৈতিকতার ধর্ম। এখানে অমানবিক অনৈতিক কোন কিছুর স্থান নেই।

আকীদাগত ও ব্যক্তিগত দিক

ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে আকীদার বিষয়টি বিশেষ প্রণীধানযোগ্য ব্যক্তির চাইতে আকীদাহ বড়। এ জন্য ব্যক্তিত্বের জীবাণু যেন ইসলামী আন্দোলনে আক্রান্ত না হয়। এ জন্য ইসলাম তার অনুসারীদের মাঝে আকীদার শক্ত ভিত্তি রচনা করেছে। যে কোন কাজে আকীদার বিষয়টিকে ব্যক্তির উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের পিতা-মাতা ও ভাই বোনদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিও না যদি তারা ঈমানের উপরে কুফরীকে প্রাধান্য দেয়। যে তাদেরকে তোমাদের মধ্যে থেকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে, তারাই হবে জালেম।" (সূরা তওবা ঃ ২৩)

এ জন্য ইসলামে আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না। লক্ষ্য করুণ রাসূলের স্ত্রী উম্মে হাবীবা তিনি তার মুশরিক পিতাকে রাসূলের বিছানায় বসতে দেননি। তিনি তাকে ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, এটা আল্লাহর রসূলের বিছানা আর আপনি মুশরিক অপবিত্র, আপনি আমার পিতা হলেও আপনাকে এখানে বসতে দিতে পারি না রসূলের অনুমতি ছাড়া। আবার দেখুন মুসআব ইবনে উমাইর তিনি তার অমুসলিম মাকে বললেন, যিনি তার ছেলে মোহাম্মদের দ্বীন ত্যাগ না করলে না খেয়ে মারা যাবেন বলে কসম খেয়েছে। তাকে বললেন, আল্লাহর শপথ হে আম্মা আপনার যদি একশতটা জীবন থাকত আর আপনি একটি একটি করে জীবন হারাতে থাকতেন। তবুও আমি মুহাম্মদের দ্বীন ত্যাগ করবো না। এর ফলে তার মা হার মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইসলামের এই দৃষ্টিভঙ্গি, এই আকীদাগত দৃষ্টিভঙ্গি তার অনুসারীদের দাওয়াত ও কর্মক্ষেত্রের উপর প্রভাব ফেলে। এখানে তারা আবেগকে প্রশ্রয় দেয় না। বদরের যুদ্ধে পিতা-পুত্রের বিরুদ্ধে ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে, লড়াই করেছে এই আকীদাগত বিশ্বাসের কারণে। আবু বকর ছিলেন মুসলমানদের আর তার ছেলে আব্দুর রহমান মুশরিকদের দলে। উদবা ইবনে রাবিয়া সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বদরে প্রথম মল্ল যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। আর তার ছেলে ছিল আবু হুযাইফা একজন

www.pathagar.com

মদ্দে মুজাহিদ। যখন তার পিতার লাশকে বদরে একটি গর্তে ফেলা হচ্ছিল। তখন তার দু'চোখ দিয়ে পানি ঝরছিল। রাসূল বললেন, আবু হুযাইফা তোমার চোখে পানি কেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আমি আমার পিতার পরিণতির জন্য কাঁদছি না। আমি কাঁদছি এ জন্য যে, আমার পিতার মতো একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি তার জ্ঞান বুদ্ধিকে ইসলামের বিপক্ষে ব্যবহার করার ফলে কি করুণ পরিণতির সম্মুখীন হল। অথচ সে তার জ্ঞান বুদ্ধিকে ইসলামের পথে ব্যয় করতে পারতো, কল্যাণের পথে নিজেকে ধন্য করতে পারতো।

ব্যক্তি স্বার্থ ও সমতা

ইসলামের আকীদাগত বিশ্বাস হল, সে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করবে। প্রকাশ্যে ও গোপনে, সুখে ও দুঃখে, সর্বাবস্থায় একমাত্র একনিষ্ঠভাবে আল্লাহরওয়াস্তে কাজ করবে। সে আজকে ইবাদত কালকে গাফিলত, আজকে ব্যক্তি স্বার্থ হাসিল কালকে সমাজের জন্য কাজ, এই দর্শনে বিশ্বাস করে না। মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে রাসূল আপনি বলে দিন। হে কাফেরগণ তোমরা যার ইবাদত কর। আমি তার ইবাদত করি না। আর আমি যার ইবাদত করি তোমরা তার ইবাদত করতে প্রস্তুত নও। আমাদের জন্য আমাদের দ্বীন। আর তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম"। একবার উতবা ইবনে রাবিয়া রাসূলের নিকটে এসে টাকা-পয়সা, নারী, রাজত্ব ইত্যাদির লোভ দেখায় যেন রাসূল তার দ্বীনের দাওয়াত থেকে ফিরে আসেন। রাসূল দৃঢ়তার সাথে জওয়াব দেন, "আমি তো তোমাদের টাকা পয়সা সহায় সম্পদ মান সম্মানের জন্য আসি নাই। আল্লাহ্ আমাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমাকে দিয়েছেন মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেই। এবং জাহান্নাম থেকে সতর্ক করি। যদি তোমরা এটিকে কবুল কর। তাহলে ইহকালে পরকালে মঙ্গল পাবে। আর যদি এটাকে প্রত্যাখ্যান কর। তাহলে আমি ধৈর্য ধারণ করে থাকবো। যতক্ষণ না আল্লাহ্ তোমাদের এবং আমাদের মাঝে ফায়সালা করেন"। ইসলামের এই আকীদা বিশ্বাসের প্রভাব মুসলমানদের উপরে সুদূরপ্রসারী তারা সবকিছুতেই বিজয়ে, বিপদে, দুঃখে, কষ্টে, আল্লাহর রহমত ও করুণা পরীক্ষা ও মুসিবত বলেই দৃঢ় বিশ্বাস করে। তাদেরকে শয়তান কোন ক্ষেত্রেই ধোঁকা বা নিরাশায় ফেলতে পারে না। "নিশ্চয়ই আপনার প্রভূ মানুষের উপরে অতীব করুণাময় কিন্তু তাদের অধিকাংশই আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না"।

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলন পূর্ণতা ও ভঙ্গুরতার মাঝে

বিগত অর্ধশতাব্দীর ইসলামী কর্মকান্ডের দিকে নজর দিলে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে এক ভয়াবহ চিত্র। আন্দোলনের যে প্রচেষ্টা হয়েছে তা সব কিছুর পূর্ণতা লাভের পূর্বে অর্থাৎ ইসলামী সমাজ গঠনের পূর্বেই থেমে গেছে। পূর্ণতা লাভে সক্ষম হয়নি। ইসলামী সমাজ গঠন ও নতুন করে ইসলামী জীবন যাপন করতে পারার সুযোগ ও সুস্পষ্ট আশা জাগার পরও কোন একটি দেশেও এই আন্দোলন পূর্ণতা বা সফলতা লাভ করতে সক্ষম হয়নি বা বলা যায় তাকে পূর্ণতা লাভের সুযোগ না দিয়ে, আন্দোলন তথা ইসলামী কর্মকান্ডকে ধুলিস্যাৎ করে দেয়া হয়েছে। অনেক দেশেই ইসলামী আন্দোলন ভয়ানকভাবে পিছিয়ে গেছে অন্যান্য জড়বাদী আন্দোলনের দাপটের কাছে। জড়বাদী চিন্তা ধারার এসব আন্দোলন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসে সাধারণভাবে যুদ্ধ শুরু করে ইসলামের বিরুদ্ধে এবং বিশেষভাবে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে। তাদের প্রধান কাজ ইসলামের কাজকে বাধাগ্রস্ত করা। এ অবস্থা মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশ গুলোতে সবচেয়ে বেশী লক্ষ্যণীয়। এসব দেশে আন্দোলনকে খতম করতে জাহেলী মতাদর্শের লোকেরা খড়গহস্ত।

কারণ অনুসন্ধান

ইসলামী কর্মকান্ডে জড়িত লোকজন এই পরিস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে কেউ কেউ মনে করেন, এটি একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। কেননা ভাল কাজের পরিধি সংকুচিত হয়ে পড়েছে এবং খারাপ কাজের ব্যাপকতা বেড়েছে বিশেষ করে পশ্চিমা অপসংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব বিস্তার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অবস্থা দেখে মনে হয় ইসলাম আখেরী জামানায় অপরিচিত হতে চলেছে। এব্যাপারে তারা রাসূল (সা.) এর হাদীস থেকে উদ্বৃতি দেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন, এমন এক সময় আসবে যখন দ্বীনের ব্যাপারে ধৈর্য্যধারণকারীর অবস্থা হবে তপ্ত অঙ্গারকে হাতের তালুতে ধরে রাখার মত। আরো বর্ণিত হয়েছে, সর্বোত্তম যুগ হল আমার যুগ, এরপর যারা এর পরে আসছে অতঃপর যারা এর পরে আসছে আর শেষেরগুলো হবে নিকৃষ্ট। কেউ কেউ কারণ হিসেবে মনে করেন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটা শুরু হয়েছে ইসলামী খেলাফতের পতনের কারণে। মুসলিম বিশ্ব আজ আন্তর্জাতিক যায়নবাদ ও পরাশক্তির চক্রান্তে পর্যুদস্ত। এরা নৈতিকতা ধ্বংস করতে এবং ইসলামী কর্মকান্ডকে সর্বাত্মকভাবে বাধাদানে তৎপর। এছাড়াও জাতীয়তাবাদ আঞ্চলিকতাবাদের বিষবাস্প ছড়ানোতে তৎপর। আর কেউ কেউ মনে করেন বর্তমান ইসলামী কর্মকান্ড ও আন্দোলন যে প্রযুক্তি ও

www.pathagar.com

কর্মপদ্ধতি ব্যবহার করছে তা বর্তমান জাহেলিয়াতের মোকাবিলায় খুবই অপ্রতুল ও কাংখিত ফলভাবের জন্য যথেষ্ট নয়।

পর্যালোচনা

বর্তমান ইসলামী দাওয়াত পূর্ণতা লাভ ও ক্ষয়িষ্ণুতার কারণ অনুসন্ধান করতে যেসব অভিমত পাওয়া গেছে সেগুলো অবশ্যই কারণ। তবে তা শেষ নয়, আরো কারণ রয়েছে আর সেসব কারণও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করছি।

যারা মনে করেন যে, বর্তমান অবস্থাটা অতি স্বাভাবিক কেননা আজ গোটা দুনিয়া জুড়ে খোদাদ্রোহী শক্তি ও শয়তানেরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। যদিও নবী রাসূলদের যুগে এসব শক্তি ছিল, কিন্তু তারা বর্তমানে যে শক্তির দাপট দেখাচ্ছে তা আগের চেয়ে অনেক বেশী। আর এর ফলে সত্যপন্থীরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, একবার সত্যকে একদিন বলা হয়েছিল, "বাতিলের আক্রমনের সময় কোথায় ছিলেন আপনি? সত্য বলেছিলো আমি বাতিলের মূলোৎপাটন করছিলাম। এটি বাস্তব সত্য যে, বাতিল তখনই জয়যুক্ত হয় যখন সত্যপন্থীরা বিভিন্ন গাফিলতিতে নিমজ্জিত থাকে। তাদের দুর্বলতা বৃদ্ধি পায় এবং সংগ্রামের ময়দান থেকে দূরে থাকে।

এ মতের প্রবক্তারা বিভ্রান্তিতে রয়েছেন। যদি তারা মনে করেন যে, অবস্থা পরিবর্তনের কোন সুযোগ নেই। তাহলে আমাদের মতে তারা ময়দান শত্রুর জন্য ছেড়ে দিচ্ছেন। তাদের মধ্য থেকে উৎসাহ উদ্দীপনা বিদায় নিতে বাধ্য। তারাতো সদাসর্বদা নিরাশাতেই থাকবেন। আর এ কারণে তাদের দ্বারা বা এ মতের প্রবক্তারা কোনদিন ইসলামের বিজয় নিয়ে আসতে পারবে না। কারণ বিজয়ী হতে হলে অব্যাহত সংগ্রাম করতে হবে। জানপ্রাণ দিয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে তাহলেই শান্তি আসবে। এ অর্থে আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে তারা আল্লাহর পথে মরবে এবং মারবে"। (সূরা তওবা-১১০)

কেউ কেউ মনে করেন যে, আমাদের বর্তমান অবস্থা পরিস্থিতির স্বীকার। কারণ বর্তমান দিনকাল ভাল নয়। আমি এ মতের সাথেও ঐক্যমত পোষণ করতে পারছি না। কারণ সময় পরিস্থিতি এসবই আমাদের কর্মকাণ্ড দূরদর্শিতা পরাজয় ব্যর্থতার উপর নির্ভরশীল। যদি আমাদের লক্ষ্য স্থির থাকে, পথ চলা অব্যাহত থাকে, তাহলে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ ত্যাগ বা কোরবাণী দিলে অবশ্যই কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে পারি। রাসূল (সা.) বলেছেনঃ আল্লাহর পণ্য অত্যন্ত দামী আর আল্লাহর পণ্য হচ্ছে জান্নাত। যারা বাতিলের তুফান দেখে মনে করেন যে ইসলামী আন্দোলন শেষ হয়ে যাবে, তাদের এ ধারণা ভুল। বরং এক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা

www.pathagar.com

হলো আমরা পরিস্থিতিকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছি। দাওয়াতকে সর্বত্র পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হয়েছি। এবং বাতিল যেভাবে দ্রুত তার কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত করতে পেরেছে, আমরা তা পারিনি।

তাহলে উপায় কি?

উপায় হচ্ছে আমাদের নিজেদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। আমাদের নেতা ও কর্মীদের মাঝে চিন্তার পার্থক্য রয়েছে। আমাদের মধ্যে আনুগত্যের অভাব রয়েছে। কর্মী ও কর্মী বাহিনীর মধ্যে দায়িত্বানুভূতির অভাব রয়েছে। এসব দুর্বলতা দূর করতে হবে। নিজেদের মধ্যে সীসা ঢালা প্রাচীরের মতো ঐক্য ও মজবুতী গড়ে তুলতে হবে। এই সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে আমাদের দুর্বলতা চিহ্নিত করে সুচিকিৎসার পাশাপাশি সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে হবে।

প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে–

মুসলিম ব্যক্তিত্ব গঠন করা হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ। ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনের নিমিত্তে যদি সুনাগরিক গড়ে না উঠে তাহলে ভালো রাষ্ট্র বা দেশ কিভাবে গঠন হবে? জাহেলিয়াতের সয়লাবকে দলিত মথিত করে এমন মর্দে মুজাহিদ গঠন করতে হবে যারা দুনিয়ার কোন শক্তির কাছে, লোভ-লালসার কাছে, বর্তমানে জাহেলিয়াতের কাছে মাথা নত করবে না। ইসলামী ব্যক্তিত্বের বিশেষ গুণাবলী হলোঃ

১। জাহেলিয়াতের চিন্তা-চেতনা ও কর্ম ইত্যাদি থেকে মুক্ত হতে হবে।

২। ইসলাম ও তার বিধি বিধানকে আঁকড়ে ধরতে হবে। জীবনের লক্ষ্যই হবে ইসলাম। তার চলাফেরা উঠাবসা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করবে ইসলাম।

৩। তার মূল উদ্দেশ্য হবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম বা জিহাদ।

তার জীবন দর্শন হবে ইসলামের জন্য সবকিছু কোরবানী দেওয়া। নিজে ঈমানী জজবা নিয়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অকুতোভয়ে সামনে এগিয়ে যাবে।

৪। প্রশিক্ষণের দাবীঃ প্রশিক্ষণকে ইসলামী মূল্যবোধে উজ্জীবিত করার জন্য এর কিছু আনুষঙ্গিক দাবী বা আকাঙ্ক্ষা প্রয়োজন। একজন মুসলিম মর্দে মুজাহিদ তৈরী করতে গেলে যেসব জিনিস দরকার তাহলো ঃ

প্রথমত ঃ নির্ভুল কর্মসূচি

মুসলিম ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে সঠিক কর্মসূচি প্রণয়ন করা অতীব জরুরী। সঠিক কর্মসূচি না পেলে কর্মীদের সামনে অগ্রসর করা সুকঠিন হয়ে পড়বে। হযরত উমরের সময় মুসলিম বাহিনী মিসর দখল করতে গিয়ে দীর্ঘদিন বাঁধার মুখে পড়ে।

www.pathagar.com

বিজয় আসতে বিলম্ব হয়। তখন হযরত উমর মুসলিম সেনাপতি আমর ইবনে আসের কাছে একটি পত্র লিখেন তাতে উল্লেখ করেন, অতঃপর আমি আশ্চর্য হচ্ছি মিসর বিজয়ে বিলম্ব হওয়ায়। আপনারাতো অনেকদিন ধরে যুদ্ধ করছেন। আমার মনে হয় আপনাদের শত্রুরা যেমন দুনিয়াকে ভালবাসছে, আপনারাও সেরকম দুনিয়ার ভালবাসায় মগ্ন। আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতিকে সাহায্য দিবেন না, যতক্ষণ না তাদের নিয়ত পরিশুদ্ধ হয়। হযরত উমর পারস্যে নিযুক্ত মুসলিম সেনাপতি সা'দ ইবনে মুয়াজের কাছে পত্রে লিখেন, আমি আপনাকে এবং আপনার সাথে যেসব মুসলিম সৈন্য রয়েছে তাদেরকে প্রতিটি অবস্থায়, খোদাভীতি অবলম্বনের নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা খোদাভীতি হলো মুসলমানদের এক অব্যর্থ অস্ত্র। খোদাভীতির দ্বারা শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়া যাবে। আপনারা সব ধরনের পাপ থেকে মুক্ত থাকবেন। কারণ কেউ পাপিষ্ঠ হলে আল্লাহর সাহায্য শত্রুর দিকে চলে যায়। আমরা যদি তাদের মতো পাপ করি। তাহলে তাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য থাকলো কোথায়? তখন তো জনবল ও অস্ত্রবলে অধিকতর শক্তিশালী শত্রুরাই জয়ী হবে। আমরা অস্ত্র বলে বিজয়ী হইনা। বিজয়ী হই ঈমানের বলে।

দ্বিতীয়ত ঃ অনুকরণীয় আদর্শ

এটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কার্যকারণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে সফল করার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষককে শুধু জ্ঞানী গুণী ও ভাল বক্তা হলেই চলবে না। এসবের উপরে দরকার তাকে হতে হবে ইলম অনুযায়ী আলমকারী মুত্তাকী আলেম। যদি তার আমল ইলমের বিপরীত হয়, তাহলে হেদায়াত বাধাগ্রস্ত হতে বাধ্য। তার প্রশিক্ষণের কোন প্রভাব শিক্ষার্থীদের উপর পড়বে না। মালিক ইবনে দিনার বলেন যদি আলেম তার ইলম মতো আমল না করে। তাহলে তার এই ইলেম বা ওয়াজ অন্তঃ করণের উপর পড়বে না। যেমন-পাথরের ভিতরে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে না।

তৃতীয়ত ঃ নেক পরিবেশ

ইসলামী প্রশিক্ষণ সফল হওয়ার ক্ষেত্রে নেক পরিবেশের প্রভাব রয়েছে। ইসলামের কথা আমরা যতই শিক্ষা দেই পাশে যদি অনৈসলামিক পরিবেশ থাকে তাহলে এই শিক্ষা শিক্ষার্থীদের উপর ভাল প্রভাব ফেলতে পারে না। শিক্ষা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নেক পরিবেশ বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরী। কারণ জাহেলিয়াত তার প্রভাব বিস্তারের জন্য সর্বত্র তার থাবাকে বিস্তার করে রেখেছে। এক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষা বা প্রশিক্ষণকে যদি তার থাবা থেকে মুক্ত না রাখতে পারি, তাহলে সব প্রশিক্ষণ

www.pathagar.com

বিফলে যাবে। আমাদের নিম্নোক্ত কিছু বিষয়কে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখতে হবে যে, এসব কারণেই আমাদের অনেক ক্ষেত্রে আন্দোলনের বিপর্যয় ঘটে।

এগুলো আমাদের অনেকের নিকটই সুস্পষ্ট নয় । যেমন ঃ

১। আমাদের সঠিক পথের ব্যাপারটি অনেকের কাছে পরিষ্কার নয় যে, কিভাবে ইসলামী বিপ্লব ও ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবে।

২। সুচিন্তিত পদক্ষেপের অভাব যে যেভাবে পারে সেভাবেই পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ইসলামপন্থীদের মাঝে চিন্তার অনৈক্য অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়।

৩। রাজনৈতিক দূরদর্শিতার বিশেষ অভাবের কারণে দ্রুত সিদ্ধান্ত না নেওয়া। দেখা যায় কোন ক্ষেত্রে যেখানে দ্রুত সিদ্ধান্তে আসা দরকার সেখানেই সিদ্ধান্ত আসে সবার পরে।

৪। রাজনৈতিক কারণে অনেক সময় মূল দাওয়াতের কাজকে এড়িয়ে চলা। মনে রাখতে হবে, আমরা যতই রাজনীতি করি আমাদের মূল কাজ হচ্ছে দাওয়াত ও তাবলীগ।

৫। ইসলামী শাসন বাস্তবায়ন বা গ্রহণের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা প্রণয়ন না করা।

৬। আন্দোলন পরিচালনার জন্য কার্যকর সংগঠনের বিশেষ অভাব আর যে কারণে কিছু প্রশ্ন আসে। যেমন- নেতৃত্ব কি যৌথভাবে না একক? শূরা কি বাধ্যতামূলক না বাধ্যতামূলক নয়? আমাদের কর্মকান্ড গোপনে চলবে না প্রকাশ্যে ইত্যাদি।

৭। সহিংস আক্রমন প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষায় উদাসীনতা। এসব প্রশ্নের জবাব স্পষ্ট হওয়া দরকার। এসবের ভিতরে প্রশ্ন করার সুযোগ থাকলে আমাদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ছড়ানোর সুযোগ থেকে যাবে। ইসলামী আন্দোলকে তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাতে হলে সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করে সর্বশক্তি নিয়োগ করে সামনে অগ্রসর হতে হবে।

সকল মানুষকে পুনরায় আল্লাহর দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে

সব মানুষকে আল্লাহর বান্দা হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। ইসলামী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত সকল ভাইদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আমরা সকল মানুষকে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বে আবদ্ধ করবো। আর এ কাজটি করা ততক্ষণ পর্যন্ত করা সম্ভব হবে না যতক্ষণ না ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসানো যাবে। কারণ মুখের কথায় কোন নিয়ম-নীতি বা দুনিয়া চলে না। সরকারের একটি নির্দেশ সবকিছুকে ওলটপালট করে দিতে পারে। যেমন- ধরুন কোন দেশ স্বাধীন করার সময় দেশের জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ স্বাধীন করলো এদের অধিকাংশ মুসলমান কিন্তু

www.pathagar.com

যেহেতু তারা ইসলামকে সামনে রাখে না, তাই ইসলাম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পৌঁছতে পারেনা। সেখানে আসে জনগণের শাসন বা প্রজাতন্ত্র বা জাতীয়তাবাদী বিধিবিধান।

প্রকৃত সংগ্রামী দার্শনিক নয়

এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার যে, ইসলামী আন্দোলন হলো একটি ঘাঁটি বা ক্যান্টনমেন্টের মতো যেখানে মুসলিম যোদ্ধারা প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে তার সাংস্কৃতিক হউক বা সামাজিক সর্বত্র ঝাঁপিয়ে পড়বে। সেখানে তারা বাতিলের মোকাবিলায় ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করবে। এর জন্য তাদের যা-ই উৎসর্গ করা প্রয়োজন পড়ে করবে। যদি তাদের মধ্যে যোগ্যতা এবং পূর্ণ প্রস্তুতি থাকে তাহলে অবশ্যই বাতিলকে পরাভূত করতে পারবে। সমাজে যা কিছু ঘটে যাচ্ছে তা দার্শনিকের মতো বসে বসে দেখবেনা বা বিবৃতি দিয়ে ক্ষান্ত থাকবে না। বরং ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মর্দে মুজাহিদের মতো এগিয়ে আসবে।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যক্তিত্বকে বিকৃত ও কলুষিত করার অপচেষ্টা

ইসলামী ব্যক্তিত্ব

এটা সবার জানা যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যেভাবে ইসলামী ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল এবং ছিল বর্তমানে আমাদের মাঝে সে ধরনের ব্যক্তিত্ব নেই এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক নেই। এরপরও কিছু ইসলামী ব্যক্তিত্ব রয়েছে। যারা ইসলামকে নিজেদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছেন। যাদেরকে দেখলে নেক বলে মনে হয়। যেমন রাসূল (সা.) বলেছেন, ঈমান কোন কামনা বাসনা বা পোশাক বা পরিচ্ছদের নাম নয়। বরং ঈমান হলো যা অন্তরে গাঁথা হয়েছে এবং বাস্তবে আমলে পরিণত হয়েছে। (আল-হাদীস)

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি ইসলামী রঙে নিজেকে রঞ্জিত করবে সেই হচ্ছে ইসলামী ব্যক্তিত্ব। যাকে দুনিয়া কোন বিভ্রান্তিতে ফেলতে পারবে না। কারণ আল্লাহ বলেনঃ "দুনিয়া হলো ক্ষণস্থায়ী তারা কাজ করবে আখেরাতের জন্য যেটা হচ্ছে চিরস্থায়ী। নিশ্চয়ই দুনিয়ার জীবন খেলতামাশা ও নিজেদের মধ্যে গর্ব অহংকারের বিষয়। ধন-সম্পদ ও ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে। যেমন বৃষ্টি দেখে কৃষকরা আনন্দে লাফিয়ে উঠে। এরপরে দেখা যায় এই বৃষ্টি পড়ে জ্বলন্ত আগুন এসে ধ্বংস করে দেয়। তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি। আর যারা মুমিন তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ক্ষমা। দুনিয়ার জীবনতো ধোঁকা প্রতারণার সামগ্রী।" আমরা লক্ষ্য করে দেখতে পাই যে, ইসলামী ব্যক্তিত্ব বিকৃতির করার কিছু উপমা লক্ষ্য করা যায়। ইসলামী ব্যক্তিত্ব পূর্বে যে রকম ছিল বর্তমানে তেমন নেই। তাদের মধ্যে পরহেজগারীতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। দুনিয়ার প্রতি টান লক্ষ্য করা যায়। দুনিয়াপ্রীতি লক্ষ্য করা যায়।

ইসলামী ব্যক্তিত্বের বিকৃতির উপসর্গসমূহ

এ যুগে ইসলামী ব্যক্তিত্বের বিকৃতির প্রধান উপসর্গগুলো নিম্নরূপ:

সাধারণভাবে পরহেজগারীর দুর্বলতা

প্রাথমিক যুগে ইসলামী ব্যক্তিত্ব ছিল আল্লাহর ভয় ও আল্লাহর স্মরণে প্রবলভাবে উজ্জীবিত এবং নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে সর্বতোভাবে সংযত থাকতে অভ্যস্ত। তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই উক্তির অনুসরণ করতেন, "সন্দেহযুক্ত সবকিছু পরিহার কর এবং সন্দেহমুক্ত জিনিস গ্রহণ কর।" অপর যে হাদীসটি অনুসরণ করতেন তা হলোঃ "বান্দা ততক্ষণ যথার্থ মুত্তাকী হতে পারবে না, যতক্ষণ অবৈধ জিনিস

www.pathagar.com

থেকে পরহেজ করতে গিয়ে সন্দেহযুক্ত জিনিসও বর্জন না করে।" আবুল্লাহ ইবনে দিনার বর্ণনা করেন, একদিন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর সাথে মক্কার দিকে বের হলাম। পথিমধ্যে আমরা এক জায়গায় যাত্রা বিরতি করলাম। সহসা সেখানে পাহাড় থেকে একজন রাখাল তার মেষপালসহ এল। উমর (রা.) তাকে বললেনঃ হে রাখাল, তোমরা পাল থেকে একটা মেষ আমার কাছে বিক্রি কর। সে বললো, আমি একজন ক্রীতদাস মাত্র। তিনি বললেনঃ তোমার মনিবকে বলবে, একটা মেষকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। রাখাল বললো, তাহলে আল্লাহর চোখ ফাকি দিয়ে আমি কোথায় যাবো? তখন উমর (রা.) কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর রাখালকে নিয়ে তার মনিবের কাছে গেলেন এবং তাকে ক্রয় করে স্বাধীন করে দিলেন। তারপর বললেনঃ "তোমার এই উক্তিই তোমাকে দুনিয়ার গোলামী থেকে মুক্ত করলো। আশা করি ওটা তোমাকে আখেরাতের আযাব থেকেও মুক্ত করবে।"

দুনিয়ার লোভ-লালসা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া

আগে একজন মুসলমান দুনিয়াকে একটা মশামাছির সমতুল্যও মনে করতো না। কেননা আল্লাহ বলেছেনঃ "এ পৃথিবী খেল-তামাশা ব্যতীত কিছু নয়...।" আর রাসূ(ল) (সা.) বলেছেনঃ "যার আখেরাতে কোনো বাসস্থান নেই, দুনিয়াতে সে সখের বাসস্থান খোঁজে। আর যার কোনো বুদ্ধি নেই সে এর জন্য সঞ্চয় করে।" বস্তুতঃ দুনিয়ার প্রতি অবজ্ঞাই প্রাথমিক যুগের মুসলমানদেরকে অজেয় বীরে পরিণত করেছিল এবং গোটা পৃথিবীকে তাদের পদানত করেছিল। এজন্য তাদের শত্রুরা বলতো, "মুসলমানরা এমন এক জাতি, যাদের নিকট জীবনের চেয়ে মৃত্যু অধিক প্রিয় এবং দাপট ও জৌলুসের চেয়ে বিনয় ও সহজ জীবন অধিক প্রিয়।"

জীবন ও জীবিকা হারানো ও তা থেকে বঞ্চনার ভীতি

প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা হক কথা বলতে গিয়ে আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করতো না। আল্লাহর কাজে কারো নিন্দা ও সমালোচনার তোয়াক্কা করতো না। সত্য বলতে, সৎকাজের আদেশ দিতে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে জীবন ও জীবিকার ভয়ে পিছপা হতো না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ "তোমাদের কেউ যখন কোনো সত্য উপলব্ধি করতে পারে, তখন সে যেন কেবল মানুষের ভয়ে তা বলা থেকে বিরত না হয়। কেননা এটা তাকে কোনো জীবিকা থেকে বঞ্চিত করবে না এবং মৃত্যু বা মুসিবতেরও নিকটবর্তী করবে না।" "কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে জাপটে ধরবে। সে বলবে, কি ব্যাপার তোমাকে তো আমি চিনি না। তুমি আমাকে জাপটে ধরেছ কেন? সে

www.pathagar.com

বলবে, তুমি দুনিয়ায় আমাকে অন্যায় কাজ করতে দেখতে অথচ নিষেধ করতেনা কেন? জবাব দাও।"

ব্যক্তিত্ব বিকৃতির কারণ সমূহ

১. ত্রুটিপূর্ণ কর্মসূচি

ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠনের সুনিপুণ কর্মসূচির প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরী একটি বিষয়। জ্ঞানের ভিন্নতা ও নির্দেশনার ভিন্নতা প্রশিক্ষণ ও মন-গঠনে বিশেষ মৌলিক ভূমিকা পালন করে। খারাপ নির্বাচন উপকারের পরিবর্তে ক্ষতিকর হতে পারে। নবী করীম (সা.) বলেছেনঃ "জ্ঞানের মধ্যে কতিপয় অজ্ঞতাও রয়েছে।" একথার দিকেই ঈসা (আ.) ইঙ্গিত করে বলেন, "গাছের মধ্যে অধিকাংশ গাছই ফল দেয় কিন্তু অনেক ফলই খাওয়া যায় না। তদ্রুপ অনেক জ্ঞানও উপকারী হয় না।" বর্ণিত আছে যে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট এসে প্রার্থনা করে যেন তাকে জ্ঞানের বিরল বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়া হয়। রাসূল তাকে জিজ্ঞেস করেন জ্ঞানের মূল বিষয়ে তুমি কি করেছো? সে বলল, জ্ঞানের মূল কি? তিনি বললেনঃ তুমি কি মহান প্রভূকে জেনেছো? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন সে ব্যাপারে কি করেছো? সে বলল, আল্লাহ ইচ্ছায় যতটুকু সম্ভব। রাসূল তাকে বললেন, মৃত্যুকে জেনেছো? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ এ ব্যাপারে কি প্রস্তুতি নিয়েছো? সে বলল, আল্লাহর ইচ্ছায় যতটুকু সম্ভব। তিনি বললেন, যাও ঐ ব্যাপারে যথাযথ কর্মসম্পাদন করে তারপর এসো তখন তোমাকে জ্ঞানের বিরল বিষয়ে শিক্ষা দিব।" নবী করীমকে (সা.) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন আমলটি উত্তম? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, মহান আল্লাহর ব্যাপারে জ্ঞান রাখা। বলা হল, আপনি কোন জ্ঞানের কথা বলেন? তিনি বললেন, মহান আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান। তাঁকে বলা হল, আমরা প্রশ্ন করছি আমল সম্পর্কে আর আপনি উত্তর দিচ্ছেন জ্ঞান সম্পর্কে? তখন রাসূল (সা.) বললেন, কম আমলই আল্লাহর জ্ঞান সহকারে উপকারী হবে আর আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে বেশী আমলও উপকারে আসবে না।"

ইমাম গাজ্জালী তাঁর এইয়াউল উলুম গ্রন্থে বলেন, আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান হল অন্ধকারে দেখার জন্য আলো স্বরূপ এবং বান্দার শরীরের শক্তি স্বরূপ। এর দ্বারা দুর্বলতা দূর করে বান্দা নেককার বান্দাদের মর্যাদায় সুউচ্চে পৌঁছে যায়। এই জ্ঞান নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা রোযার সমতুল্য... এর চর্চা করা রাত্রি জেগে ইবাদত করার মত সওয়াবের কাজ। এর দ্বারাই আল্লাহর আনুগত্য করা হয় এবং তাঁর বন্দেগী করা যায়। এই জ্ঞান দ্বারাই তাঁর একত্ববাদের প্রমাণ মেলে এবং তার প্রশংসা করা যায় এং এর দ্বারা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা যায় আর হালাল

www.pathagar.com

হারাম চেনা যায়। এই জ্ঞানই হল আমলের পথ নির্দেশক এ ইলমের দ্বারা ভাগ্যবানরাই উপকৃত হয় আর হতভাগারা বঞ্চিত থাকে।

২. ত্রুটিপূর্ণ উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য সঠিক হওয়া প্রশিক্ষণের কাংক্ষিত ফল লাভের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ কার্যকারণ। যদি ইসলামকে শেখার উদ্দেশ্য হয় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা, অহংকার করা, মানুষকে তাক লাগানো বা চমৎকৃত করা তাহলে কাংক্ষিত ফল লাভ হবে না এবং এই জ্ঞান তার বাহকের জন্য গুনাহের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। নবী করীম (সা.) পানাহ্ চেয়েছেন "এমন অন্তঃকরণ থেকে, যা আল্লাহকে ভয় করে না এবং এমন দু'আ হতে যা শুনা হয় না।" রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমার নিকট যে দিন এমনটি হয় যে, জ্ঞানের দ্বারা আমি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হইনি, সেই দিনের সূর্যোদয়ে কোনই কল্যাণ নেই।" তিনি আরও ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণ করলো, আলেমদের সাথে বিতর্ক করার জন্য, বোকাদেরকে চমক দেখাবার জন্য এবং জনগণকে তার দিকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। তিনি অন্যত্র বলেছেন, যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করবে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে অথবা সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে তালাশ করে তাহলে সে যেন জাহান্নামে নিজের জায়গা ঠিক করে নেয়।

৩. ত্রুটিযুক্ত প্রশিক্ষণ

ইসলামী ব্যক্তিত্বের বিকৃতির পিছনে তৃতীয় কারণ হল উত্তম অনুকরণীয় আদর্শের অভাব এবং ত্রুটিযুক্ত প্রশিক্ষণ।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এটি বিরাট ভুল যে, যে কেউ কিছু ভাল কথা বলতে পারলে বা আলোচনা করতে পারলেই মনে করা হয় যে তিনি বোধ হয় উপযুক্ত প্রশিক্ষক হতে পারবেন এবং তাকে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দেয়া যায়।

প্রশিক্ষণ সফল হবার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় রয়েছে যেগুলো প্রশিক্ষকের ব্যক্তিত্বের মাঝে থাকা অতীব জরুরী। সুতরাং শুধুমাত্র জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, তেমনিভাবে আলোচনা করতে পারাটাই যথেষ্ট হবে না, কেননা আগাগোড়া প্রশিক্ষককে হতে হবে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব যাদেরকে সে শিক্ষা দিবে, তাদের জন্য। আলী ইবনে আবী তালিব (রা.) বলেন, "যে ব্যক্তি নিজেকে লোকদের নেতা হবার জন্য দাঁড় করাবে সে যেন অন্যদেরকে শিক্ষা দেয়ার পূর্বে নিজেই শিক্ষা গ্রহণ করে, নিজের জীবন চরিত্রকে আগে সংশোধন করে নেয় নিজের জিহ্বাকে সংযত করার পূর্বেই। লোকজনকে শিক্ষা দেয়ার পূর্বেই নিজেকে শিক্ষিত ও পরিমার্জিত করতে হবে।" প্রশিক্ষকই জানবেন কিভাবে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন এবং কতটুকু উপদেশ ও পাঠদান করবেন যা তারা শুনবে ও শিখতে

www.pathagar.com

পারবে, তার দায়িত্ব কিন্তু তাদেরকে শুধু শুনানোই নয় যা তারা মুখস্ত করবে বা অজানা বিষয়কে ব্যাখ্যা করে দিবে বরং তার দায়িত্ব হল তাদের অন্তঃকরনে কল্যাণের বীজ বপন করবে যেমন স্বর্ণকার স্বর্ণকে গলিয়ে বিভিন্ন ডিজাইনের অলংকার তৈরী করে।

প্রশিক্ষক বা মুরুব্বী তার বাহ্যিক প্রভাব দ্বারাই প্রভাবিত করবে জিহ্বার প্রভাবের পূর্বেই। ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, (এমন এক সময় আসবে যখন মানুষের অন্তঃকরণের মিষ্টতা লবণাক্ততায় পরিবর্তিত হয়ে যাবে সেদিন আলেমের ইলম কোন উপকারে আসবেনা এবং তার ছাত্রও উপকৃত হবে না। আলেমগণ হবে শুষ্ক ময়দানের মত বৃষ্টি নামলেও সেখানে কোন ফসল উৎপাদন হবে না। এটা হবে সে সময় যখন জ্ঞানবানদের অন্তঃকরণ দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং তারা একে পরকালের ওপর প্রাধান্য দিবে, সে সময় আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তর থেকে হিকমত বা প্রজ্ঞাকে উঠিয়ে নিবেন এবং হেদায়েতের প্রদীপ নিভিয়ে দিবেন। আপনি সে সময়কার কোন আলেমের সাথে দেখা করলে সে আপনাকে বলবে যে, সে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে অথচ তার বাহ্যিক চাল চলনেই ফুটে উঠবে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী ও অবাধ্যতা। সেদিনের বক্তব্য কাজে আসবে না অন্তঃকরণে নম্রতা থাকবে না। সেই আল্লাহর শপথ! যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। এর একমাত্র কারণ হল আলেমগণ জ্ঞান শিখেছেন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে আর ছাত্ররাও শিখছে ভিন্ন উদ্দেশ্য লক্ষ্যে। আল্লাহর সন্তুষ্টি কারো উদ্দেশ্য নয়। মোট কথা ইসলামী আন্দোলন বা সংগঠন যখন কোন সিলেবাস প্রণয়ন করবে, প্রশিক্ষক নিয়োগ দিবে তখন অবশ্যই এমন সব বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। প্রশিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সকলের উদ্দেশ্য লক্ষ্য যেন সঠিক হয়। এদেরকে যথাসম্ভব জাহেলী সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করতে হবে মন-মানসকিতার দিক থেকে যেন তারা ইসলামী ব্যক্তিত্ব নিয়ে জন্মলাভ করতে পারে। এটি ইসলাম চায়।

www.pathagar.com

আমাদের কতিপয় সাংগঠনিক দুর্বলতা

অপরিহার্য শুরা

শুরা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার উপর ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতীতে ও বর্তমানে অনেক লেখক গবেষক এর মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় ভুল ধারণায় পতিত হয়েছেন দীন ও শরীয়তের মূলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শুরার অর্থ বুঝতে। বরং কতিপয় গবেষক শুরা বলতে গণতন্ত্রের সমর্থক বা সংস্থাকে বুঝাতে চেয়েছেন কিন্তু বাস্তবে ইসলামী শুরা কখনো হুবহু গণতন্ত্র নয়। অনেক দিক থেকে শুরা গণতন্ত্র থেকে ভিন্ন ও এর বিরোধী। গণতন্ত্র বা ডেমোক্রেসি গ্রীক শব্দ। এর অর্থ হল জনগণের শাসন ও সর্বময় ক্ষমতা। এতে জনগণ ক্ষমতার উৎস। তারাই আইন প্রণেতা এবং সংবিধান রচনাকারী। আর ইসলামী শুরা হল ব্যক্তি বা বিশেষ গোষ্ঠীর মতামত গ্রহণ করা শরিয়তের কোন বিধানের ব্যাখায় বা প্রয়োগে কিংবা কোন বিষয়ে গবেষণা/ইজতিহাদের ব্যাপারে ইসলামী শরিয়তের আলোকে ও এর সীমারেখার মধ্যে থেকে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় (কায়েদা ও উসূল মেনে)।

ডেমোক্রেসীতে জনগণ নিজেই নিজেদের পরিচালিত করবে নিজেদের তৈরী আইন দ্বারা। ইসলামে জনগণ পরিচালিত হবে নাযিলকৃত বিধানের আলোকে যাকে পরিবর্তন করা বা সংশোধন করা যাবে না কোন অবস্থাতেই। ডেমোক্রেসিতে অধিকাংশের মতামতই কোন বিধান চালু করতে বা রহিত করতে যথেষ্ট তা ভুল বা সঠিক যা-ই হোক না কেন। পক্ষান্তরে শুরাতে শর্ত করা হয়েছে বিষয়টি শরিয়ত সম্মত কিনা। এর পক্ষে জন সমর্থন আছে কিনা তা বিবেচ্য নয়। ইসলামী শুরাতে বিষয়টির মৌলিকত্ব তা কেমন এর ওপর ভিত্তি করে সঠিক দিকে বা প্রান্তে পৌঁছার প্রচেষ্টা। যদিও তা একজন মাত্র লোকই সমর্থন করে থাকে একটি গোষ্ঠীর মধ্যে।

নীতিগতভাবে শুরা ঃ

নীতিগতভাবে শুরা ইসলামী বিধানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। এটি অপরিহার্য ও কুরআনী নির্দেশনার ও নবুওয়তের যুগের বাস্তবায়িত ঐতিহাসিক পন্থা। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আপনি তাদের সাথে কর্মের ব্যাপারে পরামর্শ (শুরা) করুন। যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভরসাকারীদের ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

তিনি অন্যত্র বলেন, "তাদের কর্মকান্ড পরিচালিত হবে নিজেদের মাঝে শুরার (পরামর্শের) ভিত্তিতে।" (সূরা শুরা ঃ ৩৮)

www.pathagar.com

নবী করীম (সা.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, "কোন দল কোন ব্যাপারে শুরায় (পরামর্শে) বসলে অবশ্যই সঠিক পথের দিশা পাবে।" তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি ইস্তে খারা করবে সে লজ্জিত হবেনা, আর যে হিসাব করে চলবে (মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে) সে দারিদ্রতায় পতিত হবে না"। এজন্যই মুসলমানেরা একমত হয়েছে, যে বিষয়ে কুরআন হাদীস থেকে নির্দিষ্ট কোন নির্দেশনা নেই বা স্থায়ী শরয়ী কোন দলীল বা ভিত্তি নেই সে বিষয়টিকে অবহেলা করা যাবে না সে ব্যাপারে শুরা বা পরামর্শ করতে হবে।

ইসলামী শুরা কোন তাত্ত্বিক বিষয় নয়, বরং এটি একটি বাস্তব এবং প্রায়োগিক নীতিমালা যা ইসলামের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।

শুরার প্রয়োগ

ইসলামে শুরা একটি বিধিবিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে নীতিমালা বলে গণ্য হলেও এর প্রয়োগের স্থান ও মাত্রা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। বিষয়টি আলোচনার দাবী রাখে। মতপার্থক্যটি হল শুরা একটি মূলনীতি হলেও কীভাবে তার বাস্তবায়িত হবে যেন এর ফলাফল বাধ্যতামূলক হয়ে থাকে। এ বিষয়টির সঠিক জবাব পেতে হলে আমাদেরকে ইসলামের নেতৃত্বের ধরণ ও পরিচালনার বিষয়টি সর্বপ্রথম বুঝতে হবে, আমীর বা নেতা কি ব্যক্তি না একটি গোষ্ঠী আর নেতৃত্ব কি ব্যক্তিকেন্দ্রিক না গোষ্ঠী কেন্দ্রিক?

ইসলামে নেতৃত্ব হল ব্যক্তি কেন্দ্রিক

ইসলামী বিধানে নেতা হলেন উম্মতের বিষয়াদি পরিচালনার ক্ষেত্রে একক কর্তৃত্বের অধিকারী যদিও তিনি শুরা এবং আলেম ওলামা ও বুদ্ধিজীবীদের মতামত জানতে বাধ্য। কিন্তু তিনি অধিকাংশের মত গ্রহণে বাধ্য নন...।

শুরার সীমানার ব্যাখ্যা অতি স্পষ্ট। এতে নেতার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং তাকেই বৈধতা দেয়া হয়েছে অধিকাংশের দিকে নয় স্পষ্ট বলা হয়েছে, "কর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে আপনি তাদের সাথে পরামর্শ করুন। আর যখন কোন ব্যাপারে আপনি দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন তখন একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করুন"।

ইসলামে নেতৃত্ব ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলতে স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব বুঝায়নি। নেতা যদিও ব্যক্তি হিসাবে নির্দেশ দানের ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু তিনি শরীয়তের বিধি বিধান দ্বারা পরিবেষ্টিত। তিনি শরীয়তের আলোকেই আগে পরে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত ও হুকুম দিবেন। কিন্তু স্বৈরতন্ত্রের ডিক্টেটর তার ইচ্ছা ও মর্জি মোতাবেক নির্দেশ দিয়ে থাকে, তার সামনে কোন বিধি নিষেধ বা নিয়ম-নীতি থাকে না। ইসলামে নেতার অবস্থান হল উম্মতের প্রতিনিধি হিসেবে, তাদের ওপর কর্তৃত্বকারী হিসেবে

www.pathagar.com

নয়। তিনি হলেন আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নকারী, তাদেরকে নিগৃহীতকারী নন। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া বিধি-বিধান উম্মতের পক্ষ থেকে বাস্তবায়ন করবেন, আর এজন্যই তাঁর আনুগত্য করা অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। তিনি যদি শরীয়ত থেকে ও তার সীমারেখা থেকে দূরে চলে যান তাহলে তার আনুগত্য করা যাবে না বরং তার বিরোধীতা করা ও তাকে পদচ্যুত করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

হযরত আবু বকর (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব পাবার পর তাঁর বক্তব্যে বলেন, হে লোক সকল! আমি আপনাদের ওপর দায়িত্বশীল নিযুক্ত হয়েছি আর আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। যদি আমি ভাল করি তাহলে আমাকে সহায়তা করবেন। আর যদি খারাপ করি তাহলে আমাকে শোধরে দিবেন। সত্যবাদীতাই হল আমানতদারী আর মিথ্যা হল খিয়ানত। আপনাদের মধ্যে দুর্বলতম ব্যক্তি হলেন আমার কাছে শক্তিমান, যতক্ষণ না আমি তার হক আদায় করে দেই আর আপনাদের মাঝে শক্তিশালী ব্যক্তিটি আমার নিকট দুর্বল যতক্ষণ না আমি তার থেকে হক আদায় করে নেব। আপনাদেরকে জিহাদে সাড়া দিতে হবে কেননা কোন জাতি জিহাদ পরিত্যাগ করলে আল্লাহ তাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেন। আমি যতক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করব ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমার আনুগত্য করবেন। আর যখন আমি তাঁর না ফরমানী করব তখন আমার ওপর আপনাদের আনুগত্য নেই। নামাযের জন্য দন্ডায়মান হোন আপনাদের ওপর আল্লাহ রহম করুন।"

উমর ইবনে আব্দুল আযীয খিলাফতের দায়িত্ব পাবার পর স্পষ্ট করে বলে দেন যে, তার কাজ হবে রাষ্ট্রে আইনের প্রয়োগ, নতুন কোন আইন রচনা নয়। তিনি বলেন, "হে লোক সকল! কুরআনের পরে আর কোন কিতাব নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) এরপর কোন নবী নেই। আমি আপনাদের মধ্যে কোন উত্তম আইন প্রণেতা বা কাযী নই কিন্তু আমি হলাম বাস্তবায়নকারী। আমি নতুন কিছু করব না আমি শুধু অনুসরণকারী মাত্র। আমি আপনাদের ওপর কোন কঠিন বোঝা চাপাতে আসিনি। জালেম শাসক থেকে পলায়নকারী জালেম বা অবাধ্য নয়...। জেনে রাখুন সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় কোন সৃষ্টির আনুগত্য নয়।"

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নেতার প্রতি বাইয়াত করা হয় এজন্য যে তিনি আল্লাহর কুরআন এবং রাসূল (সা.) এর হাদীস এর নির্দেশনা বাস্তবায়ন করবেন। এর দ্বারাই প্রতীয়মান হয় যে ইসলামে নেতৃত্ব হবে ব্যক্তি কেন্দ্রিক কোন দল বা গোষ্ঠীর হাতে আবদ্ধ নয় বরং তা মুক্ত ও একক।

www.pathagar.com

যৌথ নেতৃত্বের অপকারিতা সমূহ

যৌথ নেতৃত্ব বলতে নির্বাহী ক্ষমতা থাকবে কতিপয় লোকের দ্বারা গঠিত গোষ্ঠী বা লোকের হাতে। যা অধিকাংশ লোক সমর্থন করবে কিংবা কতিপয় লোকের মধ্যে প্রথমে নির্বাহী দায়িত্বশীল কর্তৃক নেতৃত্ব পরিচালিত হবে।

যৌথ নেতৃত্বের পক্ষে যারা মতামত ব্যক্ত করেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল ঃ

১. মুসলিম জামায়াত ব্যক্তি স্বৈরতন্ত্র থেকে হেফাজতে থাকবে।
২. ভুলের পরিমাণ কম হবে ব্যক্তি কেন্দ্রিক নেতৃত্ব হলে (তাদের আশংকায়) ভুলত্রুটি বেশী হবে।
৩. সর্বগুণে গুণান্বিত নেতার অভাব রয়েছে যিনি এই স্পর্শকাতর স্থানে পরিপূর্ণভাবে বসতে ও চালাতে সক্ষম হবেন।

এছাড়া এরা কুরআন হাদীস এবং ঐতিহাসিক কিছু ঘটনাবলীর দ্বারা তাদের মতের স্বপক্ষে দলীল পেশ করার চেষ্টা করে থাকেন যা ইসলামের নেতৃত্বের মূল উদ্দেশ্যের সাথে মোটেই সামঞ্জস্যশীল নয়।

যৌথ নেতৃত্বের খারাপ বা মন্দ হবার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে এটি ইসলাম সম্মত নয় এবং শরীয়তের সাথে এর কোন সংশ্রব নেই। ইতিহাসও একথার সাক্ষ্য বহন করে। এছাড়াও এর অনেক দোষত্রুটি ও ক্ষতিকর বিষয় রয়েছে উদাহরণ স্বরূপ এখানে তার কয়েকটি উল্লেখ করছি ঃ

(ক) যৌথ নেতৃত্বের সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর দিক হল এটি দায়িত্বশীলতাকে ধ্বংস করে দেয় এবং দায়িত্বশীলতা নেতার ঘাড় থেকে একটি গোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেয়।

(খ) ইসলামে নেতার দায়িত্ব কোন গতানুগতিক বা অলংকারপূর্ণ দায়িত্ব নয়। বরং তা হল একটি চালিকা শক্তি যা মুসলিম উম্মাহকে সামনে এগিয়ে নিবে তাদেরকে আগে বাড়াবে পক্ষান্তরে যৌথ নেতৃত্বে দায়িত্ব হয়ে পড়ে গতানুগতিক ও অলংকার স্বরূপ...।

(গ) যৌথ নেতৃত্ব আনুগত্যের ব্যাপারটির সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামে আনুগত্য হল এক ব্যক্তির জন্য তিনি হলেন আমীর বা নেতা এটা কোন গোষ্ঠী বা জামায়াতের জন্য নয়। আর আমীরে অবাধ্যতাই বা কিভাবে আল্লাহর অবাধ্যতা হয়ে দাঁড়াবে যৌথ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে?

(ঘ) যৌথ নেতৃত্বের ক্ষতিকারক দিক হল এটি সময় ও শক্তির অপচয় করে এবং চলার গতিকে স্তব্ধ ও অচল করে দেয়। কেননা ছোট বড় সব ব্যাপারে কোন গোষ্ঠীর মতামতের ওপর নির্ভর করলে কর্মকান্ডে স্থবিরতা আসতে বাধ্য পক্ষান্তরে ব্যক্তি কেন্দ্রিক নেতৃত্বের সুফল হল তিনি তাৎক্ষনিক যেকোন নির্দেশ দানে সক্ষম

www.pathagar.com

যার ফলে অতিসহজেই যে কোন কর্ম সম্পাদন হতে পাওে। মহান আল্লাহই অধিক অবগত।

শুরার ফলাফল বাধ্যতামূলক নয়

আমীর বা নেতার ক্ষমতা ব্যাপক যেমনটি ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি যা ইচ্ছা তাই করবেন। কেউ কেউ এমন ধারণা করতে পারে। এর সঠিক জবাব জানার জন্য আমাদেরকে জানতে হবে এ সম্পর্কিত অভিমত এবং নেতা কিভাবে কাজ করবেন।

এ ব্যাপারে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়ঃ এক. যে বিষয়ে শরীয়তের স্পষ্ট দলিল রয়েছে সে ক্ষেত্রে নেতার কোনই এখতিয়ার নেই তা বাস্তবায়ন করা ছাড়া।

দুই. বিষয়টি শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কিত কিন্তু মতপার্থক্য রযেছে। এক্ষেত্রে নেতার কাজ হবে দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে ফয়সালা করা, তখন তিনি মুজতাহিদ গবেষক এবং আলেমদের অভিমত গ্রহণ করতে পারেন।

তিন. সময়ের প্রয়োজনে জরুরী কোন বিষয়ে যেমন রাজনৈতিক অভিমত বা সিদ্ধান্ত প্রদান করা বা নতুন কোন বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান এক্ষেত্রে নেতা সঠিক দিকটি চিন্তা করে পরামর্শ নিতে পারেন এবং এক্ষেত্রে অধিকাংশের দিকে দৃষ্টি দেয়ার বাধ্যবাধকতা নেই। রাসূল (সা.) বদর প্রান্তরের দিকে বের হয়েছিলেন মদীনা থেকে তখন অধিকাংশ মুসলমানেরা তা পছন্দ করেননি। "তারা সত্যের ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক করছিল তা স্পষ্ট হওয়ার পরও। যেন তারা দেখছিল যে তাদেরকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করা হচ্ছে।" (সূরা আনফাল ঃ ৬) তিনি বদর প্রান্তরে সৈন্যদের অবস্থান পরিবর্তন করেছিলেন হুবাব ইবনে মুনজির এর অভিমত গ্রহণ করে, এক্ষেত্রে তিনি অন্য কারো মতামত গ্রহণ করেননি। তিনি সাদ ইবনে মুয়াযের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে বদরের রণাঙ্গনে নিজের জন্য উচ্চ আসন (যুদ্ধ পরিচালনার জন্য) তৈরী করেছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে হযরত আবুবকরের (রা.) মতামত গ্রহণ করেন।

তিনি আবু লুবাবাকে মদীনার দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেন এবং ইবনে উম্মে মাকতুমকে নামাযের ইমামতির দায়িত্ব অর্পন করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ওহুদের যুদ্ধে মদিনা থেকে বের হয়ে শত্রুদের সাথে মোকাবিলা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন যদিও মুসলমানেরা তাদের পূর্বমত থেকে ফিরে এসেছিল। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে যে বিখ্যাত উক্তি করেন তা হলোঃ "কোন নবীর পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে উম্মতের জন্য যুদ্ধপোষাকে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ না করেই তা খুলে ফেলে।" মুসলমানেরা নবুওতের যুগের পর হতে এ পন্থাকেই অনুসরণ করে চলেছেন। সেনাপতি বা নেতা নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতেন, প্রতিনিধি দল প্রেরণ

www.pathagar.com

করতেন, আঞ্চলিক শাসক নিয়োগ করতেন এবং পদচ্যুত করতেন, সেনাবাহিনী মোতায়েন করতেন, যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন এসবে অধিকাংশের বা কমসংখ্যকের মতামতের ওপর ভিত্তি করে করতেন না। তিনি পরামর্শ বা অভিমত গ্রহণ করে যেটাকে ভাল মনে করতেন সেভাবেই সিদ্ধান্ত নিতেন।

আবুবকর (রা.) সিরিয়ায় সেনা প্রেরণ করেন বড় বড় সাহাবাদের বিরোধীতা সত্ত্বেও এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উমর ফারুক (রা.)। যিনি বলেছিলেন, "আপনি কিভাবে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করছেন? আরবরা তো আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে"। তখন আবু বকর (রা.) বলেন, "আল্লাহর কসম! যদি কুকুররা মদীনার মেয়েদের পায়ের নুপুর নিয়ে খেলা করে তবুও আমি সেই সৈন্য প্রেরণে দ্বিধা করব না যা নবী করীম প্রেরণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।" হযরত আবু বকর (রা.) যখন মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেন তখন তাঁকে উমর (রা.) সহ অন্যান্যরা বলেছিলেন "যদি আরবরা যাকাত দিতে অস্বীকার করে তাহলে আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন।" তিনি বলেছিলেন, আল্লাহর শপথ! যতক্ষণ আমার হাতে তরবারী রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব।" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কাদেরকে সাথে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন? তিনি বলেছিলেন, আমি একাই লড়বো যতক্ষণ না আমার মাথা কাটা পড়ে।

আমরা এখানে ইতিহাসের পাতা থেকে মাত্র গুটিকতক সাক্ষ্য প্রমাণ উল্লেখ করেছি। এ ধরনের অগণিত দলিল প্রমাণ রয়েছে যা দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আমীর বা নেতাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তার হাতেই একক কর্তৃত্ব আর এ পন্থাই সঠিক। তিনি যে কোন ব্যাপারে যথা সময়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে উম্মতের সার্বিক কল্যাণে কর্মকান্ড পরিচালনা করবেন।

নেতৃত্বের গুণাবলী ও আনুগত্যের দর্শন

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- ইসলাম ব্যক্তিকেন্দ্রিক নেতৃত্ব প্রসঙ্গে বলেছে, নেতার আনুগত্য করা, আল্লাহর আনুগত্যের শামিল এবং তাঁর অবাধ্যতা আল্লাহর অবাধ্যতা। যে নেতার এমন মর্যাদা তিনি কেমন হবেন? তিনি সমাজের সবচেয়ে জ্ঞানী, সম্মানী বিশিষ্ট ব্যক্তি হলেই কি শুধু তার আনগত্য করতে হবে? আর তা না হলে বিরোধিতা করা কিংবা যৌথ নেতৃত্ব কায়েম করতে হবে কি? এ ব্যাপারে ইসলাম কি বলে?

এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার। নেতার আনুগত্য করা ওয়াজিব, তিনি যে ধরনেরই হোন না কেন? তিনি সমাজের যত নিম্ন শ্রেণীর লোক হোন না কেন, অধিকাংশের ভোটে তিনি যখন নির্বাচিত হবেন, তার আনুগত্য করতে হবে।

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন ঃ "তোমরা শ্রবণ কর এবং আনুগত্য কর যদিও তোমাদের ওপর কোন হাবশী ক্রীতদাসকে আমীর নিয়োগ করা হয় যার মাথার চুল কিসমিসের দানার মত।" তিনি আরও বলেন, "মুসলমানের রক্ত পরস্পরের জন্য পরিপূরক তাদের একের জিম্মায় অন্যরা অগ্রগামী হবে, তারা অন্যদের ব্যাপারে নিজেরা হবে একতাবদ্ধ হাতের মত।"

ইসলামের ইতিহাসে এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। ওসামা বিন যায়েদকে মুসলিম বাহিনীর সেনানায়ক নিয়োগ এর একটি উত্তম উদাহরণ অথচ সেখানে ছিল তার চেয়ে বয়সে, বিদ্যা-বুদ্ধি ও মান-সম্মানে তার চেয়ে বড় অনেকেই। তার আনুগত্য করতে এসব কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, তার আদেশ মানতে কোন মুসলিম সামান্যও কুণ্ঠিত হননি। আনুগত্য হল ইসলামের জন্য, আনুগত্য ভাল কাজের জন্য এখানে দেখা হবে না নেতার দিকে বরং নজর দেয়া হবে হকের দিকে।

মোট কথা শুরা হল ইসলামী বিধি-বিধানের একটি মৌলিক গুণাবলীর বিষয়। ইসলামী শরীয়তের এটি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্যতম। শুরার প্রয়োজন পড়বে না, শরীয়তের সেসব বিষয়ে যে ব্যাপারে স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ রয়েছে। শুরা হবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বা চিন্তা-গবেষণার বিষয়ে, সে ক্ষেত্রেও নেতা অধিকাংশ বা কমসংখ্যক লোকের মতামতের মধ্যে যা উম্মতের জন্য কল্যাণকর মনে করবেন তাই গ্রহণ করবেন। কারণ ইসলামে নেতৃত্ব হল একক। বলা যায় ব্যক্তির হাতে (আমীরের হাতে) কোন গ্রুপ বা গোষ্ঠীর হাতে নয় যৌথ নেতৃত্বও নয়।

www.pathagar.com

আমাদের কতিপয় ব্যক্তিগত দুর্বলতা সমূহ

দা'য়ীকে সর্বপ্রথম দেখতে হবে নিজের দোষত্রুটির দিকে

মানুষ স্বভাবগতভাবেই ভুল-ত্রুটির সাথে যুক্ত কেননা ভাল ও মন্দের কার্যকারণ সদাসর্বদা তার সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত। সে সব সময় উত্থানপতন ও সঠিক পথে থাকা এবং বক্রতায় পতিত হওয়ার মাঝে রয়েছে কখনো এদিক প্রবল হয় আবার কখনো আরেক দিক প্রবল আকার ধারণ করে। "সেই মুক্তি পেল যে একে পরিশুদ্ধ করল আর সে ব্যর্থ হল যে একে কলুষিত করল"। (সূরা লাইল ঃ ৯-১০) একথার দিকে ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, "অন্তঃকরণের ওপর ফিতনা ভর করে চাটাই বা মাদুরের এক একটি লতার মত। যে অন্তর এর একটি গ্রহণ করবে তাতে একটি কাল দাগ পড়বে আর যে অন্তঃকরণ একে অপছন্দ করবে তাতে একটি সাদা দাগ পড়বে এভাবেই একটি অন্তর সাদা পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। ফিতনা এ অন্তরের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, যতদিন আকাশ জমিন প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর অন্যটি হয়ে যাবে কালো অন্ধকারের ন্যায় যা না বুঝবে ভালকে ভাল হিসেবে আর মন্দকে খারাপ হিসেবে।" মানুষ ততক্ষণ কল্যাণের মধ্যে থাকে যতক্ষণ সে তার ভুল বুঝতে পেরে তা সংশোধনের কাজ করে। কেননা প্রতিটি বনি আদমই ভুলকারী আর উত্তম ভুলকারী হল তাওবাকারী। কিন্তু যাদের মধ্যে ভুলের ব্যাপারে কোনই অনুভূতি নেই আমরা এখানে তাদের ব্যাপারে কোন আলোচনা করতে চাইনা ... এটা সাধারণ লোকজনের ক্ষেত্রে। কিন্তু বিশেষ লোকদের ক্ষেত্রে তারা যেন নিজেদের সংশোধনের বিষয়ের প্রতি শুধুমাত্র খেয়াল না রাখেন বরং নিজেদের দোষত্রুটি খুঁজে বের করেন, গুনাহ থেকে নিজেদের পবিত্র করে মহান প্রভুর সাথে সম্পর্ক গভীর করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন যেন তাঁর ও নিজের মধ্যে কোন আড়াল বা অন্তরায় না থাকে।

এটিই ছিল প্রথম যুগের সেরা মানুষদের অবস্থা যারা পরকালের পথ চিনেছিলেন এবং সেই লম্বা পথের পাথেয় সংগ্রহ করেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর। আর উত্তম পাথেয় হল আল্লাহ ভীতি (তাকওয়া)। হে জ্ঞানবানরা! তোমরা আমাকেই ভয় কর।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৭)

একজন দীনের দা'য়ীকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে নিজের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে, গুনাহ থেকে মুক্ত হতে হবে যেন সে লোকদের জন্য হেদায়েত দানকারী এবং উত্তম অনুকরণীয় আদর্শবান হতে পারে। কোন ছোটখাট ত্রুটিকেও যেন অবজ্ঞা না করা হয়। কেননা ছোটখাট পাপের পথ ধরেই বড় পাপে পড়ে মানুষ। গুনাহ কে তুচ্ছজ্ঞান করলে গুনাহতে লিপ্ত হবার সমূহ আশংকা থাকে আর নিষিদ্ধ এলাকার

www.pathagar.com

পাশে ঘুরাফেরা করলে তাতে পতিত হবার আশংকা রয়েছে। দোষক্রটি জানার অনেক মাধ্যম রয়েছে তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলঃ

প্রথমত ঃ আমলকারী আলেম ও সৎ দা'য়ীদের মজলিসে বসার জন্য আপ্রান চেষ্টা করতে হবে এবং তাদের সাথে চলে নিজের গোপন দোষক্রটির ব্যাপারে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করে নিজেকে সংশোধন করতে হবে। এ পথের অনুসরণ করার ব্যাপারে নবী করীম (সা.) থেকে অনেকগুলো হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যখন তোমরা জান্নাতের টুকরার পাশ দিয়ে যাবে তখন তা থেকে কিছু আরোহন করে নিও। তারা বললেন জান্নাতের বাগিচা কোনটি? তিনি বললেন, ইলমের মজলিস।" আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, লোকমান হাকীম তার ছেলেকে বলেন, হে বৎস! তুমি আলেম ওলামাদের মজলিসে বসবে, জ্ঞানীদের নিকট থেকে হিকমতের কথা শুনবে। মহান আল্লাহ হিকমতের আলোতে মৃত অন্তরকে পুনর্জীবিত করেন যেমন বৃষ্টির পানিতে মাটি পুনর্জীবিত হয়ে থাকে।"

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। বলা হয়, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কোন মজলিস সবচেয়ে কল্যাণকর? তিনি বললেন, "যাদের দেখলে তোমাদের আল্লাহকে স্মরণ হবে, যাদের কথা তোমাদের জ্ঞানের পরিধিকে বৃদ্ধি করবে এবং যার আমল তোমাদেরকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে।"

দ্বিতীয় ঃ একজন দীনদার পরহেজগার, সত্যবাদী ভাইকে সাথী বানিয়ে নিবে যে তাকে তার ভুল ধরিয়ে দিবে, বিপদে সাহায্য করবে, ভুলে গেলে স্মরণ করিয়ে দিবে। আর এটি হল ইসলামী ভ্রাতৃত্বেরই বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন, "তুমি কেবল দীনদার ব্যক্তির সঙ্গ গ্রহণ করবে, আর তোমার খাবার যেন খোদাভীরু লোকেই কেবল খায়।" হযরত উমর ফারুক (রা.) এর মর্যাদা অনেক বেশী এবং তিনি এ দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের অন্যতম। এরপরও তিনি সর্বদা বলতেন, "আল্লাহ সেই ব্যক্তির ওপর রহম করুন যে আমার ভুল ধরিয়ে দেয়।" তিনি রাসূলের (সা.) গোপন তথ্য জানা বিশিষ্ট সাহাবী হুজায়ফা (রা.) কে জিজ্ঞেস করতেন, রাসূল (সা.) কি আমার নাম মুনাফিকদের নামের তালিকায় বলেছেন বা আমার মাঝে কি মুনাফেকীর কোন কিছু রয়েছে।"

তৃতীয়ত ঃ অন্যের দোষ দেখে নিজের দোষ-ক্রটি জেনে তা দূর করবে। লোকদের মধ্যে যা কিছু খারাপ দেখবে নিজেকে তা থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) কে বলা হয়েছিল, আপনাকে কে আদব-কায়দা (শিষ্টাচার) শিক্ষা

www.pathagar.com

দিয়েছে? তিনি বলেন, কেউ শিক্ষা দেয়নি। আমি অজ্ঞের অজ্ঞতার কদর্যতা দেখে তা থেকে নিজেকে দূরে রেখেছি।"

এ হল একজন দা'য়ীর নিজের দোষক্রটি জানার মাধ্যম, নিজের দুর্বলতা চিহ্নিত করার কৌশল। এরপর আসবে কাজের পালা, নিজেকে সংশোধনের দোষক্রটির চিকিৎসা কার্যক্রম গুনাহ থেকে মুক্ত হবার ও দোষক্রটির চিকিৎসার একটি মাত্র পথ তা হল প্রথমেই খালেস নিয়তে তাওবা করতে হবে এবং গোপন প্রকাশ্য সব ধরণের পাপ থেকে দূরে থাকতে হবে। এমনকি শরীয়তের সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকেও বেঁচে থাকতে হবে। রাসূলের (সা.) এই বাণীর ওপর আমল করেঃ "যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত কাজ থেকে বেঁচে থাকল সে তার দীনকে, ইজ্জতকে মুক্ত রাখল। আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়ে লিপ্ত হল সে হারামে লিপ্ত হল।" দা'য়ী ভাইকে সদাসর্বদা চিন্তা করতে যেন সবসময় আল্লাহর আনুগত্যের মাঝে নফল ইবাদতের মাঝে নিমগ্ন রাখে বিশেষ করে রাতে তাহাজ্জুদ নামাযে দাঁড়ায়।" আর রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়ুন এটি আপনার জন্য নফল (অতিরিক্ত) স্বরূপ। আশা করা যায় আপনার রব আপনাকে মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) প্রেরণ করবেন।" (সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৭৯) ইবরাহীম ইবনে আদহামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, পরহেজগারীতা কিভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করবে? তিনি বলেন, তুমি সকল মানুষকে সমান মনে করবে। নিজের গুনাহর কথা স্মরণ করে অন্যের দোষখোঁজা থেকে বিরত থাকবে। তোমাকে নিমগ্ন অন্তর নিয়ে ভাল কথা বলতে হবে মহা পরাক্রান্ত আল্লাহর কাছে। তুমি তোমার গুনাহর ব্যাপারে চিন্তা কর এবং তোমার প্রভুর কাছে তাওবা কর তাহলেই তোমার অন্তঃকরণে পরহেজগারীতা স্থায়ী হবে। আর কোন চাওয়া-পাওয়া ও লোভ-লালসা একমাত্র আল্লাহর কাছেই করবে।"

ইবাদতের কল্যাণকর দিকই হল তা মানুষকে পরিশুদ্ধ করে পূর্ণতার দরজায় পৌঁছে দেয় এবং রবের নৈকট্যলাভ হয়। এ অর্থই ব্যক্ত হয়েছে কুরআনের এ আয়াতে "নিশ্চয় নামায অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আনকাবুত ঃ ৩৯) নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, "যদি তোমাদের কারো বাড়ীর কাছে নদী থাকে যাতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে? তারা বললেন, না, কোন ময়লা থাকতে পারে না। তিনি বললেন এভাবেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায। আল্লাহপাক এর দ্বারা গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।"

আমরা মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করি তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর আনুগত্য করার তাওফীক দান করেন এবং আমাদেরকে গুনাহ থেকে হেফাযত করেন। আর আমাদের সেই সব লোকদের মধ্যে শামিল করেন যারা কুরআন-হাদীসের উপর উত্তম আমল করেন।

www.pathagar.com

ইসলামের দা'য়ী ও অহংকারের ব্যাধি

ইসলামের দা'য়ীদেরকে শয়তান বেশী বেশী বিভ্রান্ত করার জন্য সদা তৎপর অন্যান্য লোকদের তুলনায়। কারণ সাধারণ লোকজন তো শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে তার অনুসারী হয়ে পড়েছে। "সে তাদেরকে ওয়াদা দেয় এবং লোভ লালসায় মোহাবিষ্ট করে। আর শয়তান তো তাদেরকে যে ওয়াদা দেয় তা ধাপ্পাবাজি বৈ কিছু নয়।" (সূরা নিসা ঃ ১২০)

দা'য়ীরা সাধারণ লোকজন থেকে তুলনামূলকভাবে অন্তরের ব্যাধিতে বেশী বেশী আক্রান্ত হয়। কারণ তাদের অন্তঃকরণতো মরে গেছে এবং তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। "আল্লাহ তাদের অন্তরে, চোখের ওপরে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং কানের ওপরে রয়েছে পর্দা। আর তাদের জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি"। (সূরা বাকারা ঃ ৭) আর একারণেই দা'য়ীর জন্য ক্ষতিকর বিষয়ে সদাসর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যেন শয়তান তাকে গোমরাহীর পথে না নিয়ে যেতে পারে সে যেন এ থেকে বাঁচার উপকরণ গ্রহণ করে। তাকে এসব স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য আমার এ লেখনি। মহান আল্লাহ বলেন, "আর আপনি স্মরণ করিয়ে দিন। কেননা সৎ উপদেশে মুমিনরা উপকৃত হবেন।" (সূরা যারিয়াত ঃ ৫৫)

অহংকার

ইসলামের দা'য়ীদের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক ও কঠিন ব্যাধি হল অহংকার। দা'য়ী যেসব ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে সেখানে এই ব্যাধি বৃদ্ধি পাবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এজন্য রাসূল (সা.) যিনি ছিলেন সর্বোত্তম বিনয়ী মানুষ বেশীর ভাগ সময়েই দু'আ করে বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অহংকার থেকে পানাহ চাই।" কুরআন মজীদে অনেক স্থানে ইবলিস শয়তানের ঘটনা উল্লেখ করে তার অহংকারের ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে যার কারণে তাকে অপমানিত লাঞ্ছিত করে দুনিয়ায় নামিয়ে দেয়া হয়ে। সে যখন বলেছিল, "আমি আদমের চেয়ে উত্তম। তাকে মাটি থেকে তৈরী করেছেন আর আমাকে তৈরী করেছেন আগুন থেকে।" (সূরা আরাফ ঃ ১২)

অহংকারের কারণ–

দা'য়ীর জন্য অহংকার যেমন এক মারাত্মক ব্যাধি তেমনি এর কারণও অনেক তার মধ্যে রয়েছে ঃ

ইলমের ধোকা

দা'য়ীর নিজের ইলম বা জ্ঞানের ব্যাপারে ধোঁকায় পড়া। দা'য়ী এই রোগজীবাণু দ্বারা সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হতে পারেন, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, বক্তৃতা, শিক্ষাদান এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন সার্টিফিকেট ও ডিগ্রী অর্জন যা মানুষকে খ্যাতি ও যশ এনে

www.pathagar.com

দিতে পারে বা মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। এসব তার মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করতে পারে। নবী করীম (সা.) এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এই বলে, "যে ব্যক্তি জ্ঞান শিক্ষা করল আলেমদের সাথে বিতর্ক করার জন্য, সাধারণকে চমক দেখাবার জন্য এবং লোকদের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট করার জন্য আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।" অতএব দা'য়ীকে সতর্ক থাকতে হবে যেন এই ব্যাধি তাকে আক্রমণ করতে না পারে। মহান আল্লাহ্ তাকে যে জ্ঞান দান করেছেন তার দ্বারা তিনি মানুষকে হেদায়েতের বক্তব্য ও আলোচনা পেশ করতে পারছেন আল্লাহর দরগাহে শুকরিয়া আদায় করবে। "যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহলে নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দিব আর যদি কুফরী কর (অকৃতজ্ঞ হও) জেনে রেখ আমার শাস্তি বড়ই কঠিন। (সূরা ইবরাহীম ঃ ৭)

আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের আলামতের অন্যতম হল নিজের মধ্যে আল্লাহ ভীতি বৃদ্ধি পাওয়া এবং তাঁর আনুগত্যের পানে ধাবিত হওয়া, তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা এবং তার নিকটে বিনয়ী ও নম্র হওয়া। প্রতিটি আলোচনা বা, লিখনী কিংবা বক্তব্যের পর আত্মসমালোচনা করা যে তার মধ্যে অহংকারের কোন বীজ অংকুরিত হল কিনা। তাকে স্মরণ করতে হবে যে আল্লাহ তা'আলা সেই আমলই কবুল করবেন যা একমাত্র খালেসভাবে তাঁরই উদ্দেশ্যে করা হবে। মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীর জবানীতে বলে, "অহংকার হল আমার চাদর আর বড়ত্ব হল আমার পরিধেয় বস্ত্র। যে ব্যক্তি এনিয়ে আমার সাথে টানাটানি করবে আমি তাকে ধ্বংস করব।"

দীনদারীর ধোঁকা

আরেক ধরনের ধোঁকা রয়েছে দা'য়ীর জন্য যার নাম হল দীনদারী। এতে সেসব লোকই বেশী আক্রান্ত হয় যারা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে থাকে। এর দ্বারা সেসব লোকও আক্রান্ত হয় যাদের মাঝে দীনের প্রবৃদ্ধি ও প্রস্তুতির বিকাশ স্বাভাবিকভাবে ঘটেনি বা যারা স্বাভাবিকভাবে পর্যায়ক্রমে দীনের প্র্যাকটিস করেন না। ইসলাম মানুষকে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বনের জন্য উৎসাহিত করেছে। বাড়াবাড়ি না করার জন্য রাসূল (সা.) অনেক হাদীসে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "যে কেউ এই দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে সে ভেঙ্গে পড়বে"। অন্যত্র বলেন, "দ্বীনের কার্যক্রম সঠিকভাবে আঞ্জাম দেয়া এক কঠিন কাজ। সুতরাং তোমরা নম্রতার সাথে অবিচলভাবে তা আঞ্জাম দিয়ে যাবে।" অন্য হাদীসে তিনি বলেন, "সাবধান! বাড়াবাড়িকারীরা ধ্বংস হল।" এসবের উদ্দেশ্য হল শয়তানের চোরাগলির পথ রুদ্ধ করে দেয়া। আর একারণেই আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় আমল হল যা সর্বদা (নিয়মিত) করা হয় যদিও তা পরিমানে কম হয়।

www.pathagar.com

সঠিক দ্বীনদারী হল নিজেকে পরিশুদ্ধ (তাজাকিয়াতুন নাফস) করার কার্যকারণ। যার দ্বারা দ্বীনদার ব্যক্তি কামলিয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারে, ইবাদতের দিক দিয়ে কামলিয়াতে পৌছতে পারে এবং মানবিক লোভলালসা থেকে মুক্ত হতে পারে। এজন্য দা'য়ীকে চিন্তা করতে হবে যেন তার সব কাজকর্ম একমাত্র খালেস ভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সম্পাদন হয়, তা দ্বীনদারী যেন তার মধ্যে বিনয়ী ভাবের প্রবৃদ্ধি ঘটায় এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। বর্ণিত হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে একলোক ছিল যার অপকর্মের কারণে তার নাম হয়েছিল বনী ইসরাঈলের বদকার। পক্ষান্তরে আরেকজন ছিল যার ইবাদতের কারণে নাম হয়েছিল বনী ইসরাঈলের আবেদ। তার মাথার ওপর রোদের সময় মেঘ ছায়া করে রাখত। বদকার সেখান দিয়ে যাবার সময় মনে মনে বলল, আমি হলাম বনী ইসরাঈলের নিকৃষ্ট লোক আর এ হল উত্তম আবেদ লোক। যদি আমি তার নিকটে গিয়ে কিছুক্ষণ বসি তাহলে যদি দয়াবান আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেন এই মনে করে সে আবেদের ওখানে বসে পড়ে। আবেদ মনে মনে বলেন, আমি হলাম বনী ইসরাঈলের আবেদ আর এ হল আমাদের মধ্যে বদকার লোক। সে কিভাবে আমার এখানে বসতে পারে? এই মনে করে সে তার দিক থেকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং তাকে বলল তুমি আমার এখান থেকে চলে যাও। তখন মহান আল্লাহ সে সময়কার নবীর নিকট ওহী প্রেরণ করেন, "যাও তুমি তাদের দুই জনকে নতুন করে আমল শুরু করতে বল। আমি বদকারকে ক্ষমা করে দিয়েছি, আর আবেদের আমলকে নষ্ট করে দিয়েছি এবং আবেদের ওপর থেকে মেঘখন্ড সরিয়ে নিয়ে তা বদকারের ওপর দিয়ে দিয়েছি"।

ব্যক্তিত্বের ধোঁকা

এখানে আরেক ধরনের ধোঁকা রয়েছে যাকে ব্যক্তিত্বের ধোকা বলা যায় তা করে মানুষ নিজেকে নিয়ে। নিজের পোশাক আশাক,চেহারা সুরত ইত্যাদি নিয়ে অহংকার-গর্ব করে বা এধরনের বিষয়নিয়ে আত্মঅহংকার বোধ করে থাকে। সুন্দর বাড়ি সুঠাম গঠন দেহের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক, বিরাট পাগড়ী, সেরওয়ানী, জুব্বা বা এধরনের বাহ্যিক বিষয়াদি নিয়ে শয়তান খেলা করে মনের মাঝে অহংকার সৃষ্টি করে বিশেষ করে অন্যরা যদি এ নিয়ে তার তারিফ বা প্রশংসা করে। আর এখানেই রাসূলের (সা.) সেই বাণী প্রযোজ্য তুমি তোমার ভাইয়ের পিঠ ভেঙ্গে দিলে।

এখানে দায়ী ভাইদের খেয়াল রাখতে হবে যে, বাহ্যিক বিষয়াদি অভ্যন্তরীণ বিষয়ের ওপর কোন প্রভাব ফেলেনা। মূলত এসব হল মূল্যহীন। রাসূলুল্লাহ (সা.)

www.pathagar.com

সত্যিকারই বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও ধনসম্পদের দিকে দৃষ্টি দিবেন না। কিন্তু তিনি দেখবেন তোমাদের আমল ও নিয়তের দিকে"। (মুসলিম) কতইনা উত্তম হয় যদি বাহ্যিক সুন্দরের সাথে সাথে অভ্যন্তরীন সৌন্দর্যও উত্তম ও ভাল হয়। দায়ীকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে যেন শয়তান তার বাহ্যিক বিষয়ে তাকে ধোকায় ফেলতে না পারে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারার দিকে চেয়ে অহংকার আসলে সাথে সাথে মনে করতে হবে, এটা শয়তানের চক্রান্ত অসওয়াসা দায়ীকে চিন্তা করতে হবে, এই শরীরে চামড়ার নিচে কি রয়েছে? সেখানেতো রয়েছে রক্ত হাড় হাড্ডি পেটের মধ্যে নাড়ি ভুড়ি পোকা কৃমি, পায়খানা আবর্জনা ইত্যাদি নোংরা অপবিত্র জিনিস, তা হলে কেন এত অহংকার, কিসের এত বড়াই? মানুষ ধ্বংস হোক সে কত অকৃতজ্ঞ তিনি তাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে সুপরিমিত করেছেন। অতঃপর তার পথ সহজ করেছেন। অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান ও কবরস্থ করেন তাকে। এরপর যখন ইচ্ছা করবেন তখন তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। সে কৃতজ্ঞ হয়নি, তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন সে তা পূর্ণ করেনি। (সূরা আবাসাঃ১৭-২২) এরপর আরো একটু পিছনে গিয়ে চিন্তা করে দেখতে হবে এইতো কিছু দিন পূর্বেও সে ছিল রক্তপিন্ড। এরপর আল্লাহ এতে তার মাংস-পেশী, হাড়-গোড়, অন্তঃকরণ, চোখ-কান ইত্যাদি দিয়ে তাকে মানুষ হিসাবে কোন পথে ও প্রক্রিয়ায় তাকে ভূমিষ্ট করালেন? চিন্তা করতে হবে আর বুঝতে হবে এই হাড় মাংসের শরীরের তেমন মূল্য নেই যেমন মূল্য আছে নৈতিকতার অন্তর পরিশুদ্ধকরণের এবং মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে বেঁচে থাকার।

দায়ীর আল্লাহর আনুগত্যকরণ

দা'য়ীর সদাসর্বদা এমন কাজ করতে হবে যা তার নফসকেও সঠিক করে। সে যেন নফসের পর্যবেক্ষণে কোন রকমের গাফিলতি বা শৈথিল্য না দেখায়। কেননা শয়তান ও নাফসে আম্মারা তাকে ওয়াসওয়াসা দিতে সদা তৎপর যা গণনা করে শেষ করা যাবেনা। বুদ্ধিমান সেই যে মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে যায়। আর আহাম্মক হল সেই ব্যক্তি যে প্রবৃত্তির অনুসরন করে আর আল্লাহর কাছে বন্দী থাকে। এ অর্থেই হযরত উমর (রা.) এর এই ওসিয়াত ঃ নিজেদের হিসাব কর, (আল্লাহর কাছে) হিসাব দেয়ার পূর্বেই, একে পরিমাপ কর তাকে মাপার আগেই। আর মহাবিচারের পূর্বেই তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। দায়ীর চারিপাশে জাহেলিয়াতের ছড়াছড়ি ও চাপ রয়েছে সে নিজেকে একাকী বোধ করবে, সমাজে নিজেকে একঘরে মনে হবে যেন সবাই তার থেকে বয়কট করেছে। বর্তমান সভ্যতার অধিকাংশ উপকরণই তার চরিত্র বিধ্বংসী, অশ্লীলতা ও ফাহেশা প্রচার

www.pathagar.com

প্রসারে লিপ্ত। এজন্য তাকে এসব পঙ্কিলতা ও তার জীবাণু হতে যেন নিজের নফসকে হেফাজত করে। জাহেলিয়াতের বিধ্বংসী আঘাত থেকে নিজেকে হেফাজত করতে হবে। তাকে এজন্য বিভিন্নভাবে নিজের আত্মসমালোচনা করে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এব্যাপারে আমাদের প্রস্তাবনা হলঃ

১. রাত্রি জাগরণ (কিয়ামুল লাইল) হল ঈমানী শক্তি উৎপাদনকারী এক পরিক্ষিত আমল । এটি যেন না ছুটে যায়। এব্যাপারেই মহান আল্লাহর এ বাণীর ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়ঃ "নিশ্চয় ইবাদতের জন্য রাত্রিতে উঠা প্রবৃত্তি দমনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূলে," (মুজাম্মিল ঃ ৬) আপনি কি রাত্রে নফল ইবাদতের জন্য উঠেছেন যেন মহান আল্লাহ আপনাকে প্রশংসিত স্থানে উঠাতে পারেন? নাকি আপনি ছিলেন গাফেল ঘুমন্তদের অন্তর্ভূক্ত? সে সময় যখন রাতের শেষ তৃতীয়ংশে মহান প্রভূ দুনিয়ার আসমানে নেমে এসে ডাক দিতে থাকেন, কেউ কি ক্ষমা প্রার্থনা করছ, আমি তাকে ক্ষমা করি, কে আমাকে ডাকছে তার ডাকে আমি সাড়া দিব। কে আমার কাছে প্রাথনা করছে, আমি তাকে দান করি।

এর পর চিন্তা করুন আপনি সেই লোকদের দলে কিনা যারা রাতে খুব কমই ঘুমায়। যে ব্যক্তি রাতের প্রান্তে উঠে দাড়িয়ে ইবাদতে মগ্ন থাকে পরকালে ভয় করে আর তার প্রভূর রহমতের আশা করে। বলুন কখনো কি সমান হতে পারে যারা জানে আর যারা জানে না। জ্ঞানীরাই (আল্লাহকে) স্মরন করে থাকে।

সালমান ফারসী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন তোমরা কিয়ামুল লাইল (রাতে জেগে ইবাদত) করবে। কেননা এটি তোমাদের পূর্বেকার নেককার লোকদের অভ্যাস, তোমাদের প্রভূর নৈকট্য লাভকারী গুনাহ মাফকারী. ভুলের প্রায়শ্চিতকারী এবং শরীর থেকে রোগব্যাধি তাড়াবার হাতুড়ী স্বরূপ। (হাকেম)

হে ভাই আপনি কি জানেন যে রাতদিন আল্লাহর ফিরিশতারা আমাদের পর্যবেক্ষণ করেছেন তারা ফজর ও আসর নামাযের সময় একাত্রিত হয়। অতঃপর তারা আসমানে চলে যায় তখন আল্লাহ তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন তিনি তাদের অবস্থা ভালভাবেই অবগত, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কিভাবে ছেড়ে এলে? তখন তারা বলবেন, ছেড়ে এলাম তখন তারা নামায পড়ছিল এবং যখন গিয়াছিলাম তখন তারা নামায পড়ছিল। আপনি কি ফযরের নামায জামায়াতের সাথে আদায় করেছেন তাহলে আপনি সেই লোকদের দলভুক্ত হলেন যাদের ব্যাপারে নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি ফযরের নামায আদায় করল সে আল্লাহর জিম্মাদারীতে চলে গেল সুতরাং হে আদম সন্তান যেন আল্লাহ তার জিম্মা সম্পর্কে তোমাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করেন।"

www.pathagar.com

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, "মুনাফিকদের নিকট সবচেয়ে কঠিন নামায হল ফজর ও এশার নামায। যদি তারা এর মর্যাদা জানতো তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসতো। আমার ইচ্ছা হয় যে আমি নামাযের আদেশ দেই এবং একজনকে নামাযে ইমামতি করতে বলি এরপর আমি কিছু লোক নিয়ে যাই, যাদের সাথে কাঠের লাকড়ির বোঝা থাকবে যারা নামাযে হাজির হয়নি তাদের ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়।" (বুখারী, মুসলিম)

হে ভাই দৈনিক আপনার অন্তঃকরণকে কুরআনের অমীয় সুধা পান করানো অতীব জরুরী কেননা এর দ্বারা মন তরতাজা হয় ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। আর মুমিনদের অন্তঃকরণই হল তরতাজা যা কুরআনের জন্য উন্মুখ ও উন্মুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় মুমিন তারাই যাদের অন্তঃকরণ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহর স্মরণ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়....।(সূরা আনফালঃ ২) আপনি কি ফজর নামাযের পর নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করেন। নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে আপনার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরেছে? নাকি আপনি সেই লোকদের দলভুক্ত যাদের আশা আকাংখার ফিরিস্তী অনেক লম্বা যার ফলে তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে যা এমন পাথরের ন্যায় হে ভাই! আপনি কি মহান আল্লাহর এই বানী শুনেন নি" নিশ্চয় ফরজের সময়ের কুরআন পাঠ সাক্ষী হিসেবে দাঁড়াবে"। এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাণী "যার পেটের মধ্যে কুরআনের কোন অংশ নেই তা বিরান বাড়ীর মত"। এবং রাসূলের এ বাণী- "যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে সে নবুওয়তের সিড়ি বেয়ে উঠতে থাকল তবে তার নিকট ওহী নাযিল হয় না"। কুরআনে ধারককে রাগ করলে চলবেনা কেউ যদি জেনেই তার সাথে বিতর্ক করে আর কেউ যদি না জেনেই অজ্ঞের মত বিতর্কে লিপ্ত হয় যেহেতু তার পেটের মধ্যে কুরআনের জ্ঞান রয়েছে। এরপর আপনি ভুলে যাবেননা কুরআন পাঠের সময় আপনাকে মনে করতে হবে যেন তা প্রথমবারই আপনার ওপর নাযিল হচ্ছে।

আপনি যখন খাবার খেতে বসছেন তখন কি একটু চিন্তা করেছেন? কেন আপনি খেতে যাচ্ছেন? এই নিয়ামত আল্লাহ কিভাবে আপনার জন্য তৈরী করালেন যা আপনার ক্ষুধা মিটাবে! আপনাকে তার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ে সাহায্য করবে এবং তাঁর পথে জিহাদে শরীক হতে শক্তি যোগাবে? আপনি কি চিন্তা করেছেন কোন উৎস থেকে আপনার এই খাদ্য দ্রব্য এসবকি হালাল পন্থায় উপার্জিত? না এতে হারামের কোন অংশ রয়েছে।

আপনি যখন বাড়ী থেকে বের হবেন আপনাকে মনে রাখতে হবে ইসলাম হল আমলের (কর্মের) ধর্ম অলসতার ধর্ম নয়, প্রচেষ্টার ধর্ম বেকারের দ্বীন নয়।

www.pathagar.com

একজন মুসলমান হিসেবে জমিনের বুকে ছড়িয়ে পড়ে জীবন জীবিকা জিহাদ কিছু সময় ব্যয় করবেন নিষ্টার সাথে আন্তরিকতার সাথে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন যে তোমাদের কেউ যখন কোন কাজ করে তখন যেন তা ভালভাবে করে"। আপনি কি আপনার টাকাপয়সাকে গরীব দুঃখীদের দান সাদকা করেন। যাকাত আদায় করে পুত পবিত্র করেছেন? মিকদাদ ইবনে মাদীকারেব (রা.) থেকে বর্নিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "নিজের হস্তার্জিত খাবারের চেয়ে উত্তম খাবার আর কেউ খেতে পারে না।" (বুখারী)

আপনি যে রাস্তা দিয়ে চলেছেন যে সব মানুষের সাথে মোলাকাত করেছেন সেসব ক্ষেত্রে কি আল্লাহকে হাজির নাজির মনে করেছেন?

আপনার চোখে হারাম কিছু পড়লে সাথে সাথে চোখ নিম্নমুখী করেছেন বা চোখ ফিরিয়ে নিয়েছেন? কারণ প্রথম দৃষ্টি আপনার আর পরেরটি শয়তানের। কোন নামী দামী সুন্দরী মহিলা আপনাকে কুপ্রস্তাব দিলে আপনি কি তাকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন, আমি আল্লাহকে ভয় করি। আর আপনি মনে মনে এই বাণী আওড়িয়েছেন, "হে প্রভু তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহবান করে। তার চাইতে আমি কারাগারই পছন্দ করি। যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে প্রতিহত না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।" (সূরা ইউসুফ ঃ ৩৩) আপনি কি আপনার লেনদেন ব্যবসা বানিজ্যে হালালকে প্রাধান্য দিয়েছেন?

আপনার দ্বারা এমন কোন আচরণ কি ঘটেছে যা শরিয়তের খেলাফ?

আপনি কি সবসময়, আল্লাহকে হাজির নাজির মনে করে কর্মসম্পাদন করেন? সন্দেহযুক্ত কাজ থেকে দূরে থাকেন? সেই মুত্তাকীদের দলভুক্ত হতে সচেষ্ট যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন "বান্দা তখন মুত্তাকীর মর্যাদায় পৌছতে পারবেন,যতক্ষন না সে সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিত্যাগ করে সর্তকতা স্বরূপ।"

৭. আপনি নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, আপনার কাজ কর্মের পরিসর ও পরিবেশ থেকে কতুটুকু ফায়েদা হয়েছে। আপনার বন্ধু-বান্ধব কি আপনার মধ্যে ইসলামী প্রভাব অনুভব করে? আপনি কি তাদের খোঁজ খবর নেন? আপনি কি তাদের ইসলামের পথে আকৃষ্ট করার জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা রাখেন? আপনি স্মরণ করুন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর এই বাণীঃ "তোমার দ্বারা যদি আল্লাহ একজন মানুষকেও হেদায়েত দান করেন তাহলে সেটা যে সবের ওপর দিয়ে সূর্যউদিত হল ও অস্ত গেল সেসব থেকেও উত্তম হবে।"

www.pathagar.com

হে ভাই আপনার কাজ ছাড়াও কি কোন সময় আছে? থাকলে আপনি তা দাওয়াতের কাজে ব্যবহার করুন। কেননা সময় হল ছুরির মত এর দ্বারা আপনি কোন কিছু না কাটলে সেই আপনাকে কেটে ছাড়বে। আর দাওয়াতের সওয়াব আপনার জন্য অবধারিত। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি কাউকে হেদায়েতের দিকে আহবান করল, তারা তার আমল করলে সে তাদের মতই সওয়াব পাবে অথচ তাদের কোন নেকী কম দেয়া হবে না। আর যে কেউ কাউকে গোমরাহীর দিকে ডাকল। তার ওপর আমলকারীদের মত তাকে গুনাহ চাপান হবে অথচ তাদের গুনাহও কম করা হবেনা। (মুসলিম)

৮. আপনি ইসলামী সংস্কৃতি ও সাধারণ সাংস্কৃতিক জ্ঞানের পরিধি বাড়াবার জন্য কতটুকু সময় ব্যয় করেছেন.... । আপনি যে সমাজে বসবাস করছেন সেখানে বিভিন্নমনা সংস্কৃতি বিরাজমান বিভিন্ন চিন্তাধারা ও মতাদর্শ রয়েছে। আপনাকে এসব সম্পর্কে জানতে হবে এর বিশ্লেষণ করতে হবে, এর সমাধান বের করতে হবে এবং এর সংশোধন করতে হবে।

আজ সারা দিনে ইসলাম সম্পর্কে কতটুকু পড়েছেন?

যতটুকু সাধারণ জ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পড়েছেন তাতে কি আপনার কিছু ফায়দা হয়েছে?

ইবনে আব্দুল বার তার কিতাবুল ইলম নামক গ্রন্থে মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা জ্ঞান শিক্ষালাভ কর। কারণ এর শিক্ষা আল্লাহ ভীতির পয়দা করে। এর অন্বেষণ করা ইবাদত এবং এর পর্যালোচনা করা আল্লাহর তাসবীহ পাঠের সমতুল্য। এর গবেষণা করা জিহাদের শামিল। অজ্ঞকে তা শিক্ষাদান করা সদকা তুল্য এবং এটি পরিবার পরিজনকে শিক্ষা দেয়া আল্লাহর নৈকট্যলাভের মাধ্যম। কারণ এর দ্বারা হালাল হারাম সনাক্ত করা যাবে, জান্নাতের পথে পৌঁছা সম্ভব হবে, এই জ্ঞান দ্বারাই আল্লাহ এক জাতিকে সম্মানিত করবেন এবং অন্য জাতিকে লাঞ্ছিত করবেন। এটা একাকীত্বের বন্ধু ও সান্তনার বাহন। শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র তাদেরকে কল্যাণের সন্ধানদাতা মনে করা হবে এবং তাদের মতামতই সর্বক্ষেত্রে চূড়ান্ত বলে ধরে নেয়া হবে।

৯. এবার আপনি নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, আপনি ফী সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে কোরবান করার জন্য কতটুকু প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন? বিভিন্ন ধরণের দায়-দায়িত্ব আপনার এপথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। আপনি কি এসব

www.pathagar.com

ঝেড়ে ফেলে আপনার রবের পথে এগিয়ে আসতে পারবেন? অকাল মৃত্যুর ভয় একটি বাঁধা জিহাদের পথে। আপনি এ ভীতিকে তাড়াতে পেরেছেন?

ব্যক্তি স্বার্থ আল্লাহর পথে, দাওযাতের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক। আপনি এ বাঁধা দূর করতে সক্ষম হয়েছেন? আপনার স্ত্রী, সন্তান সন্ততি, পরিবার পরিজন আল্লাহর পথে দীনের পথে বাঁধা হয়ে দাড়াতে পারে। আপনি এ ব্যাপারে কতটা তৎপর?

আবু আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেনঃ "তোমরা জেনে রেখ জান্নাত তরবারীর ছায়ার নিচে রয়েছে।" (বুখারী, মুসলীম)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করল জিহাদের কোন চিহ্ন ব্যতিরেকে, সে যখন সাক্ষাত করবে তখন তার শরীরে একটি চিত্র থাকবে।" (তিরমিযী)

১০. পরিশেষে আপনি কি আপনার শরীরের ব্যাপারে চিন্তা করে দেখেছেন এর ওপর হক রয়েছে। একে শক্তিমান রাখার প্রয়োজন রয়েছে যেন জিহাদের ধকলে সফরের ক্লান্তি বহনে সক্ষম থাকে। আপনাকে স্মরণ রাখতে হবে। সবল মুমিন আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় দুর্বল মুমিন হতে, সকালে কিছুক্ষণ কি সাধারণ ব্যায়াম হাঁটাহাঁটি করেছেন বা

- শুটিং, সাঁতার, ঘোড়ায় চড়া, গাড়ী চালনা এ সব শিখেছেন?
- শরীরের জন্য ক্ষতিকর রাত্রি জাগরণ, ধুমপান ইত্যাদি থেকে বিরত রয়েছেন কি?

আসুন আল্লাহর সৈনিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিন।

ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের ক্ষেত্রে শরীয়তের সীমারেখা

ইসলামের সাথে যারাই সংশ্লিষ্ট রয়েছে তাদের প্রতিটি বিষয়ে জানার অধিকার রাখে ইসলাম। তারা কি ইসলামকে পরিপূর্ণ ভাবে মানে কি-না? এর নিকট জীবন-ফয়সালা চায় কি না? এমনকি বিষয়টিকে ঈমানের পর্যায়ে নিতে ইসলাম কুণ্ঠিত হয়নি। "আপনার প্রভূর কসম! সেই ব্যক্তি ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোন রকমের সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নিবে।" (সূরা নিসা ঃ ৬৫)

দা'য়ী কখনো কখনো এক খারাপ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন, নিজের মনের কাছে ফয়সালা নেয়া আর ইসলামের মূল নীতি অস্বীকার করে প্রকারান্তরে কুফরী নীতির দিকে ঝুঁকে পড়ে ইসলামী শরিয়তের সাথে দ্বিমুখী আচরণ করতে থাকে।

www.pathagar.com

এটা কোন মুমিনের গুনাবলী বা বৈশিষ্ট্যই হতে পারে না আর না কোন দা'য়ীর। মহান আল্লাহ্ বলেন, "কোন মুমিন পুরুষ ও কোন মুমিন নারীকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে, সে বিষয়ে নিজস্ব স্বাধীন মত অবলম্বনে তাদের কোনো অধিকার নেই।" (সূরা আহ্যাব ঃ ৩৬)

এভাবেই একজন মুসলমানকে ইসলামের সাথে আচরণ করতে হবে সে হবে এর অনুসারী, খাদেম, একনিষ্ঠ সৈনিক, খাঁটি বন্ধু ও অভিভাবক।

ভ্রাতৃত্ব ও আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ভালবাসা

"ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ভালাবাসা। বিষয়টি সম্পর্কে অনেক আলোচনা ও লেখালেখি হয়েছে। আমি এ বিষয়ে নতুন কোনকিছু যোগ করতে চাইনা। আমি চাই এ ব্যাপারে শরীয়তের সীমারেখা স্পষ্ট করতে যেন বিষয়টি নিয়ে কেউ বিভ্রান্তিতে না পড়েন। এই পবিত্র বন্ধনটি যেন তার নির্মলতা, পবিত্রতা ও স্বচ্ছলতা বজায় রাখতে পারে সে জন্যই এ বিষয়ে আলোকপাত করছি।

শরীয়তের দৃষ্টিতে ভ্রাতৃত্ব

ইসলামের দৃষ্টিতে ভ্রাতৃত্ব হল আকীদা নিঃসৃত এমন এক বন্ধন যা এক মুসলমানকে অপর মুসলমানের সাথে মজবুত ভাবে বেঁধে দেয়। এটি এক আল্লাহ প্রদত্ত বন্ধন (রাবেতা রব্বানিয়া) যা অন্তঃকরণসমূহে মজবুতী সৃষ্টি করে। আর এটি হচ্ছে ঈমানের মজবুত বন্ধন যেমনটি জানিয়েছেন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর এ বাণীতে ঃ "ঈমানের মজবুত বন্ধন হল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই কাউকে ভালবাসা এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই কাউকে ঘৃনা করা।"

ভ্রাতৃত্ব ইসলামের একটি মৌলিক উপাদান যার ওপর ভিত্তি করে ইসলামী সমাজ গড়ে উঠে এবং মুসলমানদের পরস্পারিক সম্পর্ক বা বন্ধনের সৃষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র মদীনাতে প্রতিষ্ঠা করেন তখন দ্বিতীয় ভিত্তি ছিল এই ভাতৃত্ব। ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের পরপরই যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই মসজিদে নববী তৈরী করার সময়।

একারণেই ইসলাম ভালবাসার বন্ধনকে মুসলমানদের মাঝে মজবুত করেছে এবং পরস্পরকে ভালবাসার কারণে পরকালে উত্তম প্রতিদানের ব্যবস্থা করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ "কোন দু'জন পরস্পরকে যদি আল্লাহ্র ওয়াস্তে ভালবাসে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের একে অপরকে ভালবাসার চাইতেও অধিক ভালবাসেন।" তিনি আরো বলেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র আরশের চারিপাশে কিছু লোককে চেয়ারে বসতে দেয়া হবে যাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও উজ্জল হবে। সকল মানুষ ভীত হলেও তারা ভয় পাবে না। সকলে ভয়ে কাঁপতে থাকলে তারা কাঁপবে না। তারা হল আল্লাহ্র বন্ধু, যাদের কোন ভয় ও দুঃশ্চিন্তা নেই বলা হলঃ তারা

www.pathagar.com

কারা হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, যারা একে অপরকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালাবাসত তারাই।"

ইসলামে ভ্রাতৃত্বকে যে মর্যাদা দিয়েছে এর পেছনে অনেক উদ্দেশ্য লক্ষ্য রয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হল ঃ

এক. ইসলামের দৃষ্টিতে ভ্রাতৃত্ব হল আল্লাহর আনুগত্যে তাঁকে স্মরণ করতে এবং পরস্পরকে হকের ব্যাপারে ধৈর্য্য ধারণ করার একটি মাধ্যম। এজন্য একজন মুসলমানকে তার সঙ্গী-সাথী ও ভাই নির্বাচনে ভাল লোককে অগ্রাধিকার দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ "আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে একজন ভাল বন্ধু জুটিয়ে দেন। যদি সে ভুলে যায় তাহলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় আর যদি সে নিজে স্মরণ করে তাহলে তাকে সহায়তা করে।"

ঈসা (আ.) বলেন, এমন লোকের সাথে উঠাবসা কর যাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হবে, আর তার কথায় তোমাদের ইলম বৃদ্ধিপাবে এবং তার আমল তোমাদেরকে পরকালের প্রতি আগ্রহী করে তুলবে।"

দুই. ভ্রাতৃত্ব আবার এমন এক মাধ্যম (অসিলা) যা দ্বারা অন্যান্য ভাইয়েরা দুঃসময়ে প্রয়োজন মিটাবে, জীবনের কষ্ট -দুঃখ মোকাবিলা করবে এবং সংকট মুহূর্তে একে অপরের সহযোগিতা করবে। মানুষ একাই জীবনের সব বোঝা, দায়িত্ব অনেক সময় বহন করতে পারে না। এজন্য তার একজন সহযোগীর প্রয়োজন পড়ে যে তাকে কাজে সহযোগিতা করবে, উৎসাহ যোগাবে, একে অপরের পরিপূরক হবে পূর্ণ উদ্দেশ্যে কাজ করবে। এবিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, আমি তোমার ভাইয়ের দ্বারা তোমার বাহুকে শক্তিশালী করব।" মূসা (আ.) এর উপর যখন নবুওয়াতের দায়িত্ব দেয়া হল তখন তিনি তাঁর রবের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যেন তার ভাই হারুনকে এ ব্যাপারে সহযোগী বানিয়ে দেন যেন সে তাকে দাওয়াতের কাজে সাহায্য করতে পারে। তিনি দু'আ করেছিলেন "আমার পরিবার থেকে হারুনকে আমার মন্ত্রী (সহকারী) বানিয়ে দিন, সে আমার ভাই। তার দ্বারা আমি নিজেকে শক্তিশালী করব এবং আমার কাজে শরীক হবে যেন আপনার বেশী বেশী প্রশংসা করতে পারি এবং বেশী বেশী আপনাকে স্মরণ করতে পারি। নিশ্চয় আপনি আমাদেরকে দেখছেন।"

ভ্রাতৃত্বের এই নির্মল বন্ধনে যেন শয়তানের কোন কু-মন্ত্রণা এসে বাসা বাঁধতে না পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এই বন্ধন যেন একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হয় এখানে যেন পার্থিব কোন বিষয় এসে না দাঁড়ায়। আর সেটি যেন দাওয়াতের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধক হয়ে না উঠে। নিজেদের ব্যাপারে স্পষ্টবাদী হতে হবে, মনের মধ্যে কোন কিছু তা যতই নগণ্য হোক না কেন, গোপন করা ঠিক হবে না। কারণ ছোট ব্যাপার থেকেই বড় বড় ঘটনার সূত্রপাত ঘটে থাকে।

www.pathagar.com

একক বিশ্ব ইসলামী আন্দোলন

বর্তমান যুগে ইসলামী কর্মকান্ডের অনেক পন্থা ও পদ্ধতি অব্যাহতভাবে চালু রয়েছে। যার ফলে আশংকা করা হয় যে, এর দ্বারা হয়তো ইসলামী কর্মকান্ডের সঠিক চিত্র কলুষিত ও বিকৃত হতে পারে। ফলশ্রুতিতে ইসলামী শক্তির ক্ষয় ও বাকযুদ্ধ এবং সংকীর্ণ দলীয় প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেতে পারে। আমি বলছি না যে, এর দ্বারা ইসলামের খিদমত হচ্ছে না। খিদমত তো অবশ্যই হচ্ছে কিন্তু এমনটি যেন না হয় যে, ইসলামী কর্মকান্ড সম্পর্কে এবং এর ভিন্নতা দেখে শত্রুরা আমাদের মাঝে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ঘৃণার ভাব ছড়াতে সফল হয়। আর ইসলামপন্থীদের মাঝে দূরত্বের সৃষ্টি হয়। ইসলাম তো তার অনুসারীদের মাঝে ঐক্য ও সম্প্রীতি চায় এবং তাদেরকে জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে এই দুনিয়ার বুকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যা বিশ্বব্যাপী মানুষকে হেদায়াতের পথে নিয়ে আসবে।

একক বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা

বিশ্বব্যাপী একক ইসলামী আন্দোলন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনের কথা সকলেই অনুভব করেন। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত লক্ষ্য করা যায় না। ইসলামপন্থীদেরকে এ ব্যাপারে সকলেই কম বেশী তাগিদ দিয়ে থাকেন যে গোটা দুনিয়া ব্যাপী একই উদ্দেশ্য-লক্ষ্যকে নিয়ে যেহেতু আমরা সকলেই কাজ করছি। সেহেতু আমাদেরকে একই কাতারে দাঁড়িয়ে বর্তমান বিশ্বের জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করা উচিত। আবেগ তাড়িত হয়ে নয় বরং বাস্তবতার নিরিখেই অত্যন্ত ধীর-স্থির ভাবে সূক্ষ্ম পরিকল্পনা নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে যেন আমরা বিশ্বের তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে অত্যাচারিত-নিপীড়িতদের পক্ষে এবং আর্তমানবতার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করতে পারি। আর এ কাজটি করতে গেলে জাহেলিয়াতের সাথে যে সংঘাত ও দ্বন্দ্ব ঘটবে, বিশ্বব্যাপী একই প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে এর বিরুদ্ধে ইসলামপন্থীদেরকে লড়তে হবে।

আরও একটি বিষয় হলো ইসলামী কর্মকান্ড তথা ইসলামী আন্দোলন যে সব চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করছে বাস্তবে তা আন্তর্জাতিক সংগঠনেরই চ্যালেঞ্জ। যেমন ইহুদী জায়নবাদ, মাসুনিয়া, খ্রিষ্টান মিশনারী, যাদের অর্থবল জনবল ও প্রভাব প্রতিপত্তিকে কোনভাবেই বিচ্ছিন্নভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই একই প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে সব আন্তর্জাতিক ইসলামী বিরোধী চক্রান্তকারীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন ঃ "আর

www.pathagar.com

তোমাদের সাধ্যানুযায়ী অস্ত্রাদি দ্বারা এবং তোমাদের প্রতিপালিত অশ্বাদি দ্বারা সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখ (কাফিরদের মোকাবিলায়)। যা দ্বারা তোমরা ভীতির মধ্যে রাখতে পার তোমাদের শত্রু ও আল্লাহর শত্রুদেরকে।" (সূরা আনফাল ঃ ৬০)

ইসলামী কর্মকান্ডের বর্তমান কিছু অভিজ্ঞতা

একক বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের জন্য যেসব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন সে সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে আমি বর্তমান ইসলামী কর্মকান্ডের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করতে চাই যা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য কাজে লাগতে পারে।

১. ওয়াজ ও নসিহত-এর পন্থা (তাবলীগি পদ্ধতি) ঃ

এই পদ্ধতি যারা দাওয়াতের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করছেন তারা ব্যক্তিগত ভাবে বা জামায়াতবদ্ধভাবে বিশেষ নির্দিষ্ট সময়ে দৈনিক বা সাপ্তাহিক কিংবা মাস অথবা বছরের পর বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষকে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন। তাবলীগ জামায়াতের সাথে জড়িত লোকজন এত উৎসাহ উদ্দীপনা ও নিষ্ঠার সাথে দাওয়াত দিয়েও এমন কোন শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হননি যা জাহেলিয়াতের সয়লাবের মুখে একটু হলেও দাঁড়াতে পারে। তারা বর্তমানে যে পদ্ধতিতে কাজ করছেন এই ধারা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতেও কোন ফল বয়ে আনতে পারবে না। কারণ–

ক. এই পদ্ধতির ফলে এমন কোন সংগঠন গড়ে উঠছে না, যা বাতিলের মোকাবেলায় কিছু বলে বা করে, এবং ভবিষ্যতে ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করার মত কোন কর্মসূচীও তাদের হাতে নাই।

খ. এই পদ্ধতির কর্মক্ষেত্র শুধুমাত্র মসজিদ এবং যারা মসজিদে আসে এসব লোকদের মাঝেই সীমাবদ্ধ বলা চলে। সাধারণ মানুষের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা মোটেও পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

গ. এই পদ্ধতির মাধ্যমে চিন্তা ও দর্শনের ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জ আজ আসছে তার কোন জবাব বা মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না।

ঘ. এই পদ্ধতিতে এমন কোন পরিকল্পনা নেই, যা দ্বারা যে বীজ বপন করা হচ্ছে তার ফসল নিজ ঘরে তুলে নিয়ে আসা যায়। এ মতেরই প্রবক্তাদের মধ্যে গণ্য করা যায় 'তাহের আল জাযায়েরী' এবং 'জামাল উদ্দিন আফগানী' প্রমুখ।

ওয়াজ নসীহতের পদ্ধতির বন্ধ্যাত্বের দিকে ইঙ্গিত করে পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর আমীর ওস্তাদ আবুল আলা মওদুদী (রহ.) বলেন– ওয়াজ নসীহত দিয়ে খৃষ্টান মিশনারীদের পদ্ধতিতে দাওয়াত প্রদান এবং এ লক্ষ্যে হাজার হাজার বই

www.pathagar.com

পুস্তক বিতরণ ও সকাল বিকাল লাখ লাখ লোক এ কাজের দাওয়াত দিলেও কোন ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে না।

ইসলাম যে সর্বযুগে সর্বস্থানে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা তা বক্তৃতা ও লিখনীর মাধ্যমে প্রমাণ করা সম্ভব হবে না বরং তা বাস্তবে অনুসারীদের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

২. শক্তি ও সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ ঃ

বর্তমান যুগে ইসলামী কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে কেউ কেউ চেষ্টা করেছেন। যেমন এদের মধ্যে শহীদ আহমাদ শাহ বেরলভী (ভারত) তিনি তার অনুসারীদেরকে সমবেত করে অস্ত্র হাতে নিয়ে জিহাদের ঝান্ডা তুলে ধরেন এবং ভারতের উত্তরাঞ্চলে (বর্তমান পেশাওয়ার শহরের নিকটবর্তী) ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন। কিন্তু সে সময়ে ইংরেজরা অত্যন্ত ধূর্ততা ও শঠতার মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং মুসলিম নামধারী কিছু নেতার যোগসাজসে এই আন্দোলনের উপর চরম আঘাত হানে। এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আহমাদ বেরলভী এবং তার হাজার হাজার অনুসারী নিহত হয় এবং শত্রু পক্ষেরও হাজার হাজার সৈন্য নিহত হয়। এটি ১২৪৬ হিজরীর ঘটনা। এখানেই এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এপথেরই আরেকটি প্রচেষ্টা হলো 'শেখ ইজ্জুদ্দিন আল-কাস্সাম'-এর। তিনি ফিলিস্তীনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঝান্ডা তুলেন। তিনি তার অনুসারীদেরকে জিহাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। সশস্ত্র সংগ্রামের আরও কয়েকজন প্রচেষ্টা চালান যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'নওয়াব সাফাভী'। কিন্তু তার এ আন্দোলনও তারই স্বদেশীয় কতিপয় ষড়যন্ত্রকারীর ষড়যন্ত্রের ফলে শেষ হয়ে যায়। তিনি ও তার অনুসারীরা এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ১৯৫৬ সালে শাহাদাৎ বরণ করেন।

ইসলামী কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে অস্ত্র বা শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে শহীদ হাসানুল বান্না বলেন- অনেকেই প্রশ্ন করেন ইখওয়ানুল মুসলিমীন কি তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শক্তি বা অস্ত্রের ব্যবহার করবে? আর ইখওয়ান কি রাজনৈতিক বা সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে? আমি এসব প্রশ্নকারীদেরকে কোন দ্বিধা-দ্বন্দে রাখতে চাই না। আমি পরিস্কার বলতে চাই যে, শক্তি ইসলামের একটি শ্লোগান। কুরআন পাকে বলা হয়েছে- "আর তোমাদের সাধ্যানুযায়ী অস্ত্রাদি দ্বারা এবং তোমাদের প্রতিপালিত অশ্বাদি দ্বারা সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখ (কাফিরদের

www.pathagar.com

মোকাবিলায়)। যা দ্বারা তোমরা ভীতির মধ্যে রাখতে পার তোমাদের শত্রু ও আল্লাহর শত্রুদেরকে।" (সূরা আনফাল ঃ ৬০)

কিন্তু ইখওয়ানুল মুসলিমীন অত্যন্ত গভীরভাবে এ আয়াতটি পর্যালোচনা করেছে। এর উদ্দেশ্য কি? তারা জানে যে, শক্তির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আকীদা ও ঈমানী শক্তি। এ শক্তির পরেই হচ্ছে অন্যান্য শক্তি। কোন দলকে ততক্ষণ পর্যন্ত শক্তিশালী বলা যাবে না, যতক্ষণ না তারা ঈমান ও আকীদায় শক্তিশালী হয়। কারো ঈমান যদি মজবুত না থাকে তাহলে সে অস্ত্র হাতে শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম হবে না। এজন্য ইখওয়ান অস্ত্রের শক্তিতে বিশ্বাস করে না, তারা বিশ্বাসী ঈমান ও আকীদার অস্ত্রে ও শক্তিতে।

৩. চিন্তার প্রসার ঘটানো (হিজবুত তাহরীর-এর অভিজ্ঞতা) ঃ

হিজবুত তাহরীর মনে করে যে, ইসলামী চিন্তার প্রসার সবার মাঝে ঘটাতে হবে। চিন্তার জগতে বিপ্লব ঘটাতে হবে, বাতিলী চিন্তা ভাবনাকে উপড়িয়ে ফেলতে হবে। এজন্য হিজবুত তাহরীর বেশ কিছু প্রচার-প্রকাশনা করেছে। তারা চিন্তা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে বিভিন্ন সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম করছে। ইসলামী চিন্তা চেতনাকে সমুন্নত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

ইসলামী মনীষীরা হিজবুত তাহরীর সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ তাদের উৎপত্তি, লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন। অনেকেই মনে করেন এদের চিন্তার ক্ষেত্রে কোন পরিপক্কতা নেই। তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়। এদের বেশ কিছু প্রকাশনা দেখে যে কেউ মনে করতে পারেন যে এদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট নয়।

কেউ কেউ মনে করেন যে, হিজবুত তাহরীরের কিছু কিছু ভালো দিক যেমন রয়েছে তেমনি কিছু খারাপ দিকও আছে। এটি সাধারণ জনগণের মাঝে তেমন কোন সাড়া ফেলতে পারেনি। এটি ইসলাম সম্পর্কে জনগণের মাঝে কোন ইতিবাচক সাড়া ফেলতে পারেনি। যার ফলে এটিকে একটি বিশ্ব ইসলামী আন্দোলন বলে ধর্তব্যের মধ্যে আনা যেতে পারে না। হিজবুত তাহরীরের ব্যাপারে কতিপয় প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়–

(১) এটি মারাত্মক ভুল যে, কোন সংগঠন শুধুমাত্র চিন্তার উপরে নির্ভর করে কাজ করবে। চিন্তার পরিশুদ্ধি কখনও কোন কাজে আসতে পারে না যতক্ষণ না তা বাস্তবে প্রয়োগ হয়। তারা যেমন ইখওয়ানকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলে, তেমনি ইখওয়ান তাদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলতে পারে যে, তারা একমাত্র চিন্তা বা বাস্তবতা বিবর্জিত প্রোগ্রাম গ্রহণ করে কাজ করছে।

www.pathagar.com

রাসূল (সা.) এর পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি চিন্তার পরিশুদ্ধির সাথে সাথে বাস্তব জীবনে এর প্রশিক্ষণ দিতেন। তাদেরকে চারিত্রিক এবং আত্মিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জিহাদী মনোভাব নিয়ে গড়ে তুলেছেন।

২) হিজবুত তাহরীরের আরেকটি ভুল হলো তারা চিন্তার পরিশুদ্ধির সাথে সাথে একলাফে ক্ষমতার মসনদে যেতে চায়। এর অর্থ হলো যে ব্রীজ তৈরি করতে গিয়ে নিচে কোন ভিত্তি না দিয়েই উপরে বালু সিমেন্ট ঢালা। বাতিল কি এত সহজেই আমাদেরকে ছাড় দিবে? এটি খুব হাস্যকর হয়েছে যে, একটি গোষ্ঠী হঠাৎ করে হিজবুত তাহরীর দল ঘোষণার পরে পত্র-পত্রিকায় কিছু বিবৃতি দিয়ে নিজেদের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অন্যান্য দলের মত নেমে পড়ে। অথচ তাদের কোঁন কর্মী বা নেতাই তৈরী হয়নি।

৩) হিজবুত তাহরীরের আরেকটি বিরাট ভুল হলো যে, তারা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বিভিন্ন শক্তির কাছে তাদের ভাষায় 'সাহায্য সহযোগিতা চায়'। যেমন তারা সিরিয়ার কাছে এ ব্যাপারে সাহায্য চেয়েছে। তারা আবার ইরাকের কাছেও একবার সাহায্য চেয়েছে। সাহায্য চেয়ে বা অন্য কোন শক্তির উপর ভরসা করে ইসলামী বিপ্লব সাধন হতে পারে না। এর অর্থ হলো ইসলামী বিপ্লব একপ্রান্তে আর ছাইয়ের গাদার আরেক প্রান্ত থেকে যেনো কেউ তাতে ফুঁ দিচ্ছে।

আমি এখানে একটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করতে চাই যে, শুধু চিন্তার পরিশুদ্ধি দিয়ে বা আবেগ তাড়িত হয়ে ইসলাম কায়েম হবে না। শহীদ সাইয়েদ কুতুব এ বিষয়টিকে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তার লিখিত 'পথের মাইলষ্টোন' নামক গ্রন্থে "কেউ কেউ মনে করেন যে, যেহেতু মানুষ ইসলাম পছন্দ করে এবং লোকজন ইসলামী ব্যক্তিত্বকে ভালো জানে সেজন্য অতি দ্রুত বর্তমান শাসন ব্যবস্থাকে উল্টিয়ে দিয়ে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করা সময়ের ব্যাপার মাত্র। আমি এসব অতি উৎসাহী ভাইদেরকে বলতে চাই, ইসলামের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত একদল লোক তৈরী না হবে, একটি সমাজ তৈরী না হবে যারা ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুকে গ্রহণ করতে আদৌ রাজী নয় এরকম লোক ছাড়া ইসলাম কায়েম করা যাবে না।"

আমি এ বলে বিষয়টি ইতি টানতে চাই যে, লোকজন তৈরী না করে ইসলামের অনুসারী সমাজ এবং মর্দে মুজাহিদ তৈরী না হওয়া পর্যন্ত শুধু চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে পরিশুদ্ধি নিয়ে এসে অন্ততঃ ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। যেমনটি আজকে হিজবুত তাহরীরের অভিজ্ঞতার আলোকে ফুটে উঠেছে।

www.pathagar.com

৪. গভীর ঈমান এবং অব্যাহত কর্মতৎপরতা (ইখওয়ানুল মুসলিমীনের অভিজ্ঞতা)ঃ
ইখওয়ানুল মুসলিমীন সংগঠনটি মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশেই একটি পরিকল্পিত সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর প্রতিষ্ঠাতা শহীদ হাসানুল বান্না তার প্রথম দিনের বক্তব্যেই তুলে ধরেন। "হে ভাইয়েরা! আমরা এই দাওয়াতের মিরাসকে যুগের পর যুগ ধরে চালিয়ে যেতে চাই। যেন এই দাওয়াতের আলোকে অন্ধকার বিদূরিত হয়। মহান আল্লাহ যেন আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য এবং নতুন করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাদেরকে তৈরী করার সুযোগ দেন এবং তিনি এটিকে কবুল করেন।

আমরা এই লক্ষ্যের জন্য কিভাবে কাজ করবো? বক্তৃতা বিবৃতি, বই-পুস্তক, আলোচনা সভা ইত্যাদি করে রোগ চিত্রিত করে তার সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং দায়ীদেরকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে, যে লক্ষ্যে আমাদের সবার দৃষ্টি ভঙ্গি থাকবে ঃ ১. মজবুত ঈমান ২. সূক্ষ্ম সংগঠন পদ্ধতি ৩. অব্যাহত কর্মতৎপরতা।

হে আমার ভাইয়েরা! আপনারা কোন জনকল্যাণমূলক সংগঠনের লোক নন আবার কোন রাজনৈতিক দলেরও নন, যাদের বিশেষ কোন লক্ষ্য রয়েছে। বরং আপনারা হলেন এক নতুন আত্মা, এক চলমান শক্তি। যা এই উম্মতের অন্তঃকরণে সঞ্চারিত হবে এবং একে কুরআন দ্বারা জীবন্ত করবে। এটি একটি নতুন আলোকবর্তিকা যা সমস্ত অন্ধকারকে বিদূরিত করবে এবং এটি একজন দায়ীর কণ্ঠস্বর যা রাসূলের সত্য দাওয়াতকে নতুনভাবে উচ্চকিত করবে। আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, মানুষ যখন এই দাওয়াতের কাজকে ছেড়ে দিয়েছিল, আমরা তখন এই দাওয়াতের দায়িত্বকে নিজেদের কাঁধে উঠিয়ে নিয়েছি।

আপনাদেরকে যদি বলা হয়, আপনারা কিসের দাওয়াত দিচ্ছেন? আপনারা তাদেরকে বলুন, আমরা ইসলামের সেই দাওয়াত দিচ্ছি, যে দাওয়াত নিয়ে রাসূল (সা.) এসেছিলেন। আর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা- এটাও দাওয়াতের একটি অংশ।
এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এটাতো রাজনীতি, তাহলে আপনারা বলুন, এটাই ইসলাম। আমরা এধরনের বিভাজনে বিশ্বাস করি না।

যদি আপনাদেরকে বলা হয় যে, আপনারা তো হলেন বিপ্লবী! আপনারা জবাব দিন- আমরা ইসলামের দাওয়াতদানকারী, আমরা ইসলাম নিয়েই গর্বিত। কেউ যদি আমাদেরকে বাধা দেয়, আমরা ধৈর্য্যের সাথে মোকাবেলা করবো, যারা বাধা দিবে তারাই অত্যাচারী।

তারা যদি বলে, তোমরাও বিভিন্ন লোক এবং সংগঠনের সাহায্য নিয়ে এসব করছো? তাহলে তাদেরকে আল্লাহর দেওয়া জবাব দিন "তোমাদের প্রতি সালাম, আমরা জাহেলদের সাথে ঝগড়া করতে চাই না"।

www.pathagar.com

পূর্বের বক্তব্য থেকে একথা পরিস্কার হয়ে যায় যে, ইখওয়ানুল মুসলিমীনের আন্দোলন ও সংগঠন অন্যান্য আন্দোলন ও সংগঠন থেকে ভিন্নতর। এ সংগঠন যেমন ইসলামী আকিদা বিশ্বাসের প্রতি মানুষকে আহ্বান করে তেমনি বাস্তব জীবনে ইসলামকে প্রয়োগ করার জন্য তার কর্মীদেরকে নির্দেশ দেয়। তাদেরকে সংগঠিত করে ইসলামের পথে সর্বোচ্চ কুরবানী করার জন্য যোগ্য কর্মীবাহিনী হিসাবে গড়ে তুলে। আর এটিকে আমরা বলতে পারি, ইসলামের দাওয়াতকে প্রচার ও প্রসার করার এক অব্যাহত সংগ্রাম। এটি একটি ফরয কাজ। অন্যান্য ফরয যেমন নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, ভালো কাজ করা, মন্দকাজ পরিত্যাগ করা ইত্যাদির মতই এটিও একটি ফরয কাজ। এটি এক চলমান সংগ্রাম। যে ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেন, তোমরা হালকা ভাবে বা ভারী ভাবে বেরিয়ে পড় এবং সংগ্রাম কর তোমাদের মাল এবং জান দ্বারা আল্লাহর পথে। (সূরা তওবা-)
শহীদ ইমাম হাসানুল বান্না তার বিভিন্ন বক্তব্যে অব্যাহত ভাবে ইসলামের জন্য জান মাল দিয়ে সংগ্রাম করার আহ্বান জানিয়ে এসেছেন। তিনি ১৩৫৭ হিজরীতে ইখওয়ানের পঞ্চম সম্মেলনে বলেন- হে আমার ভাইয়েরা! আজকে আমাদের ভাইদেরকে ঈমান ও আকীদার বলে বলিয়ান হয়ে ইসলামী সংস্কৃতিবান হওয়ার জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রায় তিনশতাধিক পুস্তক-পুস্তিকা ও বিবৃতি এখন পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্যই হলো মনমানসিকতার দিক দিয়ে এবং কর্মক্ষেত্রে ইসলামের জন্য মুজাহিদ হিসাবে নিজেদেরকে তৈরী করা। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, রাসূলের বাণীঃ "বারো হাজার (মুসলিম সেনা) কখনো সংখ্যা স্বল্পতার কারণে পরাজিত হবে না।"

ইসলামী আন্দোলন, প্রতিঘাত ও অগ্রাভিযানের অবস্থা ঃ

এটি আশা করা হয়েছিল যে, ইখওয়ানুল মুসলিমীন যেভাবে সর্বক্ষেত্রে সফলতা লাভ করছে, সে তার কাংখিত লক্ষ্যে খুব দ্রুতই পৌঁছে যাবে। আর এজন্য ইসলাম বিরোধী শক্তিরা একে ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে। এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের প্রথম কাজটি হলো ১৯৪৮ সালে এর প্রতিষ্ঠাতা ইমাম হাসানুল বান্নাকে শহীদ করে দেওয়া। এরপরে এর বড় বড় বিভিন্ন নেতাদেরকে শহীদ করে দেওয়া হয় এবং অব্যাহতভাবে ইখওয়ানের উপরে জেল-জুলুম-নির্যাতন চলতে থাকে।
এসব জুলুম নির্যাতনের ফলশ্রুতিতে এই আন্দোলনের কার্যক্রম গুটিয়ে পড়ে। আন্দোলনের উপরে রাজনৈতিক নিপীড়ন শুরু হয়। বিভিন্ন এলাকা এবং দেশে ইসলামী কার্যক্রম অনেকটাই গুটিয়ে যায়। মানুষের মৌলিক অধিকারকে বিশেষ

www.pathagar.com

করে ইসলামী কর্মকান্ডের সাথে যারা জড়িত ছিলেন, তাদের মৌলিক অধিকার পর্যন্ত ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ইসলামপন্থীরা এতকিছু নির্যাতনের পরেও জনগণের মাঝে ইসলামের জন্য, ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য দরদী মানুষ তৈরী করতে সাফল্য পেয়েছেন এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত বাতিলের মোকাবেলায় অটল পাহাড়ের মত অবিচল থেকে ইখওয়ানের লোকজন কাজ করে যাচ্ছেন।

একক ইসলামী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যাবলী

ইসলামী আন্দোলন বর্তমান যুগে যদি তাদের যে প্রধান লক্ষ্য- ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন এবং নতুন করে ইসলামী জীবনধারা চালু করা এ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। কিন্তু বাতিলের সাথে টক্কর দিয়ে গোটা দুনিয়াব্যাপী ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি করতে এই বিংশ শতাব্দীতেও সফল হয়েছে। এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো ঃ

এটি এক বিপ্লবী সংগঠন ঃ

ইসলামী আন্দোলনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এটি বিপ্লবধর্মী। ইসলামের পথই হলো, তার কর্মপন্থাই হলো বিপ্লবী কর্মপন্থা। আর এটি তার কর্মচঞ্চলতার মাধ্যমেই মানুষের মাঝে বিপ্লব এনে দেয়। এই বিপ্লবী মনোভাবের কারণেই ইসলাম যেকোন সংকট মোকাবেলায় উত্তীর্ণ হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনে নিজেদেরকে সেভাবে সংগঠিত করতে পারছে। প্রথম যে ইসলামী রাষ্ট্র রাসূল (সা.) করেছিলেন সেটিও কিন্তু মুসলমানদের দীর্ঘ আন্দোলনের বিপ্লবেরই ফসল। রুশ ও ভল্টোর আন্দোলনের তৎপরতার ফলেই ফরাসী বিপ্লব সাধিত হয়েছে। মার্কস ও লেনিনের যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এটিও ভলটিয়ারের চিন্তা-চেতনারই ফসল। আমি একথা এজন্য উল্লেখ করছি, যে কোন সংগঠনের মধ্যে যদি বিপ্লবী মনোভাব না থাকে তাহলে তা বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না।

নেতৃত্ব কেন্দ্রীভূত নয় ঃ

বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি কোন স্থানকেন্দ্রিক নয়। বরং এর কাজ সর্বত্র ব্যাপ্ত। রাসূলের যুগে হিজরতের অর্থইতো হলো ইসলামী কর্মকান্ড কোন বিশেষ কেন্দ্র বা স্থানকে ঘিরে চলছে না। বরং এর অর্থ হলো পৃথিবীর সর্বত্রই এর কাজ চলবে। কোন জায়গাতে বাধা পড়লে কাজ অন্য জায়গাতে ছড়িয়ে ফেলতে হবে। আর এ জন্যই ইসলামী কর্মকান্ডের বর্তমান যুগে এমন পরিকল্পনা নিতে হবে যে, বিশ্বের সর্বত্র ইসলামের কাজ চলবে। কোন ব্যক্তি বা স্থানকে কেন্দ্র করে ইসলামের কাজ নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। ইসলাম তার দাওয়াত ও কল্যাণ সবার জন্য সমভাবে উন্মুক্ত করেছে।

www.pathagar.com

সু-চিন্তিত অভিমত ঃ

ইসলামী আন্দোলন সু-চিন্তিত ও সূক্ষ্ম পরিকল্পনা নিয়ে আগাবে। এখানে আবেগের কোন স্থান নেই। ইসলামী দাওয়াতের এই বৈশিষ্ট্যটি এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। ইসলাম জাহেলিয়াতের দর্শনকে তার নিজস্ব দর্শন ও জ্ঞান দিয়েই মোকাবেলা করবে, আবেগ দিয়ে নয়।

জ্ঞানগত বৈশিষ্ট্য ঃ

ইসলামী আন্দোলন মানবতার সভ্যতা ও কল্যাণে জ্ঞানগত দিক দিয়েই তার পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছে। মানুষের বুদ্ধিমত্তার সাথে জ্ঞানের বিষয়টিকে ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এজন্য ইসলাম বা ইসলামী আন্দোলন যেই সমাজের মধ্যে কাজ করে সেখানে দাওয়াতের ক্ষেত্রে জনগণের মানসিক, রাজনৈতিক এবং পারপার্শ্বিক যুক্তিভিত্তিক সমাধান পেশ করেছে।

আধ্যাত্মিকতা ঃ

ইসলামী আন্দোলন বিশেষভাবে নির্ভর করে খোদায়ী প্রশিক্ষণের উপরে। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে এমনভাবে গড়ে তুলেছে যে, তার মন-মানসিকতায় আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি-বিধানকে প্রাধান্য দেওয়ার মানসিকতা গড়ে তুলে। সে তার চিন্তার ক্ষেত্রে, সভ্যতার ক্ষেত্রে, জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে, আল্লাহ্‌র বিধানকে মাথায় রাখে। সে যেকোন কাজ করতে গেলে প্রথমেই চিন্তা করে, এটি হালাল না হারাম? এটি কি শরীয়ত সম্মত? কাজটি কি সমাজের জন্য কল্যাণকর ইত্যাদি ইত্যাদি। ইসলামী আন্দোলন এই খোদায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই তার কর্মী বাহিনীকে এমনভাবে তৈরী করে যে, তারা বাতিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পিছপা হয় না। আর এটিই হলো মহান আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণীর ব্যাখ্যা ঃ "আর তোমাদের সাধ্যানুযায়ী অস্ত্রাদি দ্বারা এবং তোমাদের প্রতিপালিত অশ্বাদি দ্বারা সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখ (কাফিরদের মোকাবিলায়)। যা দ্বারা তোমরা ভীতির মধ্যে রাখতে পার তোমাদের শত্রু ও আল্লাহ্‌র শত্রুদেরকে।" (সূরা আনফাল ঃ ৬০)

সমাপ্ত

www.pathagar.com

WAMY Book Series : 28
World Assembly of Muslim Youth
House # 17, Road # 5, Sector # 7
Uttara Model Town, Dhaka. Tel : 8919123